বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১.১. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় ভি-এইড (গ্রামীণ কৃষি এবং শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে। ভি-এইড কর্মসূচিসহ পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে সংযুক্ত করা হয়। একাডেমী পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে 'কুমিল্লা মডেল' উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে।

কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে: দ্বি-স্তর সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং থানা সেচ কর্মসূচি। কুমিল্লা মডেলের এ সকল উপাদান থেকে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে: দ্বি-স্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি); থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে উপজেলা কমপ্লেক্স এবং থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)-র অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। ইতিমধ্যে বার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি)-কে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

১.২ বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যামিন কমিশন প্রতিবেদনে বিধ্বস্ত কৃষি ও ব্যাপক কৃষক অসন্তোষের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কৃষকরা মহাজনী শোষণমূলক ঋণের ভারে জর্জরিত এবং সহজ শর্তে ঋণ লাভের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিবেদনে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণ চালুর সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সালে বহুমুখী সমবায় আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি চালু করে। এর মাধ্যমে এদেশে সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সমবায় আইন পাশ হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে প্রায় ৩২,০০০ প্রাথমিক সমিতি ছিল যাদের অধিকাংশই ছিল কৃষি সমবায় সমিতি। ষাটের দশকে কুমিল্লায় বার্ড কর্তৃক দ্বি-স্তর সমবায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আঙ্গিকের সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়। কুমিল্লার দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নজির স্থাপিত হওয়ায় সরকার এ মডেল সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়। সত্তরের দশকে আইআরডিপি এবং আশির দশকে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ মডেল দ্রুততার সাথে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

১.৩ পরিচিতি

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালন, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ দান, পল্লী অঞ্চলে পন্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার আলোকে সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প' এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, আরডিএ এবং বাপার্ড একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে।

১.৪ রুপকল্প (Vision)

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

পল্লী উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১.৫ প্রধান কার্যাবলি

১. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সমিতি গঠন এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. পল্লী উন্নয়নভিত্তিক নীতিমালা, সমবায় আইন ও বিধি এবং তৎসংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন;
৩. ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, সমবায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন, সমবায় ব্যাংকিং, সমবায়ী কৃষি খামার সৃষ্টি ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
৪. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, পল্লী উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরি, সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ;
৫. পল্লী উন্নয়নভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
৬. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন কৌশল ও মডেল উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ;
৭. সমবায়ভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; এবং
৮.পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।

১.৬ মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট তিনটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. পল্লী এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয়-বর্ধক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণ;

২. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং

৩. পল্লী উন্নয়নে যুগোপযোগি কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

১.৭ বাজেট

২০২০-২১ অর্থ বছরের মূল বাজেটে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ২২৩৫ কোটি ৮৭ লক্ষ (পরিচালন বাজেট ৬৪৮ কোটি ১৫ লক্ষ ও উন্নয়ন বাজেট ১৫৮৭ কোটি ৭২ লক্ষ) টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ২২৩৭ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৩ হাজার (পরিচালন বাজেট ৬০৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ও উন্নয়ন বাজেট ১৬৩১ কোটি ৯০ লক্ষ) টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং বাজেট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন) নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) আয়ের লক্ষ্যমাত্রা

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	২০২০-২০২১
০১.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (সচিবালয় অংশ)	১০৮৫.২৫
০২.	সমবায় অধিদপ্তর	১০৬৬.৭৫
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		২১৫২.০০

(খ) বাজেট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মূল বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১
পরিচালন বাজেট	৬৪৮১৫.০০	৬০৫৩৭.৬৩
উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	১৫৮৭৭২.০০ (-)	১৬৩১৯০.০০ (-)
সর্বমোট (প্রকল্প সাহায্য)	২২৩৫৮৭.০০ (--)	২২৩৭২৭.৬৩ (--)

এক নজরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	পরিচালন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)
১	২	৩	৪	৫
০১.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (সচিবালয় অংশ)	১৫১৭.৪৫	১২৮১১৭.০০	১২৯৬৩৪.৪৫
০২	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা	৬৯.৫০	-	৬৯.৫০
০৩.	সমবায় অধিদপ্তর	২৪৯১২.৪৭	৬৩২.০০	২৫৫৪৪.৪৭
০৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	২৮০৪৫.৪৮	৯৮১৪.০০	৩৭৮৫৯.৪৮
০৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ),বগুড়া	২৪০৪.২০	১০৫৫৬.০০ (-)	১২৯৬০.২০ (-)

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	পরিচালন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)
১	২	৩	৪	৫
০৬.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড),কুমিল্লা	২৯৫৪.৯৯	১৬৯০.০০	৪৬৪৪.৯৯
০৭.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	৫৩৪.৯০	১৮০০.০০	২৩৩৪.৯০
০৮.	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)	-	৫৯০২.০০	৫৯০২.০০
০৯.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	-	৪৬৭৯.০০	৪৬৭৯.০০
১১.	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	৯৮.৬৪	-	৯৮.৬৪
	সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৬০৫৩৭.৬৩	১৬৩১৯০.০০	২২৩৭২৭.৬৩

বিঃ দ্রঃ

ক) অর্থ বিভাগের ১৫.০৩.২০২১ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১১২.৯৯.০০২.১(অংশ-১)-৩৪ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জিওবি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ১১ শতাংশ অর্থ সংরক্ষিত রেখে অবশিষ্ট ৮৯% অর্থাৎ ১৪৫২ কোটি ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ছাড়ের সম্মতি প্রদান করা হয়।

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ১৪৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬০ হাজার ৫ শত টাকা ছাড় করা হয় এবং সর্বমোট ১৩৭০ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়(ছাড়কৃত অর্থের ৯৫.৬১%)।

১.৮ সাংগঠনিক কাঠামো

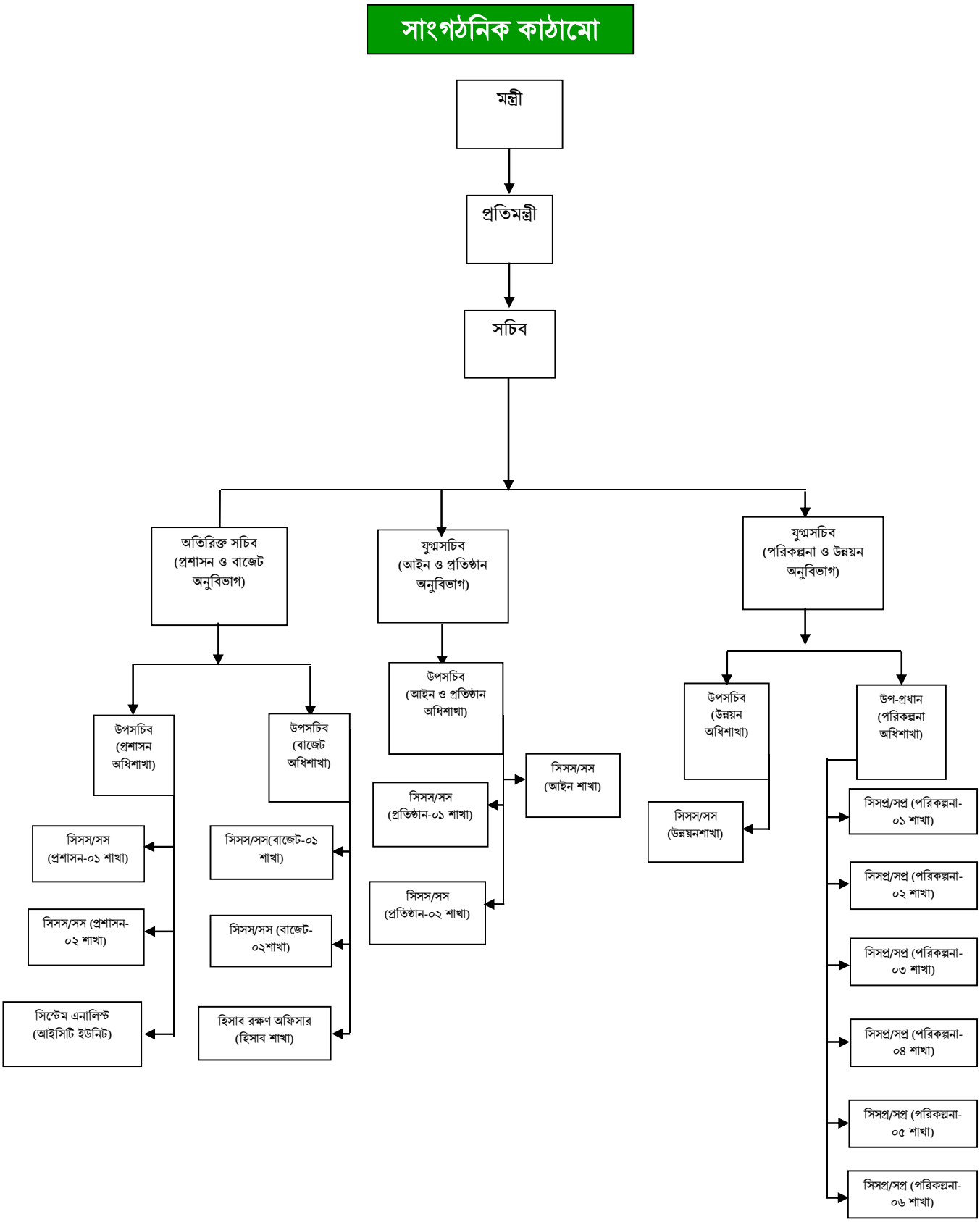
সাংগঠনিক কাঠামো
মন্ত্রী
প্রতিমন্ত্রী
সচিব
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ)
যুগ্মসচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ)
যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ)
উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)
উপসচিব (বাজেট অধিশাখা)
উপসচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান অধিশাখা)
উপসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা)
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা অধিশাখা)
সিসস/সস (প্রশাসন-০১ শাখা)
সিসস/সস (প্রশাসন-০২ শাখা)
সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি ইউনিট)
সিসস/সস(বাজেট-০১ শাখা)
সিসস/সস (বাজেট-০২শাখা)
হিসাব রক্ষণ অফিসার (হিসাব শাখা)
সিসস/সস (প্রতিষ্ঠান-০১ শাখা)
সিসস/সস (প্রতিষ্ঠান-০২ শাখা)
সিসস/সস (আইন শাখা)
সিসস/সস (উন্নয়নশাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০১ শাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০২ শাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৩ শাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৪ শাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৫ শাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৬ শাখা)

১.৯ মুজিব শতবর্ষ , কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাস্তবায়িত কর্মসূচির সচিত্র বিবরণী

- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবনে 'বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি' (২০-০৮-২০২০) ও 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' স্থাপন করা হয় (২৬-৩-২০২১)।

- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় ১৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে 'বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবন' শীর্ষক এবং গত ২৯ সেপ্টম্বর ২০২০ তারিখে 'বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপনে জাতির পিতার ভূমিকা' শীর্ষক দুইটি সেমিনার আয়োজন, গত ২০-০৯-২০২০ তারিখ বার্ডের বার্ষিক পরিকল্পনা সন্মেলন ২০১৯-২০ এ 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু: পল্লী ভাবনা' শীর্ষক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ এবং গত ০৩ জানুয়ারি ২০২১ লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের উদ্যোগে 'দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা: বর্তমান চিত্র ও সাফল্য গাথা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। এছাড়া কুমিল্লা জেলার পাহাড়ি এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গৃহীত লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে সুদমুক্ত ঋণ, ২৩ মেট্রিক টন ধানের বীজ, ২২ টি ধান কাটার মেশিন, ৭টি ধানের চারা রোপণ করার যন্ত্র, ২০ হাজার গাছের চারা, ২ লক্ষ ২৫ হাজার মাছের পোনা এবং ৪০ হাজার হাঁসের বাচ্চা মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিতরণ করা হয়।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে (১৭-০৩-২০২১) সেমিনার, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্যুভেনির গ্রন্থ, স্মরণিকা ও দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া ৩৩ হাজার ফলজ ও নিম গাছের চারা এবং ১ লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়।

- বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ এ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দরিদ্র্য ও দুস্থ মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ১ লক্ষ মাছের পোনা (১০-০৭-২০২০ ও ১৬-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখে) এবং ১০ হাজার ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়েছে (০৪-০৭-২০২০ খ্রি: হতে ২২-০৬-২০২১ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে)। এছাড়া বাপার্ড কর্তৃক কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়ার দুটি এতিমখানায় সুপেয় পানির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দরিদ্র ও দু:স্থ মহিলাদের মাঝে বিনামূল্যে ১১০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয় ০১-১১-২০২০ হতে ৩১-০৩-২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়)।

- আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রায় ৮ লক্ষ দরিদ্র জনগণকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণসহ প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যদের প্রত্যেককে ৩টি করে গাছের চারা রোপণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ইতোমধ্যে ৬৪,০৬,০১১ টি বনজ ও ফলজ চারা রোপণ করা হয়েছে।



বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি



মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর সুফলভোগীদের মাঝে বৃক্ষের চারা বিতরণ

- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) কর্তৃক সিরাজগঞ্জস্থ বাঘাবাড়িঘাটে পরিচালিত স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে পাস্তুরিত চকলেট দুধ বিতরণ করা হয় (১৭-০৩-২০১৯)

- ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে সীমিত পর্যায়ে সমাবেশ অনুষ্ঠান এবং সেরা ৩ জন সদস্যকে পুরস্কার প্রদান করা হয় (১৭-০৩-২০২০)

- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উল্লেখযোগ্য উক্তি প্রচার/প্রদর্শন করা হয় ১৭-০৩-২০২০ থেকে ১৫-০৫-২০২০ পর্যন্ত চ্যানেল নাইন এ প্রচার)।

- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর কর্মজীবন নিয়ে আলেখ্য ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার ওপর ভিত্তি করে ৭ নভেম্বর ২০২০ জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০ পালন করা হয়।

- জাতীয় কর্মসূচি অনুসারে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন করা হয় এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন' শীর্ষক (ভার্চুয়াল) আলোচনা সভা ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।



“জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন” শীর্ষক আলোচনায় ভার্চুয়ালী উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি



বার্ডে মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত “ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপনে জাতির পিতার ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান (সাবেক সচিব), কিউরেটর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১ তম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবসে উদযাপন সমবায় অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী ভবন, ঢাকায় স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। এছাড়া তিনি উক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষ হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা

- ২৬ মার্চ ২০২১ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে এ বিভাগ-এর আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা; পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া; বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ;

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বেলুন উড়ানো, র‍্যালী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-এর আয়োজন করা হয়।





বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায়
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা: উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' শীর্ষক বিশেষ প্রকাশনা জুন ২০২১ মাসে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রকাশনা এর মোড়ক উন্মোচন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।





মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বার্ড কর্তৃক প্রকাশিত "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু: পল্লী ভাবনা" স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিশেষ প্রকাশনা "বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা: উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ" এর মোড়ক উন্মোচন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

১.১০ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২০-২১ অর্থ বছরে এ বিভাগের আওতায় ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ সকল প্রকল্পের অনুকুলে প্রদত্ত বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২১ পর্যন্ত ব্যয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ				
১	আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ -জুন, ২০২১)	৭৮৮৫২৭.০৫ লক্ষ	১২৪৩৭৭.০০ লক্ষ	১১১৬৩৪.৭০ লক্ষ
২	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	৩০১০৫.০০ লক্ষ	৩৭৪০.০০ লক্ষ	২৫৮৫.৬১ লক্ষ
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড):				
৩	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০২১)	৩৪৪৭৩.৫৫ লক্ষ	১৮০০.০০ লক্ষ	১৬৪৮.৭০ লক্ষ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)				
৪	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	১৩১৪৮.০০ লক্ষ	২৩৮৪.০০ লক্ষ	১৬৮৬.২৩ লক্ষ
৫	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ	৩০০০.০০ লক্ষ	২৯৯৩.৮১ লক্ষ
৬	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	৪১৭৭.৭৩ লক্ষ	৬৮০.০০ লক্ষ	৬৭৪.৭৩ লক্ষ
৭	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	২০৬৩৫.০৫ লক্ষ	৩৭৫০.০০ লক্ষ	৩৬৮৭.৪০ লক্ষ

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২১ পর্যন্ত ব্যয়
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা				
৮	বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প(জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	৪২৬৪.২০ লক্ষ	৯৪০.০০ লক্ষ	৭৯৪.৬৬ লক্ষ
৯	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	৪৮৫৫.০০ লক্ষ	৭৫০.০০ লক্ষ	৬১০.৫৯ লক্ষ
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া				
১০	গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ১৪ হতে জুন, ২০২২)	২১৪১৯.৭২ লক্ষ টাকা (জিওবি)	৫০০.০০ লক্ষ	০.০০ লক্ষ
১১	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তারএবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	৩৯৬৩.০০ লক্ষ	১৭৬.০০ লক্ষ	১৩৫.৭৫ লক্ষ
১২	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	১৩৯১০.৫৭ লক্ষ	২৭৮০.০০ লক্ষ	১৬০৩.১৩ লক্ষ
১৩	জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ	১৬০০.০০ লক্ষ	১১৭৪.৩৮ লক্ষ
১৪	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর অধিবাসীদের দারিদ্র্য হতে উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৩০৫৫.৭০ লক্ষ	৩৩৮.০০ লক্ষ	৩২৮.১১ লক্ষ
১৫	সৌর শক্তি চালিত সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৩৯৮৯.০০ লক্ষ	৭২৩.০০ লক্ষ	৫১২.৫০ লক্ষ
১৬	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	২০৩২৪.৩১ লক্ষ	৪৪৪০.০০ লক্ষ	৩৩০২.১২ লক্ষ
সমবায় অধিদপ্তর				
১৭	উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১৫১৫৭.০৩ লক্ষ	৪২৩.০০ লক্ষ	৩৯২.৮৭ লক্ষ
১৮	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গজ্জাচড়া	২৩৮৯.০০ লক্ষ	২১০.০০ লক্ষ	২০৬.৯৯ লক্ষ

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২১ পর্যন্ত ব্যয়
	উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০২১খ্রি.)			
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশেন (পিডিবিএফ)				
১৯	হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠির পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	মোট ৩৯৬৭.৪৬ লক্ষ (জিওবি: ৩৪০৭.৪৬; পিডিবিএফ নিজস্ব: ৫৬০.০০)	৭৬৯.০০ লক্ষ	২৯৫.৩৩ লক্ষ
২০	প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৭০০৬.০০ লক্ষ	২২৫৮.০০ লক্ষ	২০৯০.৩৪ লক্ষ
২১	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ও চর এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১)	৩৩০৮.৪২ লক্ষ	৪১৭.০০ লক্ষ	০.০০ লক্ষ
২২	আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২)	৪৮৪৭.০০ লক্ষ	১২৩৫.০০ লক্ষ	২১.৭০ লক্ষ
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)				
২৩	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যুইটি: ৭৯৪৪.৭৭, নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ	০.০০ লক্ষ	০.০০ লক্ষ
২৪	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যুইটি: ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবি: ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ	৯৭৯.০০ লক্ষ	৩১০.২০ লক্ষ
২৫	বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	মোট ৩৫৪৪৯.৬৮ (জিওবি অনুদান: ৩২৯৭৬.১৮ নিজস্ব তহবিল: ২৪৭৩.৫০) লক্ষ	৪৯২৩.০০লক্ষ	৩৬৬.৮০ লক্ষ

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (৪র্থ সংশোধিত)

প্রকল্পের নাম	:	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।
প্রকল্পের মোট ব্যয় ও অর্থের সংস্থান	:	৭৮৮৫২৭.০৫ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন।
প্রকল্প এলাকা	:	দেশের ৬৪ জেলার ৪৯২ টি উপজেলাধীন ৪৫৫০ টি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড এবং ৩২৭টি পৌরসভার সকল ওয়ার্ড।
প্রতিবেদনকাল	:	**জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।**

প্রকল্পের রূপকল্প:

বহুমুখি কৃষিজ উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকায়ন সুনিশ্চিত করে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের অভিলক্ষ্য:

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে বিনিয়োগযোগ্য নিজস্ব তহবিল গঠন করে দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সেবার আওতায় নিয়ে আসা এবং প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে উপকারভোগী সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।

প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদা সুসংহতকরণ;
২. উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডারবৈষম্য দূরীকরণ;
৩. দরিদ্র মানুষের অংশীদারিত্বে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্থায়ী তহবিল গঠনপূর্বক তা আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থায়ী আয় সৃজন;
৪. বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতি প্রতি ন্যূনতম ৫ জন সদস্যকে সেবা এবং প্রযুক্তি সহায়তাকারী হিসেবে গড়ে তোলা;
৫. দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বহুমুখি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৬. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও গতিশীল করা;
৭. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলোকে স্থানীয় সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা;
৮. আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
৯. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সুবিধাভোগীদের নিয়ে চলমান কার্যক্রমের সর্বস্তরে তথ্য-প্রযুক্তির সেবা নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল:

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বহুমাত্রিক ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল দর্শন হল জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি ও তার স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ কিছু কর্মকৌশলকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তা হলো:

১। গ্রাম নির্বাচন:

১. দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতা;
২. শিক্ষার অপ্রতুলতা;
৩. নিয়মিত কাজের অভাব/অনিশ্চিত জীবিকা;
৪. জলাবদ্ধতা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে বিপর্যস্ত গ্রাম;
৫. অঞ্চলভিত্তিতে অনগ্রসরতার কোন বিশেষ কারণ বা বৈশিষ্ট্য;

তবে ৩য় সংশোধনীতে দেশের সকল গ্রামকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে। পল্লী এলাকায় যেখানেই দরিদ্র মানুষ আছে সেখানেই সমিতি গঠন করে দরিদ্র মানুষকে প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

২। প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের মানদন্ড:

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনে/শনাক্তকরণে একটি মানদ- অনুসরন করা হয়ে থাকে, তা হলো:

* দরিদ্র পরিবার (মহিলা পরিবার প্রধান: ০-০.৫০ একর জমির মালিক)	অগ্রাধিকার-১
* দরিদ্র পরিবার (অনূর্ধ্ব ০.৩০ একর জমির মালিক)	অগ্রাধিকার-২
* দরিদ্র পরিবার (সর্বোচ্চ ০.৫০ একর জমির মালিক)	অগ্রাধিকার-৩
* চর ও পাহাড়াঞ্চলে দরিদ্র পরিবার (সর্বোচ্চ ১.০০ একর) জমির মালিক	অগ্রাধিকার-৪

উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে শহীদ পরিবার, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান রয়েছে। কোনক্রমেই যাতে গ্রামের সচ্ছল, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী বা তাদের পোষ্য উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ না পায় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। মানদ- অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে ৪০ জন মহিলা এবং ২০ জন পুরুষ সদস্য। তবে ভৌগলিক বিশেষ অঞ্চল, বিশেষ সম্প্রদায়, নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি ভেদে সর্বনিম্ন ৩০ জন সদস্য নিয়েও গ্রাম সমিতি গঠন করা হয়েছে। তবে নারী পুরুষ অনুপাত ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সকল ক্ষেত্রে এ অনুপাত সঠিক অনুপাতে অনুসরণ সম্ভব হয়নি।

৩। উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া:

উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি উপকারভোগী নির্বাচন করার জন্য গ্রামে প্রকাশ্য স্থানে সভা করে উপস্থিত সকলের মতামত নিয়ে উপকারভোগী নির্বাচন করে থাকেন। প্রতি পরিবার হতে একজন ব্যক্তি সমিতির সদস্য হওয়ার সুযোগ পান। সদস্যদের মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত হতে হবে ২:১।

৪। গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি:

গ্রামে প্রকাশ্য সভায় নির্বাচিত উপকারভোগীদের নিয়ে গ্রামভিত্তিক একটি অথবা দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশী হলে একাধিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়। প্রতি গ্রাম সমিতিতে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে কার্যকারী কমিটি গঠন করা হয়। যার মধ্যে ১ জন সভাপতি ও ১ জন ম্যানেজার নির্বাচন করা হয়। গ্রাম সমিতির সদস্যদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ, পারস্পারিক আস্থা, বিশ্বাস, সহযোগিতা, অবাধ মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ সামাজিক পুঁজিকে (Social Capital) আরো বেশি সুসংহত করার লক্ষেই এ সংগঠনের সৃষ্টি।

৫। উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ ও অনলাইন ডাটা এন্ট্রি:

সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে প্রকল্পের কর্মীগণ উপকারভোগী সদস্যদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এ তথ্যের মধ্যে তাদের পেশা, জীবিকা, আয়, সম্পদ, পরিবারের সদস্যদের জীবিকা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য থাকে। প্রতি গ্রাম সমিতির সদস্যদের তথ্য প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজে এন্ট্রি দিয়ে অনলাইনে সমিতি তৈরীর কাজটি করেন প্রকল্পের কর্মীগণ। প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ারটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এবং ৩টি বেসরকারি ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সফটওয়ারের সাথে ইন্টারফেসিং থাকার কারণে প্রকল্পের ডাটাবেজ সফটওয়ারে সমিতি তৈরী সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে ব্যাংক সাইডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমিতির নামে একটি অনলাইন ব্যাংক হিসাব তৈরী হয়। অনলাইন সফটওয়ারে এন্ট্রিকৃত সকল উপকারভোগীর তথ্য বর্তমানে অনলাইন সফটওয়ারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং তা যে কোন ব্যক্তি অনলাইনে দেখতে পারেন।

৬। পুঁজি গঠনঃ

অনলাইনে সমিতি গঠন এবং ব্যাংক হিসাব তৈরী সম্পাদন হলে অংশীদারিত্ব মূলক পুঁজিগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ৩টি ধাপ রয়েছেঃ

ক) সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়ঃ

প্রকল্পের সদস্যগণ সপ্তাহে ৫০ টাকা মাসে ২০০ টাকা হারে সঞ্চয় করেন। প্রতি সদস্যকে একটি পাশবই প্রদান করা হয়। প্রকল্পের মাঠ সহকারী রশিদ দিয়ে সদস্যের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করেন। অর্থ সংগ্রহ ও তা সদস্যের পাশ বহিতে লেখার কাজে সমিতির ম্যানেজার মাঠ সহকারীকে সহায়তা করে থাকেন। মাঠ সহকারী সদস্যদের নিকট হতে সংগৃহীত অর্থ উপজেলায় প্রকল্প কার্যালয়ে কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব সহকারীর নিকট জমা দিয়ে একটি রশিদ গ্রহণ করেন। কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব সহকারী গৃহীত সঞ্চয়ের অর্থ অনলাইনে সমিতির হিসাবে জমা প্রদান করেন। ব্যাংক হিসাবটি সমিতির নামে হলেও ঐ হিসাবে সকল সদস্যের পৃথক হিসাব রাখার জন্য লেজার সংরক্ষিত হয়। ফলে কোন সদস্য কবে কত টাকা জমা করলেন তা পৃথকভাবে দেখা যায়। সদস্যদের সঞ্চয় জমা এক নাগাড়ে ২৪ মাস পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। ৬০ জন সদস্য ২৪ মাস ২০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে ২ বছরে ২.৮৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা হয়।

খ) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাসঃ

সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প হতে সমপরিমাণ অর্থ (সদস্য প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে ২৪ মাস) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাস হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। এটি দরিদ্র সদস্যদের তাঁদের কষ্টার্জিত দৈনন্দিন আয় হতে সঞ্চয় করতে অনুপ্রাণিত করে। এটি প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারি অর্থ ছাড়ের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের অর্থ প্রতি ৩ মাস অন্তর সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদান করা হয়। কোন সদস্য বেশী সঞ্চয় করলেও মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে বোনাস প্রদান করা হয়। ব্যাংক হতে অনলাইনে এ অর্থ সমিতি তথা সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা হয়। এ অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্য সমিতির সদস্যদের একটি মিউচুয়াল তহবিল গঠন করা। এ অর্থ সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা হলেও এর মালিক সমিতি। কোন সদস্য ইচ্ছা করলে এ অর্থ তুলতে পারবেন না। শুধুমাত্র ঋণ নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

গ) সমিতির ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলে আর্থিক সহায়তাঃ

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নিজস্ব স্থায়ী তহবিল গঠনের জন্য প্রকল্প হতে প্রতি সমিতিকে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে দু'বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। সদস্যদের নিজেদের সঞ্চয় ও প্রকল্প হতে সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদানের সাথে এ অর্থ যোগ হয়ে প্রতি সমিতির জন্য ২ বছরে ৯.০০ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গড়ে উঠছে। এ অর্থের মালিক সমিতি। সমিতির সদস্যগণ এ অর্থ স্থায়ীভাবে আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করেন। তহবিল গঠনের এ প্রক্রিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৭। প্রশিক্ষণ ও গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃজনঃ

আয়বর্ধক কাজে অর্থ বিনিয়োগ করে সফল হতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রতি গ্রাম সমিতি হতে ৫ জন করে সদস্যকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা প্রকল্পে রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ প্রশিক্ষণ উপজেলা পর্যায়ে একটি রিসোর্স টিম গঠন করে তার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে প্রদান করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে উপজেলা পর্যায়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হয় না। তাই ৩য় সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ প্রশিক্ষণ বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবাসিক ব্যবস্থায় প্রদান করা হয়। একটি সমিতি হতে ৫ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে ভলানটিয়ার বা সেচ্ছাকর্মী হিসেবে তৈরী করা হচ্ছে। যাতে প্রশিক্ষণ শেষে তারা তাদের লব্ধ জ্ঞান নিজে প্রয়োজনের পাশাপাশি সমিতির অন্য সদস্যদের শেখাতে পারেন। তবে কোভিড-১৯ মহামারীজনিত পরিস্থিতিতে সদস্যদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা কওে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সীমিত আকারে প্রদান করা হয়েছে।

৮। সমিতির সদস্যদের উঠান বৈঠকঃ

প্রকল্পে অন্যতম বৈশিষ্ট্য সদস্যদের নিয়মিত উঠান বৈঠক। যা সমিতির সদস্যদের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন, সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, একতা, কাজের জবাবদিহিতা তৈরীতে সহযোগিতা কর। এ বৈঠকে সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, ঋনের প্রকল্প গ্রহণ, কিস্তি আদায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, কুটিরশিল্প উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়াও এ বৈঠকে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, শিশু অধিকার, বয়স্কশিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

৯। সমিতির তহবিল ব্যবহার ও জীবিকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সৃজনঃ

এ প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো তহবিল ব্যবহারে সমিতির সদস্যদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার। সমিতির সদস্যগণ উঠান বৈঠকে বসে সদস্যদের চাহিদা মাফিক ও প্রয়োজন অনুযায়ী আয়বর্ধক খামার সৃজনে সমিতির তহবিল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। প্রকল্প অফিস বা উপর হতে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয় না। উঠান বৈঠকে সদস্যগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সে অনুযায়ী ঋণ প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করার দায়িত্ব প্রকল্পের কর্মীদের। সদস্যগণ তাদের বসতভিটা উপযোগী বিষয়ে খামার সৃজনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১০। বিপণন সহায়তা (বাজারজাতকরণ কার্যক্রম):

সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার জন্য প্রতি উপজেলায় স্থাপন করা হচ্ছে মার্কেটিং সেন্টার। এ মার্কেটিং সেন্টারের মাধ্যমে সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন বাজারজাত করার সকল সহযোগিতা পাবেন। ইতোমধ্যে ৪৭১টি উপজেলায় প্রকল্পের মার্কেটিং সেন্টার কাম অফিস ভবন তৈরী সম্পন্ন হয়েছে।

১১। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন:

সরকারের ডিজিটার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পেও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রস্তুত করা হয়েছে সকল সদস্যের অনলাইন ডাটাবেজ। সকল আ।র্থিক লেনদেন অনলাইন ব্যাংকিং তথা ডিজিটাল ব্যবস্থায় সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের দাপ্তরিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ব্যবহার/মোবাইল ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। কেনাকাটায় ই-দরপত্র, নথি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি “নথি” ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা:

প্রচলিত উচ্চ সুদের ঋণের পরিবর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত ‘ক্ষুদ্র সঞ্চয়’ মডেল অনুসরণে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী তহবিল সৃজন এবং ঐ তহবিল হতে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. সারাদেশের ৫৪.৫৯ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় আনা;
২. প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক আমার বাড়ি আমার খামার সমিতি গঠন। যার সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০ হতে সর্বাধিক ৬০টি দরিদ্র পরিবার। সদস্যদের ৬৬% হবেন মহিলা;
৩. দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান। মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা সঞ্চয় করলে প্রকল্প হতে সমিতির মিউচুয়াল তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চয়ের বিপরীতে মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে ২৪ মাস পর্যন্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদান প্রদান করা;
৪. ৬০ জন দরিদ্র মানুষের সমিতিতে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রকল্প হতে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে ২ বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা;
৫. এভাবে ৬০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতির স্থায়ী তহবিল ২ বছরে প্রায় ৯.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা;
৬. সকল অর্থ এবং আর্থিক লেনদেন প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণপূর্বক এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
৭. প্রতি সমিতি হতে গড়ে ৫ জন সদস্যকে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন আয়সৃজন কাজে ৩-৫ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন আবাসিক/ অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৮. সমিতির তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত সদস্যদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রহণ এবং সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ে সমিতিকে সক্ষম করে গড়ে তোলা;
৯. সমিতির স্থায়ী তহবিল উহার সদস্যদের মধ্যে স্থায়ী ও ঘূর্ণায়মানভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা;
১০. প্রতিটি সদস্যের বাড়িকে পর্যায়ক্রমে পারিবারিক কৃষি খামারে পরিণত করা;
১১. যে সকল সদস্য সমিতির তহবিল হতে বিনিয়োগ করে সফল হবেন এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করবেন, তাদেরকে প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক হতে মাত্র ৫% সেবামূল্যে ৫০ হাজার টাকা হতে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ দেয়া;
১২. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে অফিস কাম মার্কেটিং সেন্টার নির্মাণ। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন মার্কেটিং এর সুযোগ তৈরি করা;
১৩. সমিতির তহবিল স্থায়ীভাবে লেনদেন এবং সদস্যদের আয়বর্ধক কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ (প্রধান কার্যক্রমসমুহ)
২০২০-২১ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:
(লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	কার্যক্রম	২০২০-২১ অর্থবছরে		ক্রমপুঞ্জিত	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	ক্রমপুঞ্জিত
১	সুবিধাভোগী নির্বাচন (লক্ষ জন)	-	২.১৮	৫৪.৬০	৫৬.৭৭
২	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন (সংখ্যা)	-	-	১২০০০০	১২০৩২৫
৩	সঞ্চয় আদায় (লক্ষ টাকা)	২০০০০.০০	১৭৫৪৬.৮২	২৪৩৩৮৮.০০	২০৮৫০৫.৪০
৪	কল্যাণ অনুদান বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৫৫০৪.৪৫	২৫৫০৪.৪৫	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০
৫	সমিতিতে আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান (লক্ষ	২৯৪৩৯.০০	২৯৪৩৯.০০	৩২০০০০.০০	৩২০০০০.০০
৬	সমিতির তহবিল গঠন (লক্ষ টাকা)	৭৪৯৪৩.৪৫	৭৭৪৫৯.৪১	৭৬৩৩৮৮.০০	৭৬৩৩৮৮.০০
৭	উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান	৫০০০০	৭৩৬০	৪৭৪০০০	২৭৪৫১৮
৮	গ্রামীণ অর্থনীতিতে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ সমিতি সংখ্যা	১০০০০০.০	১১৪৭৭৭.০৫	১০০০০০০.০০	১১০৪০৬০.১৩
৯	কর্মসংস্থান কারীর (লক্ষ জন)	৮.০০	৭.৫০	৫৪.৬০	৪৪.১৭

১০	পারিবারিক বলয়ে গড়ে উঠা জীবিকা ভিত্তিক আয়বর্ধক খামারের সংখ্যা (লক্ষ টি)	৮.৪৪	৪.১৯	৩৩.৭৪	৩৩.৭৪
১১	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ বিতরণ (লক্ষ	২৪৫০০.০০	২৪৫০০.০০	৪৯০০০০.০০	৪৯০০০.০০

ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি

জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন অনুসরণে বাস্তবায়িত আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সাফল্য এক নজরে নিম্নরূপঃ

- মোট গ্রাম সমিতি গঠন : ১,২০,৩২৫ টি
- পল্লী এলাকার দরিদ্র খানা অন্তর্ভূক্তি : ৫৬ লক্ষ ৭৭ হাজার
- দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ : ২০৮৬.০০ কোটি টাকা
- গ্রাম সমিতি সমূহের জন্য মোট তহবিল গঠন : ৭৬০৯.০০ কোটি টাকা
- সদস্যদের বাড়িতে পারিবারিক খামার স্থাপন : ৩৩.৭৩ লক্ষ টি
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ : ১১০৭৯.০০ কোটি টাকা
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে : ২.৭৪ লক্ষ জন কে
- গ্রাম পর্যায়ে ডিজিটাল আর্থিক সেবা প্রদান : ৫৬.৭৭ লক্ষ জনকে
- দরিদ্র মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি : ৫৬.৭৭ লক্ষ জনকে

প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন শুরু হয়। তখন মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১১৯৭০০.০০ লক্ষ টাকা। তবে প্রকল্পের পরিসর পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে সারাদেশের প্রতিটি গ্রামকে এর আওতায় আনা হয়। মোট ৪ বার প্রকল্প দলিল সংশোধন করা হয় এবং সর্বশেষ প্রাক্কলিত ব্যয় ধার্য্য হয় ৭৮৮৫২৭.০৫ লক্ষ টাকা। ৩০ জুন ২০২১ এ প্রকল্প মেয়াদ শেষ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭৭৫,৭৮৩.৫৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮.৩৮%। অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিবরণী নীচে দেয়া হলো।

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণীঃ

ক্র. নং	আইবাস কোড	খাত	মোট আরডিপিপি বরাদ্দ	শুরু হতে জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত
১	৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন	৭,১১১.১৮	৭,০১৫.৯১	৯৫.২৭
২	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	৬০,৫০০.০০	৬০,৪৯৯.০০	১.০০
৩	৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভার ভাতা	২০.০০	১৬.৯৬	৩.০৪
৪	৩১১১৩০১	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	২০.৩০	১২.৭৭	৭.৫৩
৫	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩.৫০	৩.২৯	০.২১
৬	৩১১১৩০৪	মহার্ঘ ভাতা	২,৩৭৪.৩৪	২,৩৭৪.৩৪	-
৭	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৪০০.০০	৩৯৪.৯৩	৫.০৭
৮	৩১১১৩০৯	পাহাড়ী ভাতা	৭১৩.১৮	৭১২.৬২	০.৫৬
৯	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	২৯,২৬০.০০	২৯,২৫০.১৬	৯.৮৪
১০	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৮,৭০০.০০	৮,৬৯৮.০৫	১.৯৫
১১	৩১১১৩১২	টেলিফোন ভাতা	৪.৭৬	২.৯৯	১.৭৭

ক্র. নং	আইবাস কোড	খাত	মোট আরডিপিপি বরাদ্দ	শুরু হতে জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত
১২	৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১০.৫০	৩.৫৭	৬.৯৩
১৩	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১,২৫৬.৪৬	১,২২৩.০৭	৩৩.৩৯
১৪	৩১১১৩১৫	পোষাক ভাতা	০.১০	০.০৯	০.০১
১৫	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	০.১২	০.১২	-
১৬	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	১০,৯১৫.০০	১০,৯১০.৯১	৪.০৯
১৭	৩১১১৩২৭	অভারটাইম	৪৭.৩২	৪৩.৫৮	৩.৭৪
১৮	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৬.৯৪	৫.২৪	১.৭০
১৯	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	২.৫০	১.৩২	১.১৮
২০	৩১১১৩৩২	কমিটি মিটিং	৩৮.৮১	৩৮.৮১	-
২১	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	২৮,৫০০.০০	২৬,০৮৬.২০	২,৪১৩.৮০
২২	৩১১১৩৩৫	নববর্ষ ভাতা	৯৬২.০০	৯১৭.৬৩	৪৪.৩৭
২৩	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা (প্রেষণ ভাতা গ্র্যাচুইটি)	৪১.৮০	৪১.৮০	-
২৪	৩২১১১০১	পুরষ্কার	১৫২.৮১	১৫২.৭৪	০.০৭
২৫	৩২১১১০২	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সমগ্রী	৩৫.০০	৩১.৩৮	৩.৬২
২৬	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৪৪.৪৯	২৮.২৭	১৬.২২
২৭	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরী/সাকুল্যে বেতনসহ	৫০.০০	৪২.১৭	৭.৮৩
২৮	৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫.১০	২.০৯	৩.০১
২৯	৩২১১১১১	সেমিনার কনফারেন্স	২,১০০.০০	১,৯৪৭.৭৭	১৫২.২৩
৩০	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৪২০.০০	৩৭৪.১৩	৪৫.৮৭
৩১	৩২১১১১৫	পানির বিল	১০.০০	১.২৮	৮.৭২
৩২	৩২১১১১৬	কুরিয়ার	২০.০০	৫.৩৫	১৪.৬৫
৩৩	৩২১১১১৭	টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	৫৫০.০০	৫৫০.৭৬	(০.৭৬)
৩৪	৩২১১১১৯	ডাক	১০.০২	১০.০৪	(০.০২)
৩৫	৩২১১১২০	টেলিফোন/টেলিপ্রিন্টার	৪২৫.০০	৩১১.৯৬	১১৩.০৪
৩৬	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩১৫.০০	২০৮.০৭	১০৬.৯৩
৩৭	৩২১১১২৬	অডিও ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	২০১.৯৬	৭১.১৮	১৩০.৭৮
৩৮	৩২১১১২৮	প্রকাশনা	৩৫১.১৬	২৬৮.৫৯	৮২.৫৭
৩৯	৩২১১১২৯	ভাড়া অফিস	৭২২.০০	৭১৫.৭১	৬.২৯
৪০	৩২১১১৩০	যাতায়াত	৫.০০	৪.৭১	০.২৯
৪১	৩২২১১০১	অডিট ফি ব্যয়	৫.১১	০.৩৫	৪.৭৭
৪২	৩২২১১০৪	রেজিষ্ট্রেশন ফি	৯০.০০	৭৩.১৮	১৬.৮২
৪৩	৩২২১১০৬	পরিবহন	৮.০০	২.০৮	৫.৯২
৪৪	৩২২১১০৮	বীমা/ব্যাংক চার্জ	৫৭৭.৫৪	৪০৬.৪৯	১৭১.০৫
৪৫	৩২২১১০৯	ব্যাবস্থাপনা ব্যয়	৪৯.৫২	৪৭.৫৩	১.৯৯
৪৬	৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (শিক্ষা সফর)	৩৯২.০০	৩১.৫৯	৩৬০.৪১

ক্র. নং	আইবাস কোড	খাত	মোট আরডিপিপি বরাদ্দ	শুরু হতে জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত
৪৭	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১৬,৩৮০.০০	১১,৪৭৭.৭৮	৪,৯০২.২২
৪৮	৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	১,২৫০.৬৪	১,২৪৫.৬৩	৫.০২
৪৯	৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	৩২১.৪৫	২৯৪.৩৪	২৭.১১
৫০	৩২৪১১০১	ভ্রমন ভাতা	৩,০০০.০০	২,৯৭৮.২৩	২১.৭৭
৫১	৩২৪১১০২	ভ্রমন ভাতা বদলী	-	০.০০	-
৫২	৩২৫১১০৪	প্রদর্শনী খামার (বার্ড)	২০.০০	২০.০০	-
৫৩	৩২৫১১০৫	সার	৩৭০.০০	১৯৫.১৮	১৭৪.৮২
৫৪	৩২৫১১০৮	হাস মুরগী	২৪৩.২৯	১৫৫.৪১	৮৭.৮৮
৫৫	৩২৫১১০৯	বীজ ও উদ্ভিদ	২৪৪.০৭	১৪৬.৩২	৯৭.৭৫
৫৬	৩২৫৪১০১	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য	৬৫.০০	৫৬.১৩	৮.৮৭
৫৭	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৮১৫.৬৫	৮১৩.৪৩	২.২২
৫৮	৩২৫৫১০২	মূদ্রণ ও বাঁধাই	৩৫০.৯২	৩০০.১১	৫০.৮১
৫৯	৩২৫৫১০৪	ষ্টেশনারী/সীলস/ষ্ট্যাম্প	২,০৮১.৩৮	২,০৭৩.৪৫	৭.৯৩
৬০	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনহিারী	৩৩৮.০৬	৩২৪.৫০	১৩.৫৬
৬১	৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	৩.৪৪	১.৩১	২.১৩
৬২	৩২৫৬১০৫	কাচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩৬৫.০০	২৬৫.২৮	৯৯.৭২
৬৩	৩২৫৬১০৬	পোষাক	১০.২৫	২.৩৮	৭.৮৭
৬৪	৩২৫৭১০১	কন্সালটেন্সী	১৪২.১২	১২৮.২৮	১৩.৮৪
৬৫	৩২৫৭১০৩	গবেষণা ব্যয় ও মূল্যায়ন	২৪৪.০০	২৪৩.৩৬	০.৬৪
৬৬	৩২৫৭১০৪	সার্ভে	৫০৩.৩৩	৫০১.৬৯	১.৬৪
৬৭	৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন	৬৫৯.৫০	৬৫৩.২১	৬.২৯
৬৮	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	২৮০.৯৬	২২৮.৮১	৫২.১৫
৬৯	৩২৫৮১০৩	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষন	৫৫.২৩	২৮.৮৫	২৬.৩৯
৭০	৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	১৪.০০	১২.৫৮	১.৪২
৭১	৩২৫৮১০৭	অফিস বিল্ডিং মেরামত ও সংযোজন	২৩৬.৭২	২৩৭.০০	(০.২৮)
৭২	৩২৫৮১৪০	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৪২.০০	৫১.০৪	(৯.০৪)
৭৩	৩৬৩১১০৬	ঘূর্ণায়মান তহবীল অনুদান	৩২০,০০০.০০	৩২০,০০০.০০	-
৭৪	৩৬৩১১০৭	বিশেষ অনুদান	২,০৩৭.১০	১,৭৮৬.১১	২৫০.৯৯
৭৫	৩৬৩১১০৭	অন্যান্য অনুদান	২০.০০	১৯.৯৮	০.০২
৭৬	৩৬৩১১০৭	শিক্ষা সপ্তাহ/বিশেষ অনুদান	৫৯.১০	৫৯.১০	-
৭৭	৩৬৩১১০৭	নার্সারী প্লান্ট	-	০.০০	-
৭৮	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান (র‍্যালি/মাঠ দিবস/বিশেষ দি.	৩৫০.০০	০.০০	৩৫০.০০
৭৯	৩৭২১১০১	ত্রান ও দান	১২,৮৯২.৩৮	১২,৮৯২.৩৮	-
৮০	৩৭২১১০২	কল্যান অনুদান	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-
৮১	৩৭৩১১০১	গ্রাচ্যুইটি	২,১০০.০০	৩৭.৪৭	২,০৬২.৫৩

ক্র. নং	আইবাস কোড	খাত	মোট আরডিপিপি বরাদ্দ	শুরু হতে জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত
৮২	৩৮২১১০৩	পৌরকর	৮৫.০০	৪৩.৩৫	৪১.৬৫
৮৩	৩৯১১১১২	অন্যান্য ব্যয়/অপ্রত্যাশিত ব্যয়	১,৬১৪.২৮	১,৩৮৬.৫৭	২২৭.৭১
৮৪		সোলার প্যানেল	১৩১.৩৫	১৩১.৩৫	-
৮৫		বায়োগ্যাস প্লান্ট	-	০.০০	-
		উপমোট =	৭২৪,৭৫৪.৭৪	৭১২,৩৩১.৩৬	১২,৪২৩.৩৮
(খ) মূলধনঃ					-
১	৪১১১২০১	অফিস ভবন	৩০২.৫০	৩০১.০০	১.৫০
২	৪১১১২০১	অন্যান্য (মার্কেটিং সেন্টার)	৫,৬২৯.৭৫	৫,৬২৯.৭৫	-
৩	৪১১১২০১	অন্যান্য (পল্লী পাঠশালা)	-	০.০০	-
৪	৪১১১২০১	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ	৪৯,০০০.০০	৪৯,০০০.০০	-
৫	৪১১১৩০৬	সেচ অবকাঠামো	১৯৫.০০	১৯৫.০০	-
৭	৪১১২১০১	মোটরযান	২,১১৮.৯২	১,৯২৬.০৬	১৯২.৮৬
৮	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	১,৮৬৩.৩৫	১,৮১৫.৮৩	৪৭.৫২
৯	৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	১২০.০০	১২০.০০	০.০০
১০	৪১১২৩০২	ক্যামেরা	৪.২৭	১.২৭	৩.০০
১১	৪১১২৩০৪	প্রকৌশল যন্ত্রপাতি	১৬৫.০০	১০৯.০৬	৫৫.৯৪
১২	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম	৫.৯৮	৩.৪৮	২.৫০
১৩	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১,৮০০.০০	১,৭৯৯.৯৭	০.০৩
১৪	৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৬৬৫.০০	৬৫৫.২১	৯.৭৯
১৫	৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়ার	১,৯০০.০০	১,৮৯৪.০১	৫.৯৯
		অন্যান্য	২.৫৪	১.৫৪	১.০০
		ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি	-	০.০০	-
		প্রাইজ কন্টিজেন্সি	-	০.০০	-
		উপমোট =	৬৩,৭৭২.৩১	৬৩,৪৫২.১৮	৩২০.১৩
মোট (রাজস্ব + মূলধন)			৭৮৮,৫২৭.০৫	৭৭৫,৭৮৩.৫৪*	১২,৭৪৩.৫১

* প্রকৃত মোট ব্যয়ের পরিমাণ হিসাবরক্ষণ অফিসের সাথে মেলানোর পর হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে।

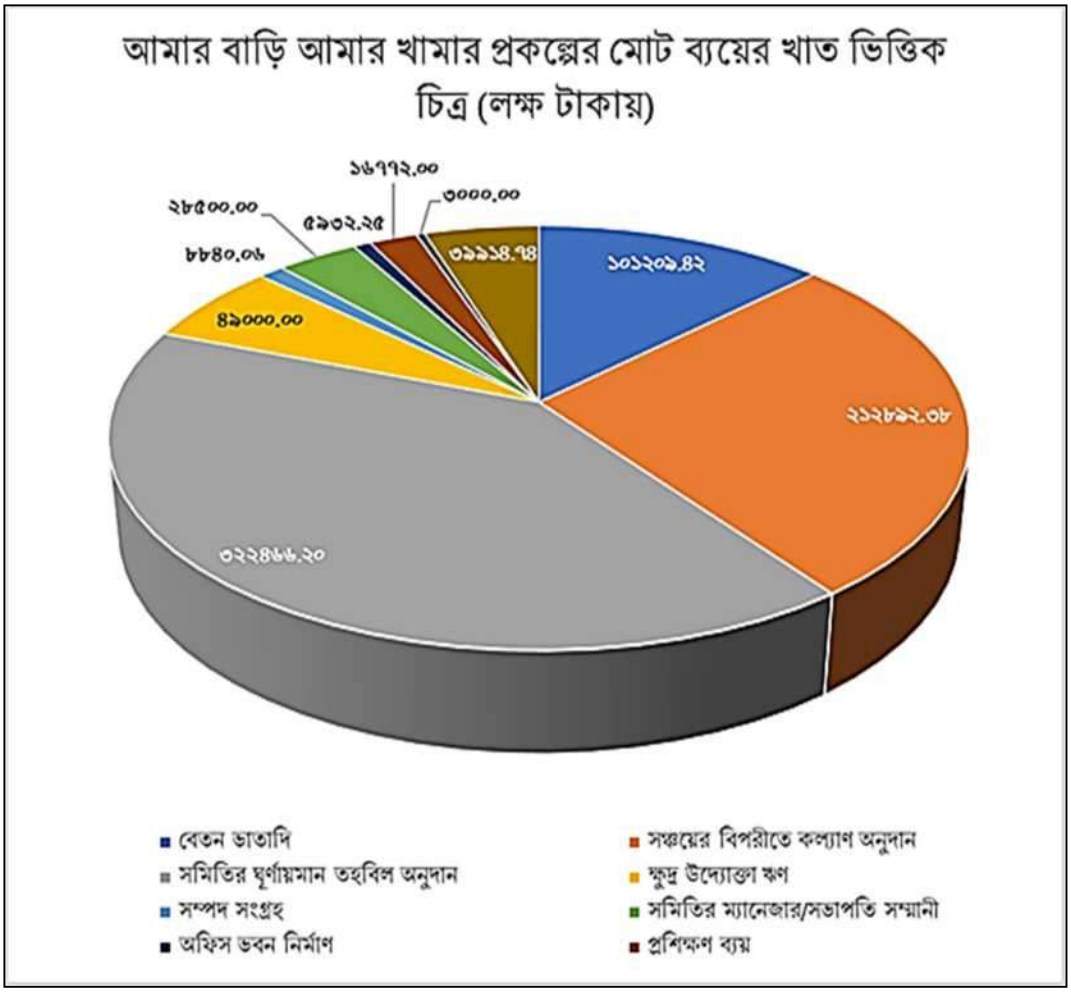
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মোট ব্যয়ের খাত ভিত্তিক চিত্র (লক্ষ টাকায়)
১৬৭৭২.০০
৩০০০.০০
২৮৫০০.০০
৫৯৩২.২৫
৮৮৪০.০৬
৩৯৯১৪.৭৪
১০১২০৯.৪২
৪৯০০০.০০
২১২৮৯২.৩৮
৩২২৪৬৬.২০
বেতন ভাতাদি
সঞ্চয়ের বিপরীতে কল্যাণ অনুদান
সমিতির ঘূর্ণায়মান তহবিল অনুদান
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ
সম্পদ সংগ্রহ
সমিতির ম্যানেজার/সভাপতি সম্মানী
অফিস ভবন নির্মাণ
প্রশিক্ষণ ব্যয়

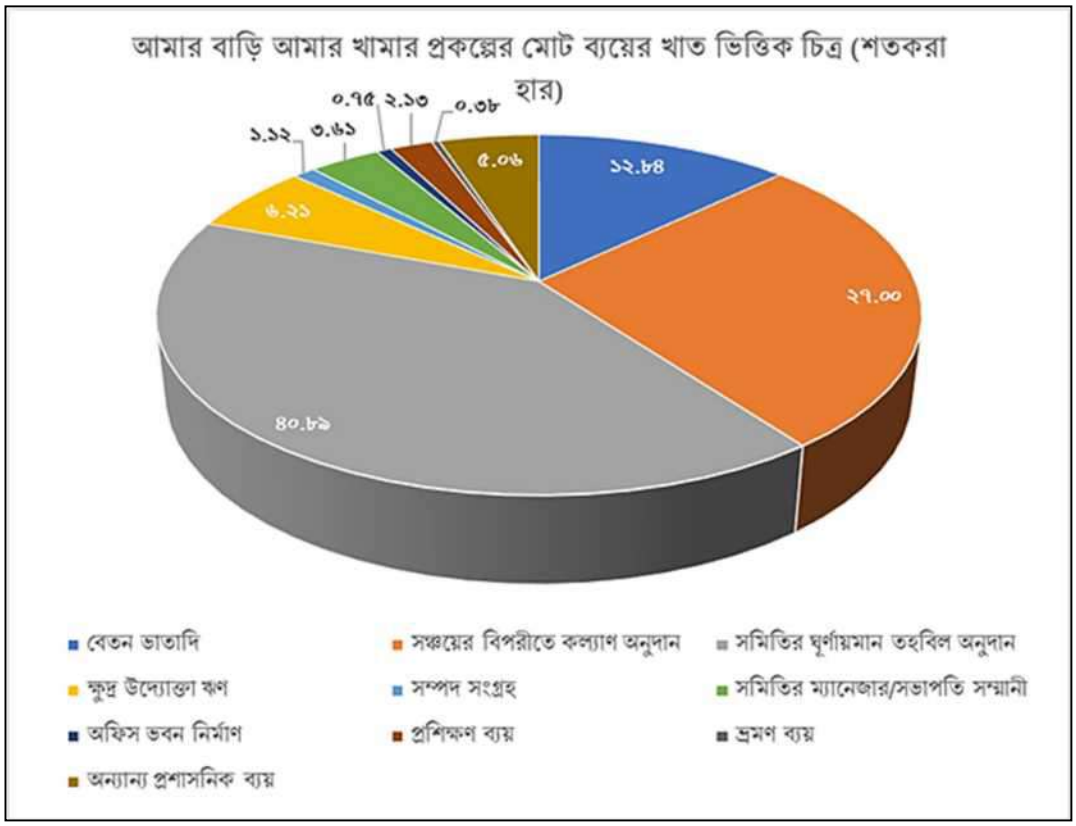

বিগত ৩ বছরে (২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

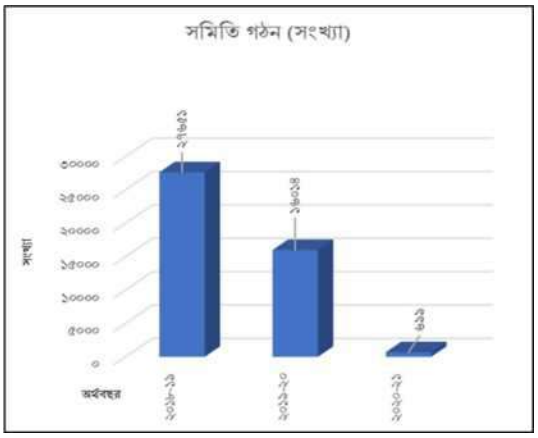

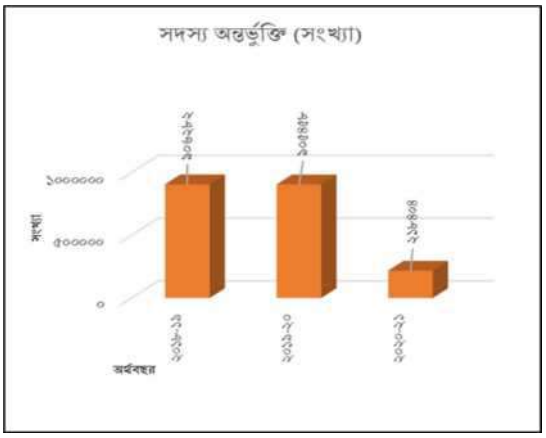

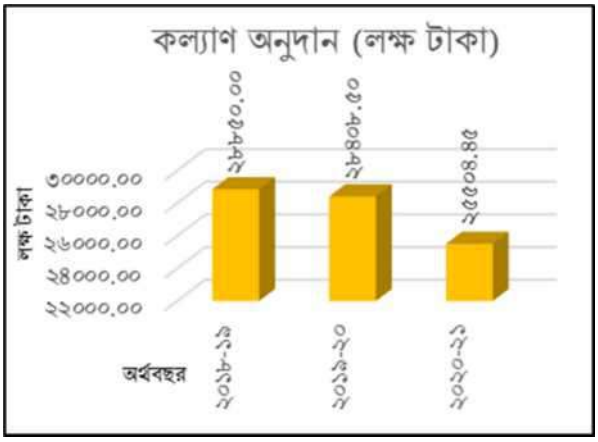
কল্যাণ অনুদান (লক্ষ টাকা)
লক্ষ টাকা
৩০০০০.০০
২৮০০০.০০
২৬০০০.০০
২৪০০০.০০
২২০০০.০০
অর্থবছর

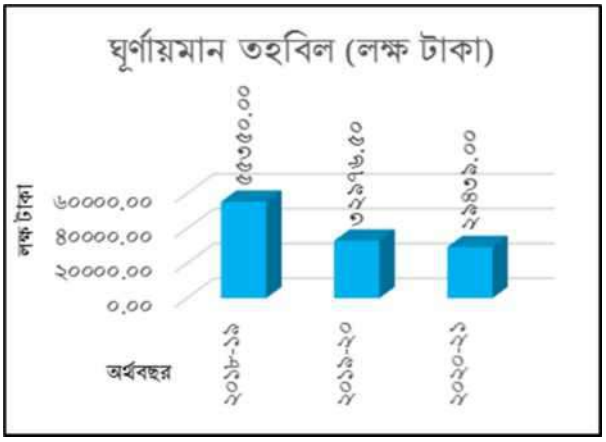
ঘূর্ণায়মান তহবিল (লক্ষ টাকা)
লক্ষ টাকা
৬০০০০.০০
৪০০০০.০০
২০০০০.০০
০.০০
অর্থবছর

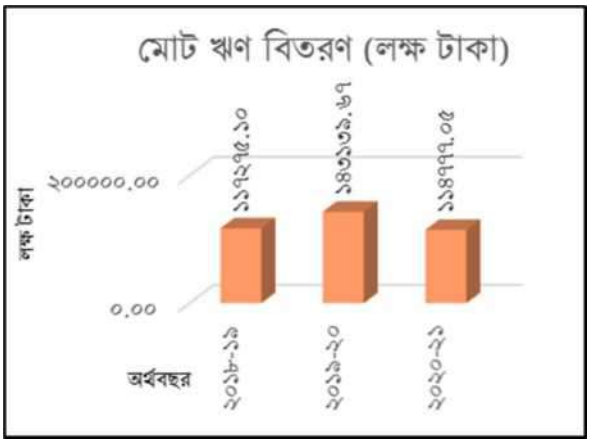
মোট ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)
লক্ষ টাকা
২০০০০০.০০
০.০০
অর্থবছর

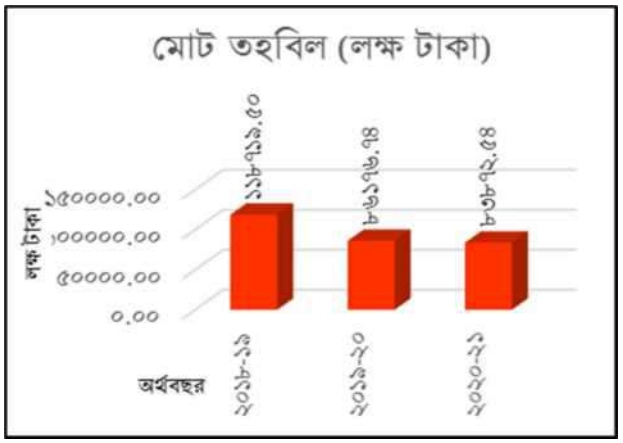
মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
লক্ষ টাকা
১৫০০০০.০০
১০০০০০.০০
৫০০০০.০০
০.০০
অর্থবছর

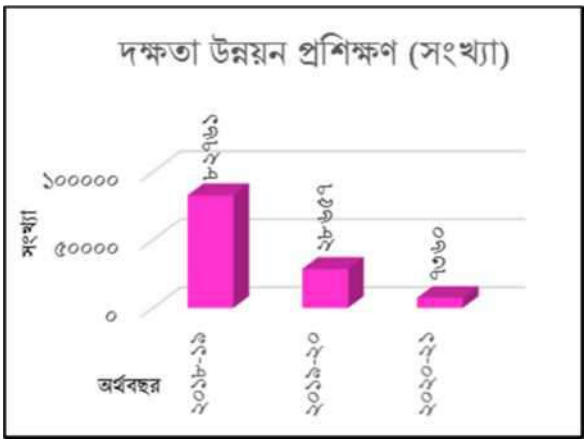
দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)
সংখ্যা
১০০০০০
৫০০০০
০
অর্থবছর

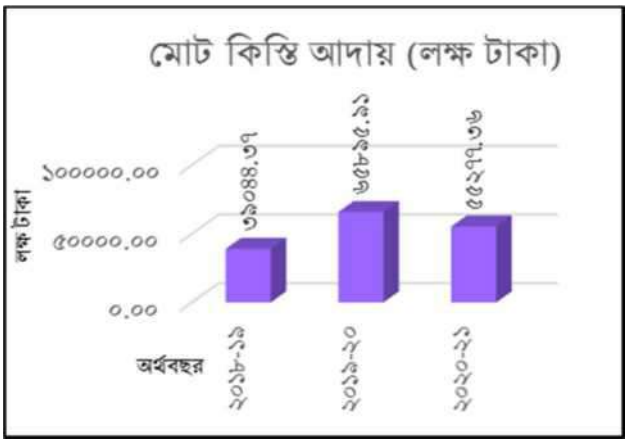
মোট কিস্তি আদায় (লক্ষ টাকা)
লক্ষ টাকা
১০০০০০.০০
৫০০০০.০০
০.০০
অর্থবছর

বিগত বাস্তবায়নকালে ২০০৯-১০ হতে ২০২০-২১ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ



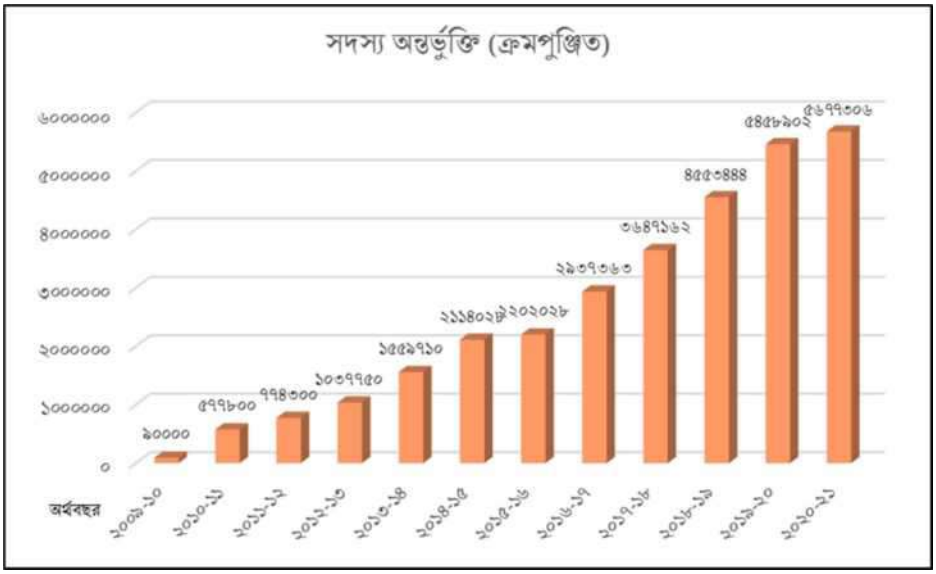

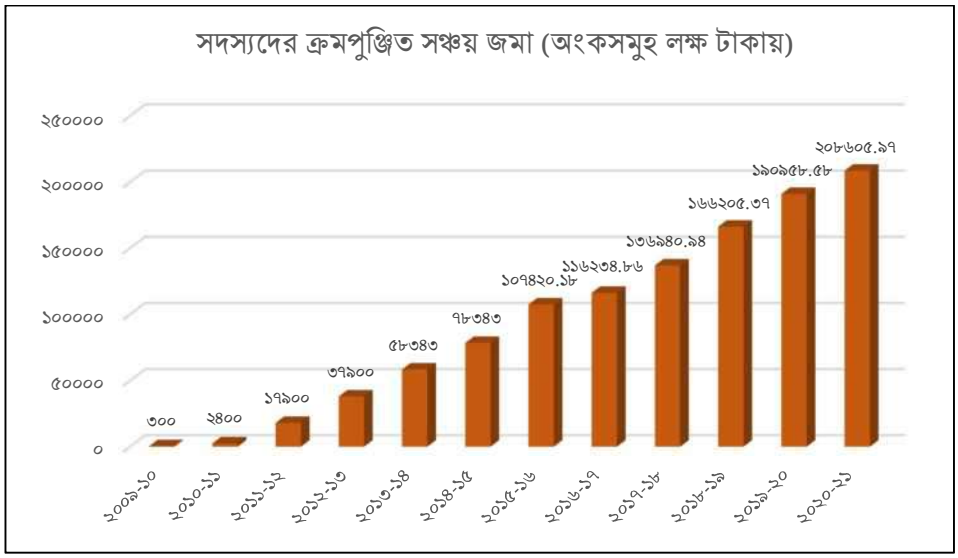
সদস্যদের ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমা (অংকসমুহ লক্ষ টাকায়)
২৫০০০০
২০০০০০
১৫০০০০
১০০০০০
৫০০০০
০
৩০০
২৪০০
১৭৯০০
৩৭৯০০
৫৮৩৪৩
৭৮৩৪৩
১০৭৪২০.১৮
১১৬২৩৪.৮৬
১৩৬৯৪০.৯৪
১৬৬২০৫.৩৭
১৯০৯৫৮.৫৮
২০৮৬০৫.৯৭
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২১

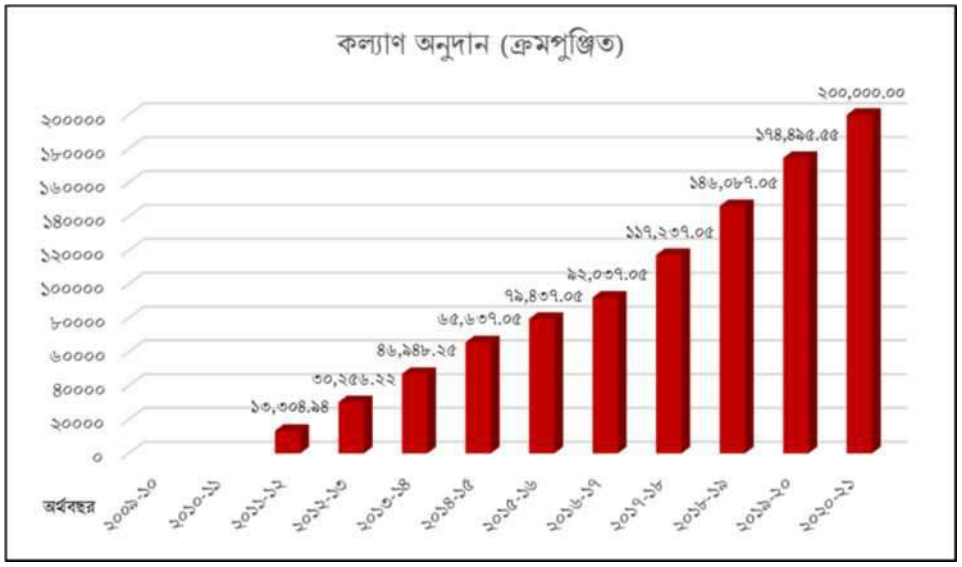
কল্যাণ অনুদান (ক্রমপুঞ্জিত)
২০০০০০
১৮০০০০
১৬০০০০
১৪০০০০
১২০০০০
১০০০০০
৮০০০০
৬০০০০
৪০০০০
২০০০০
০
১৩,৩০৪.৯৪
৩০,২৫৬.২২
৪৬,৯৪৮.২৫
৬৫,৬৩৭.০৫
৭৯,৪৩৭.০৫
৯২,০৩৭.০৫
১১৭,২৩৭.০৫
১৪৬,০৮৭.০৫
১৭৪,৪৯৫.৫৫
২০০,০০০.০০
অর্থবছর
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২১

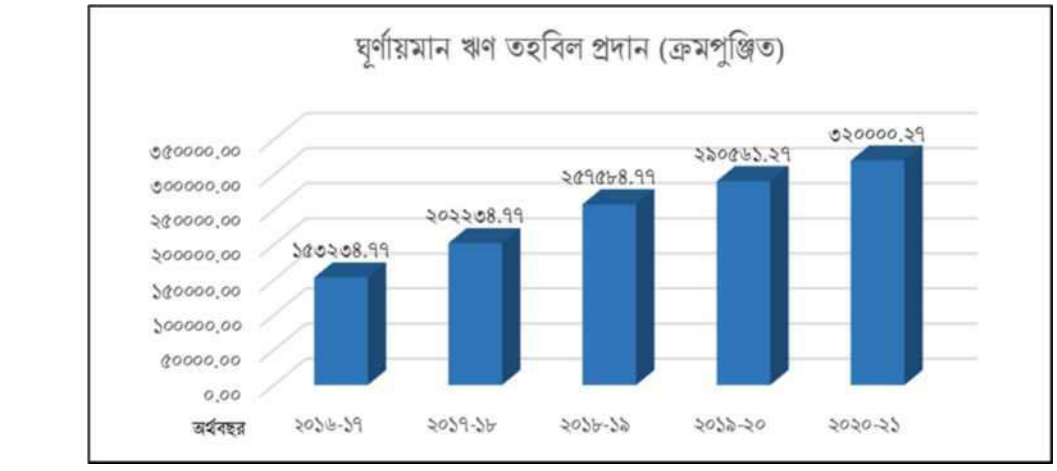
ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রদান (ক্রমপুঞ্জিত)
৩৫০০০০.০০
৩০০০০০.০০
২৫০০০০.০০
২০০০০০.০০
১৫০০০০.০০
১০০০০০.০০
৫০০০০.০০
০.০০
১৫৩২৩৪.৭৭
২০২২৩৪.৭৭
২৫৭৫৮৪.৭৭
২৯০৫৬১.২৭
৩২০০০০.২৭
অর্থবছর
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২১

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক:

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন অনুসরণে বাস্তবায়নাধীন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প দরিদ্র মানুষকে স্থায়ী তহবিল সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে এবং প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে যে ব্যাপক আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে এবং আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত হয়েছে তার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়ার জনপ্রত্যাশা তৈরীর পেক্ষাপটে ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় অনুসারে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ৭নং আইন) এর আওতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

ব্যাংকের ভিশন মিশনঃ পল্লী এলাকার দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সঞ্চয় ও অর্জিত অর্থলেন-দেন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ঋণ ও অগ্রিম প্রদান এবং বিনিয়োগ করা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। যা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের সাথে এসডিজি অভীষ্ঠ-১ (নো পোভার্টি) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারঃ আমার বাড়ি আমার খামার (পূর্বের একটি বাড়ি একটি খামার) প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমিতি এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুরুপ সমিতি। এ অধিকার দেয়ার মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মত দরিদ্র মানুষের মালিকানা দিয়ে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দরিদ্রবান্ধব এবং জনদরদী নেতা সেটি আবারো প্রমানিত হয়েছে।

পরিশোধিত মূলধনঃ ব্যাংকের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন দুইশত কোটি টাকা, যার ৫১% (১০২ কোটি টাকা) সরকার কর্তৃক এবং ৪৯% (৯৮ কোটি টাকা) প্রকল্পের সমিতিসমুহ কর্তৃক পরিশোধিত। সরকার ইতোমধ্যে ২১৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। সমিতিসমুহ ৮২ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে।বাকী ঠাকা পরিশোধের প্রক্রিয়া চলছে।

অনুমোদিত মূলধনঃ এক হাজার কোটি টাকা যা একশত টাকার দশ কোটি শেয়ারে বিভক্ত;

পরিচালনা বোর্ডঃ ১। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধি ২। মহাপরিচালক, বিআরডিবি ৩। গ্রামীণ অর্থনীতিহিসাব বিজ্ঞান ,ক্ষমাইক্রোফাইন্যা , মাঝারী ও কুঠির শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হতে ,এবং পল্লী ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং ক্ষুদ্র সরকার কর্তৃক ম ।৪জন প্রতিনিধি ৫সরকার কর্তৃক মনোনীত নোনীত ২ জন উপজেলা পরিষদ চেয়ারেম্যান ৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ৬। শেয়ার হোল্ডার সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রতি প্রশাসনিক বিভাগ হতে ১ জন পরিচালক নিয়ে বোর্ড গঠিত;

ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

- ❖ সমিতি ও সদস্যগণকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য, নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তসাপেক্ষে জামানতসহ বা ব্যতীত, নগদ বা বস্তুগত ঋণ প্রদান;
- ❖ সদস্যদের অনুকূলে ক্ষুদ্র ঋণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী মাত্রার ঋণ প্রদান;
- ❖ সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ ও বিপননের সুযোগ সৃষ্টি এবং তদউদ্দেশ্য ঋণ প্রদান;
- ❖ নতুন সমিতিকে নিবন্ধন প্রদান ও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ❖ সমিতির পরিচালনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- ❖ সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত জরিপ ও গবেষনা পরিচালনা, পরিসংখ্যান সংরক্ষণ ও প্রকাশ;

- ❖ সদস্যগণকে জীবিকা ভিত্তিক আয়বর্ধক ক্ষুদ্র খামার, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুঠির শিল্প এবং সেবা প্রকল্পে বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণ এবং পেশাগত পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ❖ সদস্যগণকে কুঠির শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক দ্রব্য, গবাদি পশু, যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি এবং কুঠির শিল্পের কাঁচামাল ক্রয় ও মজুতকরণের জন্য ঋণ সরবরাহ এবং এইরুপ পণ্য বা গবাদি পশু বিক্রয়ের জন্য কোন সংস্থার পক্ষে উহার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা;

ব্যাংকের শাখাঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ জুন ২০১৬ খ্রি: তারিখে গণভবন হতে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ১০০টি শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে সদয় উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে আরো ৩৮৫টি শাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স গ্রহণ করে চালু করা হয়। বর্তমানে ৪৮৫টি উপজেলায় ব্যাংকের শাখা কাজ করছে। নতুন সৃষ্ঠ আরো ৫টি উপজেলায় শাখা খোলা কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতিটি ইউনিয়নে ব্যাংকের নিজস্ব কর্মী আছে। যারা সরাসরি গ্রাহকদের কাছে গিয়ে সেবা প্রদান ও সমিতিসমুহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

ব্যাংকের নিজস্ব অনলাইন কোর ব্যাংকিং সলুশন (সিবিএস):

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উহার কার্যক্রম শুরু করেছে নিজস্ব অনলাইন কোর ব্যাংকিং সলুশন (সিবিএস) দিয়ে। ১১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি: তারিখ হতে ব্যাংকের সিবিএস কাজ শুরু করে। তবে তৎকালীন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত ১৪ জানুয়ারী, ২০১৮ খ্রি: তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে সিবিএস সদয় উদ্বোধন করেন।



ব্যাংকের সকল কার্যক্রম শুরু হতে শতভাগ অনলাইনে সিবিএস এর মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। বাংলাদেশে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকই একমাত্র ব্যাংক যার যাত্রা শুরু হয়েছে অনলাইন সিবিএস এর মাধ্যমে। এটি ব্যাংকের কার্যক্রমের সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।

ব্যাংকের নিজস্ব ডিজিটাল আর্থিক সেবা 'পল্লী লেনদেন':

ব্যাংকের গ্রাহক সকলে দরিদ্র এবং পল্লী এলাকায় বসবাস করেন। তাঁদের পক্ষে উপজেলা সদরে এসে সেবা গ্রহণ অসুবিধাজনক। তাই ব্যাংকের সেবা গ্রাহকদের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংক মোবাইল ফোন-ভিত্তিক ডিজিটাল আর্থিক সেবা 'পল্লী লেনদেন' চালু করেছে। বিগত ২৬ জানুয়ারী, ২০২০ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন হতে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে 'পল্লী লেনদেন' কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

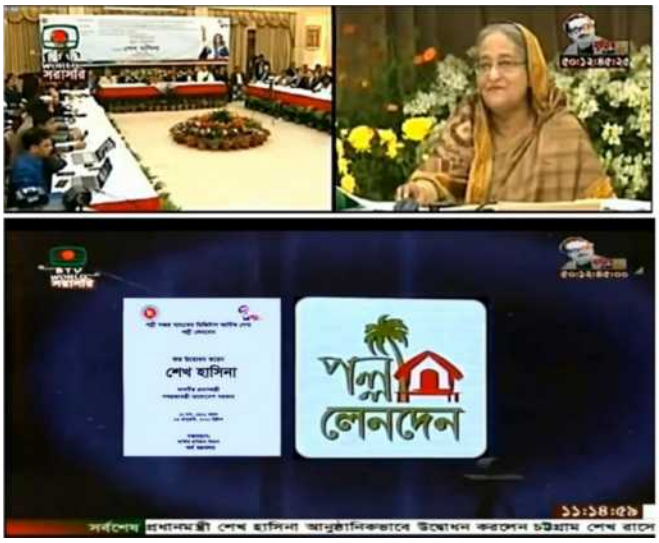

গ্রামে বসেই একজন গ্রাহক বর্তমানে পল্লী লেনদেন ম্যানেজারের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে তাঁর ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমা এবং উত্তোলন করতে পারছেন। এটি একদিকে যেমন দরিদ্র সদস্যদের অর্থ ও সময় অপচয় রোধ করছে অপরদিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে তা উর্লেখযোগ্য ভুমিকা রেখে চলেছে।



প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমিতিসমুহের সম্পদ ও দায় ব্যাংকে স্থানান্তরঃ

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক মূলত আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক রুপ। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে স্থায়ীভাবে পরিচালনা তথা দরিদ্র মানুষকে সুবিধাজনক শর্তে আর্থিক সেবা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচনই লক্ষ। ৩০ জুন ২০১৬ তে প্রকল্প শেষ হয়ে ব্যাংক যাত্রা শুরুর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সরকার আরো দরিদ্র মানুষকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন ধারণায় বাস্তবায়িত আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করে এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন সংশোধন করে প্রকল্প ও ব্যাংক উভয়ই একসাথে চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় গঠিত সকল সমিতি, সম্পদ ও দায় ইতোমধ্যে ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছে।





গত ০৩ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে সুনামগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমিতে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের ত্রৈ-মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্মেলন-২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব আকবর হোসেন (মাঝে) ও উপপ্রকল্প পরিচালক জনাব জনাব নজির আহমদ (ডানে)।

জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আমার বাড়ি আমার খামার স্টল পরিদর্শন। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ব্রীফ করছেন প্রকল্প পরিচালক।



গত ২২ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিরুলিয়া ইউনিয়নের ভবানীপুর আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময় করেন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব আকবর হোসেন (মাঝে)।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনার বিভিন্ন সভা।



অগ্রগতি পর্যালোচনা করছেন সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ জনাব রেজাউল আহসান



পর্যালোচনা সম্মেলনে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব আকবর হোসেন



উপজেলাভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করছেন জনাব নজির আহমদ, উপপ্রকল্প পরিচালক



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে গত ১৫ আগস্ট, ২০২০ তারিখে ঢাকায় ধানমন্ডী ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের পক্ষ হতে পুষ্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জনাব আকবর হোসেন, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।



৩০ জুন, ২০২১ তারিখে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের প্রশিক্ষণ হলে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রকল্প পরিচালককে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠান



সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন প্রকল্প পরিচালক



৩০ জুন ২০২১ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জনাব স্বপন ভট্টাচার্য মহোদয়ের উপস্থিতিতে জুপ প্লাটফর্মে দেশব্যাপী প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সমবায় অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলীর প্রতিবেদন

প্রারম্ভিকা:

সমবায় এর আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা বিচার করে বলা হয়ে থাকে 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators). বাংলার কৃষককে সুদখোর মহাজনদের শোষন থেকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্যে এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে সমবায় আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সময়ের প্রেক্ষাপটে কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরবিহণ, পর্যটন, কুটিরশিল্প, আবাসন, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান,সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন,পানি ব্যবস্থাপনা, তাঁত শিল্প ইত্যাদি ৩৫ শ্রেণির বিভিন্ন খাতে সমবায় পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে। এ সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার ইতিহাস থেকেই বুঝা যায় সমবায় পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পূণর্গঠনের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল করতে গ্রাম সমবায় গড়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তাই সমবায়কে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩অনুচ্ছেদে (খ) সমবায়কে সম্পদের মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করেছেন।

বর্তমানে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯৬,৩১৬টি যার ব্যাক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৭,০৭,৫১৪ জন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৬৭৭৮.১৫ কোটি টাকা। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি ঘটছে। দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে ১৪০৭টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলো শক্তিশালীকরণে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের জনশক্তির মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে ১৪৮৬টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকার প্রকল্পের অন্যতম। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে ২১৯টি গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। পরিবহণ খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো পরিবহণসেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে।

দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায়ীদের এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মচারিবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে নতুন নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

সমবায়ের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ:

সমবায়ের মূল চালিকাশক্তি এর সদস্য, সদস্যদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা। ইতোমধ্যে সমবায় সেক্টরের জন্য রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধিকরণ, নতুন জনবল নিয়োগ, সকল পর্যায়ে সুয়োগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপকহারে সমবায়ীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ক) 'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পঃ (খ) 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পঃ (গ) 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পঃ ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ও

উপকরণ সহায়তা প্রদানের ফলে সমবায় সেক্টরে দারিদ্র্ বিমোচনসহ সমবায়ীদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।এছাড়া বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে সরকার। সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি" গঠনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সময়ের চাহিদা পূরণে ও সমবায়ীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালে সরকার সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ সংশোধন করে সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধন-২০২০) জারি করেছে। সমবায়ীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সমবায় সমিতি আইন. ২০০১(সংশোধন-২০০২ ও ২০১৩) এর অধিকতর সংশোধনের জন্য খসড়া আইন প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

১. সমবায় কার্যক্রমে অর্জন :

সমিতির সংখ্যা: সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত সমবায় সমিতির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগেও বিভিন্ন শ্রেণির সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৯৬,৩১৬টি যার মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৯৫,০৮৬টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১,২০৮টি এবং জাতীয় সমবায় সমিতি ২২টি। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১,৯২,০২০টি যার মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৯০,৭৯৯টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১,১৯৯টি এবং জাতীয় সমবায় সমিতি ২২টি। গত বছরের তুলনায় এ বছর সমবায় সমিতির সংখ্যা ৪,২৯৬টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা: উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক। সমবায় নিম্নবিত্তের সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হলেও বর্তমানে সকল শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখে চলছে। বিগত দশ বছরে সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,১৭,০৭,৫১৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৮৯,৮১,৮৬৫ জন, এবং মহিলা সদস্য ২৭,২৫,৬৪৯ জন।

শেয়ার মূলধন: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজির সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহৎ মূলধন তৈরী এবং উক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রসার ঘটানোই হচ্ছে সমবায়ের লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল। যার প্রধান উৎস হল সদস্যদের নিকট বিক্রিত শেয়ার। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমান ১৯৩১.৬২ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরে ছিল ১৭৯৩.৪৯ কোটি টাকা।

সঞ্চয় আমানত: সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে সঞ্চয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে সমিতিতে সঞ্চয় জমা করে তা লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমিতির সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৯০১৯.৭৪কোটি টাকা ।

কার্যকরী মূলধন: সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও সংরক্ষিত তহবিল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে থাকে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৫৪৪২.৫৫ কোটি টাকা ।

মোট সম্পদ: সমবায় সমিতির ভৌত সম্পদ, বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ, মজুদ তহবিল ইত্যাদির সমষ্টিই হচ্ছে মোট সম্পদ। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণ ৬৭৭৮.১৫ কোটি টাকা।

সমবায় সমিতির অডিট: সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান বিধিবদ্ধ দায়িত্ব হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অডিট করা। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বর্তমান অর্থবছরে জাতীয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতি মিলে মোট ৮৩,২০৩টি সমবায় সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে ।

২. প্রশিক্ষণ :

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ:

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ হচ্ছে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তৃণমূল জনগণকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে অর্থনীতির মূলস্রোতে নিয়ে আসা। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী ,কুমিল্লা ও এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক (IGA) প্রশিক্ষণ, সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।





বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠান সমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী	৯৩	২৩১৪
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট	৪১৬	১২০৪৪
মোট	**৫০৯**	**১৪৩৫৮**

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ :

সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গতিবৃদ্ধির জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চাহিদানুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু-পালন, বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচির আওতাভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।





দিনাজপুর জেলার ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র।




রাজশাহী জেলার ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র।

জুন, ২০২১ পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণপ্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি চিত্র নিম্নরুপ:

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি:

অর্জনের খাত সমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	২৩৩৯	৫৮৪৭৫
আইজিএ	৪৯১	৯৭২৩
মোট	**২৮৩০**	**৬৮১৯৮**

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ: সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। ২০২০-২১অর্থ বছরেকোভিড-১৯ জনিত কারণে অনলাইনে ৫জনবৈদেশিক প্রশিক্ষণেঅংশগ্রহণ করেছেন।

ইন হাউজ প্রশিক্ষণ:বর্তমান অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে ১২টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২৪৫ জনকে ১২,২৫০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেমিনারও/য়ার্কশপ: ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ১৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এবং অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা ছিল ৪১৬ জন।



সমবায় অধিদপ্তরের অডিট বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।



উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মণিরামপুর যশোর কর্তৃক আয়োজিত আইজিএ প্রশিক্ষণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি কর্তৃক সনদ বিতরণ।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি কর্তৃক আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, খুলনা এর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন।



উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মণিরামপুর, যশোর কর্তৃক আয়োজিত আইজিএ প্রশিক্ষণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।



আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি শক্তিশালীকরণ শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীবৃন্দের সাথে আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি কর্তৃক আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, খুলনায় প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।



সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে সমিতির অর্থায়নে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন যুগ্ম নিবন্ধক, রাজশাহী।



বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণে সমবায়ী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

৩. প্রশাসনিক কার্যক্রম:

কর্মকর্তা:(রাজস্ব) কর্মচারিদের সংখ্যা/

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
সমবায়অধিদপ্তর, ঢাকা। (মোট পদ সংখ্যা)	৫০৬৩	৩৮৮৮	১১৭৫	-	**কর্মকর্তার রিজার্ভ পদ ১৫ টি।**
মোট	**৫০৬৩**	**৩৮৮৮**	**১১৭৫**		

শূন্যপদের বিন্যাস:

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	০৮	৭৫	১৪৫	৭০২	২৪৫	১১৭৫

নিয়োগ:পদোন্নতি প্রদান/

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪০	৭	৪৭	০১	-	০১	-

অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায়: সমবায় অধিদপ্তর সরকারী রাজস্ব (ননট্যাক্স) আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর সমিতি হতে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ১০৭ বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসেবে ১৪.৫২ লক্ষ টাকা এবং অডিট ফি হিসেবে ৩৭৮.৩৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৩৯২.৮৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায়: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ৬১০.৬৭ লক্ষ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায় হয়েছে। সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪(সংশোধন ২০২০) এর ৮৪(২)বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে নীট মুনাফা হতে ৩% অর্থ সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অনুকূলেজমা করার মাধ্যমে উক্ত তহবিল গঠিত হয়।সমবায় উন্নয়ন তহবিল যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাবে তা হলো- (ক) সমবায়ের নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সমবায় সমিতির সদস্যদের শিক্ষামূলক কার্যক্রম (খ) সমবায় সমিতির উন্নয়ন (গ) সমবায় বিষয়ক কর্মকান্ড প্রচারণা, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণ (ঘ) সমবায় বিষয়ক গবেষণা (ঙ) সমবায় কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ (চ) সমবায় বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠান ও দিবস পালন (ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমবায় সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন কাজ।

৪. দুগ্ধ সমবায়:

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখছে। প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (ব্রান্ড নাম মিল্কভিটা) নামে একটি জাতীয় সমিতি এ খাতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি:

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার “সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প” নামে একটি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। উক্ত প্রকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন যা দিয়ে দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের নাম “বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড” নামে নামকরণ করা হয়। উল্লেখ্য এই সমিতি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ব্রান্ড নাম মিল্কভিটা।বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডগ্রামীণ সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ওপ্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। মিল্কভিটা তরল দুধের পাশাপাশি ঘি, মাখন,আইসক্রীম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপনন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড এর সদস্য সংখ্যা ৮১টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। ২০২০-২১ অর্থ বছরে মিল্কভিটা প্রায় ৪.৫০ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। ফলে সমবায়ী দুগ্ধ খামারীগন আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে।

৫. আশ্রয়ণ সমবায়:

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভূক্ত কর্মসূচি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীশেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্নবাসনের নির্দেশ দেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম পর্যায়ে (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদেআশ্রয়ণ প্রকল্প নামে ৩০০.০০ (তিনশত) কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭২১৫টি পরিবার পূর্নবাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-২০১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ (ছয়শত আট) কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৩টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৫৮৭০৩টি পরিবার পূর্নবাসন করা

হয়। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা জড়িত থাকলেও সমবায় অধিদপ্তর গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

২০২০ অর্থ বছরে ২১-সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

বিবরণ	আশ্রয়ণ	আশ্রয়ণ ফেইজ-২	আশ্রয়ণ-২	মোট
প্রকল্প সংখ্যা (টি)	২৯২	৭১৮	২৭৭	১২৮৭
ব্যারাক সংখ্যা (টি)	১৯১৬	৫৬২৪	৪৩৯৩	১১৯৩৩
উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)	১৯১৫৪	৫৫১৫৮	২৩৫৩২	৯৭৮৪৪
ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	৪০৯৩.৮৭	৬৩৪০.৮৫	১৭০৫.৪৫	১২১৪০.১৭
ঋণ আদায় (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	৩০৫৪.০২	৪৪৩১.৬৯	৭৯৪.৬৫	৮২৮০.৩৬
সার্ভিস চার্জ আদায় (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	৩৪৯.০৩	৩৫৯.৩৭	৬০.০৪	৬৬৮.৪৩
মোট আদায় সার্ভিস চার্জসহ(লক্ষ টাকা)	৩৩০৩.০৫	৪৭৯১.০৫	৮৫৪.৬৯	৮৯৪৮.৭৯

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়েসমবায় অধিদপ্তর সমিতি গঠন ও তার নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছে যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবংনিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে উপজেলা সমবায় অফিসার পূনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। জুন,২০২১ পর্যন্ত আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৪৮৬টি যার ব্যক্তিসদস্য সংখ্যা ১,৫৮,৫৪০ জন।

৬.পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস):

পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধন,অডিট, নির্বাচনসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ কার্যাবলী নিয়মিত পরিপালন করে থাকে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৪০৭টি যার ব্যক্তিসদস্য সংখ্যা ৪,৪২,৫১১ জন।

৭. ২০২০-২১ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরের বিশেষ কার্যক্রম:

:তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন৪৯ (ক)

৭ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য (এমপি)। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব

মোঃ তাজুল ইসলাম (এমপি), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃরেজাউল আহসান এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল **বঙ্গবন্ধুর ' 'সমবায়ে উন্নয়ন ,র্দশন**। অনুষ্ঠান শেষেজাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৯ বিতরণ করা হয়। সমবায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর ১০টি ক্যাটাগরিতে সমবায় সমিতি/ সমবায়ীকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাননীয় অতিথিবৃন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায়ী এবং সমবায় সমিতির প্রতিনিধির নিকট পদক ও সনদ তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়।



৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২০ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।

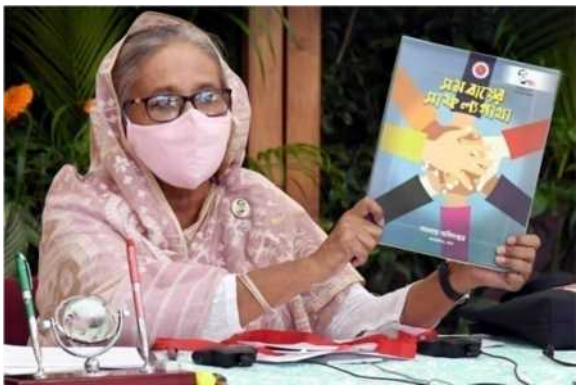

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২০ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'সমবায়ে সাফল্যগাথা' পুস্তকের মোড়ক উম্মোচন করেন।



৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২০ অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৯ বিতরণ করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।



৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২০ অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৯ প্রাপ্তদের সাথে মাননীয় অতিথিবৃন্দ।





৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২০ উদযাপন প্রাক্কালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সমবায় দিবসের ব্যানার উন্মুক্তকরণ।

(খ) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন:

১৫আগষ্ট ২০২০ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসানএবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম এর নেতৃত্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবস পালন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে এক আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।



জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে পুস্পস্তবক অর্পণ।



জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

(গ) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন:

১৭ মার্চ ২০২১ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম এর নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটা,আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত কেক কাটা, আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।



জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ ।



জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে আলোচনা সভার প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।



জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ।



জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে কেক কাটার অনুষ্ঠানের কেক।

(ঘ) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃকশহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন:

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ২১ ফ্রেব্রুয়ারিশ ২০২১ ,হীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মোঃ আহসান কবীর এর নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।



সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ।

(ঙ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন:

০৮ মার্চ ২০২১ ,যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম। এছাড়াও উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ।





সমবায় অধিদপ্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ পালন।

(চ) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন:

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ' ২০২১ তারিখ সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে সকালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃরেজাউল আহসানের নেতৃত্বে সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে কেক কাটা, আলোচনা

সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃরেজাউল আহসান। এছাড়া অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলামও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



মহান'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে কেক কাটার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।



মহান'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

(ছ) সমবায় অধিদপ্তর এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২০-২১):

সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর তার চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ, নতুন নতুন উৎপাদনমুখী সমবায় সংগঠন তৈরি, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি। বিগত তিন অর্থবছরে মোট ৩০ হাজার ৫৫২টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে,প্রায় ২৭ লক্ষ ৯১ হাজার নতুন জনগোষ্ঠীকে সমবায় সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং টেকসই সমবায় গঠনের নিমিত্ত ২২ হাজার ৯৩৩ জন ব্যক্তিকে সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৭০ জনকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের ২টি দুগ্ধ প্রকল্পের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্ত ১১০৮৮ জন মহিলা এবং ১৯৫২ জন পুরুষকে উন্নত জাতের গাভী পালনের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ এবং ১৪১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা গাভী ক্রয়বাবদ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।





সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রশিক্ষণের প্রধান অতিথি সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ।

সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সকল বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক ও অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লা এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

সমবায়ের সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেঅধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং সমিতি পরিদর্শন জোরদারকরণ করা হয়েছে এবং দিন দিন সমবায় সমিতির সংখ্যা এবং সদস্য সংখ্যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমবায় সমিতিসমূহের মোট সম্পদের পরিমাণ বিগত তিন বছরে ১৫০১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার জনের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং ১১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে নিরীক্ষা ফি প্রদান করা হয়েছে।



ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ।



উদ্ভাবনী আইডিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

এছাড়াদুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া, সমবায়ের মাধ্যমে মহিলাদের সরাসরি ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিসামাজিক ও আর্থিক , ,বৈষম্য হ্রাস ক্ষমতায়নের জন্য প্রকল্পতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য সমবায়ের -বাস্তবায়ন এবং নৃ কর্মসূচি প্রণয়ন ও/ তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার-মাধ্যমে নৃউন্নয়ন এবং সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(জ) সমবায় অধিদপ্তরে মহান বিজয় দিবস উদযাপন:

১৬ ডিসেম্বর' ২০২০ মহান বিজয় দিবস সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল আগারগাঁও সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন।



মহান বিজয় দিবস উদযাপন ২০২০ 'উপলক্ষ্যে বিসিএস সমবায় এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মোআহসান : কবীর এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ।



মহান বিজয় দিবস উদযাপন ২০২০ 'উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর আলোকসজ্জা করণ।

৮. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমুহ :

(১) 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন' শীষ©ক প্রকল্পঃ

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন'শীর্ষক প্রকল্পটি ৪০৮৬.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৫২টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে যার মোট সদস্য সংখ্যা ৯৬৮৮জন। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ৩০০০ জন সুফলভোগীকে মোটিভেশনাল এবং ৯৬০০ জন সুফলভোগীকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং সহ মোট ১২৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫৪০ জনকে 'সমবায় ব্যবস্থাপনা ' ৪০ জনকে 'মৎস্য চাষ', ৪০ জনকে 'গাভী পালন', ৮০ জনকে 'হাঁস মুরগী পালন' ও ৩০ জনকে 'নার্সারী' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত সমিতির সুফলভোগী ৭৭৮৫ জনকে মোট ৯৬৭.১৪ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সমিতির সদস্যদেরকে সঞ্চয়ের বিপরীতে উৎসাহ ভাতা বাবদ ২৭০.৫২ লক্ষ টাকা এবং সমিতিকে সরকারী অনুদান বাবদ ৭০৫.১০ লক্ষ টাকাসহ মোট ৯৭৫.৬২ লক্ষ টাকা অনলাইনে প্রদান করা হয়েছে।



রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় নৃ-তাত্ত্বিক সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণের চেক বিতরণ



নওগাঁর ধামইর হাটে নৃ-তাত্ত্বিক সমবায় সমিতির সাঁওতাল সদস্যবৃন্দ ক্ষুদ্র ঋণের সাহায্যে গাভী পালন।

করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার
ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

(২) 'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প:

'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন শীর্ষক ' প্রকল্পটি ১৫১৫৭.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ৪২৩.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব) বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় ২০০ জন করে মোট ১০,০০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২৫০০ জন, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫০০০ জন এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২৫০০ জনসহ সর্বমোট ১০,০০০জন সুফলভোগীদেরকে গাভী পালন ও সমবায় ব্যবস্থপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।



খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় স্থানীয় জনগন ও প্রকল্পের নারী সুফলভোগীগণের হাতে ফুলের শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্যএমপি। ,



ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলায় প্রকল্পের সুফলভোগীগণের সহিত মতবিনিময় সভা অশগ্রহণ করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোরেজাউল আহসান। :

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১০,০০০ জন সুফলভোগীকে ২টি করে উন্নত জাতের বকনা ক্রয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং ক্রয়কৃত বকনার খাদ্য ও আনুষংগিক ব্যয় নির্বাহের জন্য কার্যকরী মূলধন ২০ হাজার টাকাসহ মোট ১.২০ লক্ষ টাকা সম্পদ সহায়তা হিসেবে চেকের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বর্ণিত প্রকল্পের আবর্তক ঋণ সহায়তা তহবিল পরিচালন নির্দেশিকা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ নির্দেশিকার আলোকে বর্তমানে সুফলভোগীদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির ফলে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এবং দুগ্ধ ঘাটতির এলাকায় দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।




রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানায় প্রকল্পের সুফলভোগীদের হাতে গাভী ক্রয় ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোরেজাউল আহসান। :

(৩) 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প:

"দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গংগাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ২৩৮৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ২০৯.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন ১৭১.০০ লক্ষ টাকা ,রাজস্ব ৩৮.০০ লক্ষ) বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৮টি সমবায় সমিতির ৩০৪০ জন সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ৩০৪০ জন সুফলভোগীকে (১) সমবায় সমিতি ও প্রকল্প সম্পর্কে পরিচিতি, (২) গরু পালনের গুরুত্ব ও গরুর জাত পরিচিতি (৩) গরুর রোগ বালাই সম্পর্কে ধারণা (৪) গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং (৫) ভার্মি কম্পোস্ট ও জৈবসার উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।




গংগাচড়া উপজেলায় প্রকল্পের সুফলভোগীদের হাতে গাভী ক্রয় ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

এছাড়াও সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ২১০ জন সদস্যকে সমিতি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্বাচিত সুফলভোগীগণের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩০৪০ জনকে ২টি করে উন্নত জাতের ১টি ষাঁড় বকনা ক্রয়ের জন্য ৭০ হাজার টাকা করে ঋণ সহায়তা হিসেবে মোট ২১.২৮ কোটি টাকা চেক এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে । এ প্রকল্পের মাধ্যমে তিস্তা বিধৌত গংগাচড়া উপজেলার সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর ব্যাপক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর পরিচিতি-(বিআরডিবি)

১পটভূমি .১.

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রিটিশ সরকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য জনহিতকর কর্মসূচি আকারে সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন করে। এর লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসের হাত থেকে গ্রামের দরিদ্র কৃষকদেরকে রক্ষা এবং মহাজনী ঋণের সুদের বোঝা থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া। সে সময় মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ পেতে বন্ধক দেয়ার একমাত্র সম্পদ ছিল জমি। ফলে ঋণগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা জমিতে প্রবেশের অধিকার হারিয়ে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হতো।

ভারতীয় উপমহাদেশের কৃষকদের এই অবস্থাকে বিবেচনায় এনে ১৮৯৫ সনে মাদ্রাজ প্রদেশের কালেক্টর নিকলসন সমবায় ভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাংক বা ঋণদান ও সঞ্চয় সমিতি চালু করার জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের নিকট লিখিত প্রস্তাব প্রেরণ করলে বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সনের ২৫ মার্চ সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ করে। গ্রামীণ কৃষকদের জন্য ঋণ প্রবাহ সৃষ্টির এই ব্যবস্থা ১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের প্রভাবে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশেষ করে অবিভক্ত ভারতের পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সদর দপ্তর কলকাতায় হওয়ায় তা ভারতের ভাগে চলে যায়। ফলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকরা ভীষণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে একটি প্রাদেশিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা (বর্তমানে যা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক নামে পরিচিত) হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার সকল পদক্ষেপের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কেবল কৃষি ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা। ফলে গ্রামীণ কৃষকদের জীবনযাত্রার মানের অন্যান্য দিকগুলো বিবেচনায় আনার কোন অবকাশ ছিল না।-দেশের গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের এ সমস্যার সমাধানের জন্য একটি Multi-sectorial ব্যবস্থা খুঁজে বের করার জন্য গবেষকরা কাজ শুরু করেন। এই সমস্ত গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ষাট দশকের প্রথম ভাগে ড . আখতারহামিদ খানের নেতৃত্বে কুমিল্লায় Pakistan Academy for Rural Development বর্তমানে) BARD প্রতিষ্ঠা লাভ (করে। ডখা .ন তাঁর গবেষণায় পল্লি উন্নয়নের জন্য সমন্বিত মডেল প্রস্তাব করেন এবং BARD এর মাধ্যমে Piloting শুরু করেন যা পল্লি উন্নয়নেকুমি' ল্লা মডেল নামে সুখ্যাত। 'কুমিল্লা মডেলের অন্যতম অংগ দ্বিস্তর সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য- সে সময় সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি এর মাধ্যমে (আইআরডিপি)নিজ নিজ পুঁজিউপকর ,ণপ্রযুক্তি ও উদ্যোগ ,মশ্র , মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে গ্রামভিত্তিক ,একত্রিত করে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন এবং নেতৃত্ব সৃষ্টির কার্যক্রম বহুলভাবে প্রশংসিত হয়। পরবর্তীতে এর সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি । জাতীয়ভাবে চালু হয় (আইআরডিপি)কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের উপর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যেগে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় , সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পল্লি উন্নয়ন প্রকল্পসমবায় ব্যবস্থাটি গ্রামীণ স্তর-কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বি/ যা ,জনগণের জন্য হিতকর এবং ক্ষমতাশীল কৌশল হিসেবে কাজ করেছেপল্লি উন্নয়নের পেটেন্ট হিসেবে দাবি করতে পারে। বিশ্বব্যাংকের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে আইআরডিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল পরিবর্তন করে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে থাকে। সর্বোপরি এ সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালে আইআরডিপিকে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বোর্ডে রূপান্তরিত করে। যা বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন (বিআরডিবি) বোর্ড নামে পরিচিত। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর মাধ্যমে বোর্ড সৃষ্টির পর থেকে বিআরডিবি'র কাজের পরিধি যেমন ক্রমাগত বেড়েছে, তেমনি এর পরিচালনা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রবর্তিত হয়েছে নতুন ধারা। বিগত ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ, সাংগঠনিক কাঠামো ও পল্লি উন্নয়ন দলের ভূমিকায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে প্রণীত হয়েছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮। বিআরডিবি'র প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও পল্লি উন্নয়ন দলের সদস্যরা শীর্ষ সমিতিসমূহের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগপৎ ভূমিকা রাখছে। মানুষের স্বল্প স্বল্প পুঁজি একত্রিত হয়ে যে বিপুল অঙ্কের পুঁজি তৈরি হয়, এবং সেটা যে মানুষের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার চাবিকাঠি হতে পারে আইআরডিপি তথা বর্তমান বিআরডিবি তার একমাত্র উদাহরণ।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ণ, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর/পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিষেশতঃ নারী উন্নয়নের মাধ্যমে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে।

সময় ও মানুষের চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সমবায় (বিআরডিবি) সমিতির পাশাপাশি পল্লি উন্নয়ন দল গঠন করে সুফলভোগীদের আমানত বৃদ্ধি ,প্রশিক্ষণ ,আমানতের পুনঃব্যবহার , সৃষ্টিতে উ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি তথা আত্মকর্মসংস্থান ,ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তাল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জুন , পর্য ২০২১ন্ত মানব সংগঠন ১১৪২,৭১, টি সুফলভোগী/সদস্য ,৫১ ৬৯৬,৩৯,জনপ্রশিক্ষণ , ৪১ ৫৫৩,২০,জনসঞ্চয় , জমা ৬২০৫৫ ৬৬.লক্ষ টাকাশেয়ার জমা , ১৩১১৩ ০৪.লক্ষ টাকাঋণ সহায়তা , ১৪.১৯২৪৫৭০ (এসএমইসহ)লক্ষ টাকা এবং ঋণ আদায় ১৭৫০০৮৫ ৫৬.লক্ষ টাকা। বিআরডিবি গভীর নলকূপ ১৮ ,টি ৩৬০,অগভীর নলকূপ ৪৪ ,টি ৫২৩,শক্তিচালিত পাম্প ১৯টি সেচয ০০০,৭৩,২টি এবং হস্তচালিত পাম্প ৪০৫,ন্ত্র বিতরণ করে। সেচযন্ত্র খাতে ২০৯৪৭'লক্ষ টাকা সেচযন্ত্র বিতরণ করে । এ ছাড়া বিআরডিবি ০১.র সদস্য ও সুফলভোগীগণ সামাজিক সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমমাছচাষসহ ,পশুপাখির টিকা ,উন্নত চুল্লী ব্যবহার ,জলাবদ্ধ পায়খানা ব্যবহার ,বৃক্ষরোপণ-সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমেও এগিয়ে রয়েছে। এ যাবৎ বিআরডিবি ১১৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি সফলভাবে বাসস্তবায়ন করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় বর্তমানে ৫টি, নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ১৪টি কর্মসূচি এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ৩টি প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

১৯৮৬-১৯৯৫ মেয়াদে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ, বিএইউ, জাইকা ও জাপানের কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পল্লি উন্নয়ন 'লিংক মডেল' নামে একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করে বাস্তবায়ন করছেন। যা বর্তমানে পিআরডিপি-৩ নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত ১২,৪৪২ টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প 'আমার বাড়ি আমার খামার' বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি 'লিড এজেন্সী' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের গৃহীত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ২০৩০ , সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার ২০৪১সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ উন্নয়ন অভিযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।



রংপুর জেলার সদর উপজেলায় সুফলভোগীদের মাঝে এসএমই ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এবং বিআরডিবির মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় ' কুমার কুন্ডু।

১.২. রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প)Vission(
মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত"পল্লি"

অভিলক্ষ্য)Mission(

স্থানীয় জনগোষ্ঠী সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ , বিদ্যমান ,আধুনিক প্রযুক্তি ,মূলধন সৃজন সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলপল্লি ।

১ কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান কার্যাবলী .৩.

কৌশলগত উদ্দেশ্য)Strategic Objectives(

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভূক্তি
- মানব সম্পদ উন্নয়ন
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
- পল্লির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন
- পল্লির জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।



বিআরডিবিদলের ম্যানেজার /র আওতাধীন বিভিন্ন সমিতি' ও সদস্যদের মধ্যেগাছের চারা বিতরণ

প্রধান প্রধান কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাঝে পল্লি উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লি উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লি পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

২. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সামাজিক উ-গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ (বিআরডিবি)ন্নয়নে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা ও কর্মপরিধির দিক থেকে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একক বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান। ষাট এর দশকে প্রবর্তিত এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত বা 'কুমিল্লা মডেল'স্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি এর-(আইআরডিপি)সফলতাঅবদান ও গুরু ,ত্ব মূল্যায়ন করে Bangladesh Rural Development Board Ordinance, ১৯৮২ (.খ্রি ১৯৮২ ,৫৩-অধ্যাদেশ নং)এর মাধ্যমে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ৭ মার্চ .খ্রি ২০১৮ ,তারিখে উক্ত অধ্যাদেশ রহিতক্রমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৮ ,প্রণীত হয়।

পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন:পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ অনুযায়ী ২০১৮ ,

ক্রম	পর্ষদ বিবরণ	পদবী	সংখ্যা
০১	মাননীয় মন্ত্রী ,স্থানীয় সরকার ,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান	০১
০২	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ ,স্থানীয় সরকার ,মন্ত্রী-পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	ভাইস - চেয়ারম্যান	০১
০৩	সচিব ,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য	০১
০৪	সদস্য) পরিকল্পনা কমিশন ,পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(	সদস্য	০
০৫	মহাপরিচালক বাংলাদেশ ,পল্লী উন্নয়ন একাডেমিকুমি ,ল্লা।	সদস্য	০১
০৬	মহাপরিচালক ,পল্লী উন্নয়ন একাডেমিবগুড়া। ,	সদস্য	০১
০৭	মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও ,পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।	সদস্য	০১
০৮	নিবন্ধক ও মহাপরিচালকসমবায় অধিদপ্তর। ,	সদস্য	০১
০৯	কৃষি বিভাগ মৎস্য ও ,প্রাণিসম্পদ বিভাগএবং স্থানীয় সরকার ,অর্থ বিভাগ , সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা-বিভাগের যুগ্ম	সদস্য	০৪
১০	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান	সদস্য	০১
১১	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য	সদস্য	০১
১২	মহাপরিচালক বাংলাদেশ ,পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্যসচিব-	০১



বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ৫০ তম সভা।

৩-২০২০একনজরে .২০২১ অর্থবছরে বিআরডিবির কার্যক্র’ম

ক্র ম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম	২০২০২০২১-	জুন ২০২১ ,	মন্তব্য
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম				
১	মানব সংগঠন সমিতি) (সংখ্যা) (ও দল	৪১৮২,	১১৪২,৭১,	
২	সদস্য (জন)	১৪৩৪,২৭,	৫১৬৯৬,৩৯,	
খ) সদস্যদের নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি এবং ঋণ কার্যক্রম:				
৩	শেয়ার (লক্ষ টাকা)	৪,২৭৮৭.	১৩১,১৩০৪.	
৪	সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	৪০,৩৭৫৫.	৬২০,৫৫৬৬.	
৫	ঋণ বিতরণলক্ষ) (এসএমই সহ) (টাকা	১৩৯৪৩৯০০.	১৯২৪৫৭০১৪.	
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১২৫০,৪৫৫৩.	১৭৫০০,৮৫৫৬.	
৭	আদায়ের হার	৭১%	৯৭%	
৮	ঋণ গ্রহীতা সদস্য (জন)	৩২৫৭,৭০,	৫২২০৫,৫৭,	
গ) প্রশিক্ষণ				
৯	সুফলভোগী (জন)	১৭৪৪,০১,	৪১৫৫৩,২০,	
১০	কর্মকর্তাকর্মচা/রি(জন)	১৫৫০০,	৭৪৯৪৪,	
ঘ) সেচযন্ত্র বিতরণ				
১১	গভীর নলকূপ	-	১৮৩৫০,	
১২	অগভীর নলকূপ	-	৪৪৫২৩,	
১৩	শক্তিচালিত পাম্প	-	১৯৪০৫,	
১৪	হস্তচালিত নলকূপ	-	২০০০,৭৩,	
মোট -			৩২৮৮,৫৫,	
ঙ) সম্প্রসারণ				
১৫	ক্ষুদ্র অবকাঠামো -সংখ্যা) (৩-পিআরডিপি	২৫৬৮,	১২৪৪২,	
১৬	বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	১২০১৫.	২৮০৬০৬.	
১৭	মৎস্য চাষ (লক্ষ টি)	৬৫৭০.	৫১২৫৩৮.	
১৮	গৃহপালিত পশুপাখির টিকা লক্ষ) (টি	২০১৩.	৩২৬৭৭৭.	
১৯	উন্নত চুল্লি স্থাপন (লক্ষ টি)	০২১.	৫৭৩.	

৪. বিআরডিবি'র বিভাগীয় কার্যক্রম

বিআরডিবি র সামগ্রিক কার্যক্রম'৫টি বিভাগের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও মহাপরিচালক মহোদয়ের নিজস্ব দপ্তর রয়েছে।

- মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর
- প্রশাসন বিভাগ
- অর্থ ও হিসাব বিভাগ
- সরেজমিন বিভাগ
- পরিকল্পনা বিভাগ
- প্রশিক্ষণ বিভাগ

৪ .১.মহাপরিচালক এর দপ্তর

বিআরডিবি র সদর'দপ্তর পল্লী ভবনের দ্বিতীয় তলায় মহাপরিচালক এর দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালক এর একান্তসচিবএকজন একা ,ন্ত সহকারীএকজন কম্পিউটার অপারেটর ও তিনজন অফিস সহায়ক , মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়াজনসংযোগ ও সমন্বয় শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালক মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা মহাপরিচালক এর নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা অনুসারে একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বর্হিমুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবির বিভিন্ন বিভ'াগ শাখার সাথে/ যোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে-

- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহবানে মহাপরিচালক কে সহায়তা, কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়;
- সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ/তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজলেটার ''বিআরডিবি ই-বুলেটিন'' সম্পাদনা ও প্রকাশ।



বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা

৪.২ প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো বিআরডিবি' র সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resourc Planning) প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদান, চাকুরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন প্রশাসন বিভাগের আওতায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ বিভাগে একটি অনুবিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দুইজন উপপরিচালক দুটি শাখার দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। প্রশাসন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ-

- কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকুরিকালীন তথ্য সংগ্রহ;
- কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।
- বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- অফিস শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;
- বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারির বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, এর ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত ও এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- সকল মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্স এর বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয় বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতকরণ;
- যানবাহনের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় জ্বালানী সরবরাহ।



বিআরডিবি'র উদ্ভাবনী মডেল উপস্থাপন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা

৪.৩. অর্থ বিভাগ

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবির আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রা'ন্ত যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। বিভাগের অধীন টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন ২নিরীক্ষা নামে (২) অর্থ ও হিসাব ও (১) অধীন নিরীক্ষা শাখা। বিভাগের হিসাব শাখা। নিরীক্ষা অনুবিভাগের (খ) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (ক) রয়েছে প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২এবং (অর্থ) দুইজন যুগ্মপরিচালক। তিনটি শাখার প্রধান তিন জন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী র শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃপরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। এ বিভাগে

- বিআরডিবি;অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ ,র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন'
- বিআরডিবি;সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়/র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক'
- জেলা দপ্তর সমূহের আবর্তক লন ব্যয়ের অংশ হতে ব্যয়ের বাজেট ও সদাবিকের পরিচা (কৃষি) ;প্রক্রিয়াকরণ
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়।
- ২০১৯'অর্থবছরে বিআরডিবি ২০২০-র পরিচালনা ব্যায় বাবদ নিম্ন বর্ণিত ভাবে মোট বরাদ্দ ছিল ২২৭পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কোটি টাকা যা উত্তোলন পূর্বক সমূদয় অর্থ ইউনিট ২৭.
- বিআরডিবি র বাজেট বরাদ্দ'অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তাকর্মচা/রিদের ;নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান (পিআরএলগামীসহ)
- কর্মকর্তাকর্মচা/রিদের জিপিএফকর্মচা ,রি কল্যাণ তহবিলকর্মচা ,রি পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়নএককালীন আনুতোষিক ,অবসরভোগীদের পেনশন দাবী ,ভবিষৎ তহবিলের পাওনা , ;পরিশোধ
- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়নদপ্তরে প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট ,নিরীক্ষা সম্পাদন , ;প্রেরণ
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন;

- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।
- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

৪.৪. সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি' র মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে। এছাড়া বিআরডিবি' র মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের আওতায় পরিচালিত হয়।

সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম ৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলো- (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা ও সেচ শাখাসহ মোট ৪টি শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে যথাক্রমে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) সরেজমিন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৩টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৩জন যুগ্মপরিচালক এবং ৬টি শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৬ জন উপপরিচালক। এছাড়া মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীন আলাদা শাখা না থাকলেও ২ জন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। সরেজমিন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সরেজমিন বিভাগের প্রশাসনিক ও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারীদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতনভাতা, স্যালারী সার্পোট ও গ্রাচুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লি উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা ও উপজেলার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।
- অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

- প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সংযোগ সৃষ্টি;
- সুষ্ঠুভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক, বিআরডিবি, জেলা ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮ টি গুদামঘরের সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএর বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করা।
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণ বাস্তবায়ন।
- ইউসিসিএর নিজস্ব তহবিল দ্বারা ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- বিআরডিবি'র বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- উপজেলাসমূহে নির্মিত জোড়াবাড়ির কার্যক্রম তদারকি। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পটি তদারকি করে।
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও সংরক্ষণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ
- জেলা ও উপজেলা দপ্তর পরিদর্শণ
- বিআরডিবিভুক্ত সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদি পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;
- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য কন্টাক্টসেল হিসেবে দায়িত্বপালন, যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডসীট জবাব প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ।

৪.৫. পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবিচলমান ,কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি/র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প' ,গবেষণা ও মূল্যায়ন করা ,প্রকল্পসমূহের যথাযথ পরিবীক্ষণ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসংস্কার সংক্রা/মেরামত/ন্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলোঃ পরিকল্পনা (২) মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও ,গবেষণা (১) অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (গ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (খ) পরিকল্পনা শাখা (ক) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (ঙ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঘ) পরিবীক্ষণ শাখা জন যুগ্মপরিচাল ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২এবং (পরিকল্পনা) পরিচালকক। শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। পরিকল্পনা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপিপি ,আরটিপিপি ,আরডিপিপি ,টিপিপি ,ডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ,(এডিপি)সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও মধ্য মেয়াদী (আরএডিপি) (এমটিবিএফ) বাজেট কাঠামোমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবির বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও ' ;চুড়ান্তকরণ
- মন্ত্রণালয়উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে ,ইআরডি ,পরিকল্পনা কমিশন , ;যোগাযোগ ও সমন্বয়
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (নীতিমালা ইত্যাদি ,বিধি ,আইন-যেমন) মতামত প্রদান।
- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প;কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন/
- বিআরডিবি;র কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা'
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত;ও প্রকাশ সম্পাদনা ,
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অর্ন্তভূক্তির জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ;এর তথ্য প্রেরণ (বিআরডিবি)
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে বিআরডিবি;র তথ্য প্রেরণ'
- জাতীয় সংসদে প্রশ্ন উত্তর পর্বের বিআরডিবি;র অংশের জবাব প্রদান'
- সরকারের সাফল্যের বিআরডিবি অংশের তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়;সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত তথ্য প্রেরণ/বিভাগ ,
- পল্লি উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই ,প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠ্যোপকরণ সংগ্রহ ,জার্নাল ,পুস্তক- ;সংরক্ষণ ও সরবরাহ
- বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র;শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান ,
- বিআরডিবির বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়দপ্তর ও , সংস্থাসমূহে প্রেরণ।
- বিআরডিবি;র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ'
- বিআরডিবি;র কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ'
- বিআরডিবি;র কার্যক্রমের কাঙিখত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান'
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত /দপ্তর/ ;করা
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণপ্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা , আয়োজন।
- সরকারের প্রযুক্তি কার্যক্রম র তথ্য'ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' পরিচালনা;
- এমআইএস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিআরডিবির কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রা'ন্ত তথ্য পরিবীক্ষণ শাখাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে সরবরাহ করা;
- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ; (মানব সম্পদ ,সফটওয়্যার ,হার্ডওয়্যার)

- National web Portal এর আওতায় বিআরডিবি) র ওয়েবসাইট'Interactive (;ব্যবস্থাপনা
- সার্ভিস ইনোভেশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি র তথ্য'প্রযুক্তি;বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন (আইসিটি)
- APA, NIS সহ বিভিন্ন সময়ে চাহিত তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত রির্পোট প্রদান।

৪.৬. প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ যুগোপযুগী মানব সম্পদ তৈরির জন্য বিআরডিবিকর্মচারিসহ মাঠ পর্যায়ের /র সকল কর্মকর্তা' উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনানির্দেশনা দিয়ে থাকে। / এছাড়া বৈদেশিকপ্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকতা মনোনয়ন ও এ সম্পর্কিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন এবং বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক সেমিনার ও কর্মশালা এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করা হয়। পরিচালক এর (প্রশিক্ষণ) ১নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। পরিচালককে সহায়তা করার জন্য রয়েছে জন উপপরিচালক ২ ,জন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। বিআরডিবির আওত'ায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

৪.৭. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

৪.৭.১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৪ সালে ভিএইড (গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন। ১৯৭৪ সালে এর পরিচালনার দায়িত্ব তৎকালীন আইআরডিপি বর্তমানে রুপান্তরিত রূপে বিআরডিবি'র উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৯২ সনে এটিকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামকরণ করা হয়। সিলেট বিভাগের সিলেট জেলা শহর হতে প্রায় ৯ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব দিকে সিলেট তামাবিল মহাসড়ক সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বের খাদিমনগরে ১২.৫০ একর জমির উপর এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নির্মিত। এই প্রশিক্ষণ ইনস্টিট্যুটে ১ টি প্রশাসনিক কাম- একাডেমি ভবন, ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসন সুযোগ সমৃদ্ধ ৪ টি হোস্টেল ও উন্নত মানের ১ টি ক্যাফেটেরিয়া এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের জন্য ৪ টি প্রশিক্ষণ কক্ষ, ৬০০ আসন ব্যবস্থা সম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিলনায়তন রয়েছে। দৃষ্টি নন্দন ও আধুনিক ভৌত সুবিধা এই স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে প্রশিক্ষণের আন্তর্জাতিক গুণগতমান ও ঐতিহ্য।

বিআরডিটিআই'র কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-

(১) বিআরডিবি'র মূল প্রকল্পসমূহরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
(২) পল্লি উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সমবায় সমিতি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
(৩) সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারি, আন্তর্জাতিক সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
(৪) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশ হিসাবে (সংযুক্ত কর্মচারি) পল্লি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
(৫) সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা সফর ও পল্লি উন্নয়ন বিষয়ক ধারণা বিনিময় কর্মসূচির জন্য ভৌত সুবিধা প্রদান।
(৬) পল্লি উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মশালা, সেমিনার ও সম্মেলনের আযোজন।



সহকারি পরিচালক/উপজেলা পল্লি উন্নয়ন কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

৪.৭.২. নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৯৮৭ সনে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী জেলা শহরের মধ্যবর্তী স্থলে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হয়।

দ্বিতল ভৌত কাঠামো সম্পন্ন নোয়াখালী পল্লি উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি বিরাট জলাধার সংলগ্ন মনোমুগ্ধকর পরিবেশে অবস্থিত। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দুই প্রান্তের পৃথক ১ টি পুরুষ ও ১ টি মহিলা হোস্টেল প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য জন ধার ৪০/৩০)ণ ক্ষমতা সম্পন্নটি শ্রেণী ক ২ (ক্ষ রয়েছে। আরও রয়েছে ২০০ জনের আসন সুবিধা সম্পন্ন একটি অডিটরিয়াম এবং ১০০ জনের ডাইনিং হল।

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু থেকে সমাপ্তকৃত নোযাখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিআরডিবিতে কর্মরত কর্মকর্তাকর্মচা /রি ও সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছে। এ কেন্দ্র আন্তর্জাতিক সেমিনারবিভিন্ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানসহ ,ন সরকারিবেসরকা/রি কর্মশালা ও সম্মেলন সার্থক ও সাফল্যজনকভাবে আয়োজন করে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

৪.৭.৩. টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিইউটিসি)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টারটি রাজধানী ঢাকা হতে ১০০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল হতে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বিআরডিবি'র সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সুফলভোগীদের যে সকল বিষয়ের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলি হলোঃ দর্জিবিদ্যা, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারী, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, সবজি চাষ, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশি-ক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে যেখানে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিং এ একসঙ্গে ৩০ জনের খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে।

৫. বিআরডিবি’ র আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম

২০২০২০২-১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি এক নজরে-

(কোটি টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বরাদ্দ	আর্থিক বছরের অগ্রগতি			ব্যয়ের হার %		শুরু হতে জুন২০২১ , পর্যন্ত		
				বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	বরাদ্দের	অবমুক্তির	অবমুক্ত	ব্যয়	হার%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায়	১ এপ্রিল , ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০২১	১৩১.৪৮	২৩.৮৪	২৩.৮৪	১৬.৮৬	৭১%	৭১%	১৩০.৩২	১১৫.৯৫	৮৯%
২	অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায়	১ জুলাই , ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০২২	২৩৬.৩৪	৩০.০০	৩০.০০	২৯.৯৪	৯৯.৮০%	৯৯.৮০%	১৪৭.৮৮	১৪৪.৮৪	৯৮%
৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ	১ জানুয়ারি , ২০১৮ হতে ডিসেম্বর	৪১.৭৮	৬.৮০	৬.৮০	৬.৭৫	৯৯%	৯৯%	৩১.৪৯	২৯.৯৩	৯৫%
৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য	১ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	২০৬.৩৫	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৬.৮৮	৯৮%	৯৮%	৭২.৭৭	৬৯.৩০	৯৫%
৫	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) র ’বিআরডিবি	১ জানুযারী , ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১	৮৫.৯৩	৬.৪৭	৬.৪৭	৫.১৮	৮০%	৮০%	১৮.২২	১৪.৭৯	৮১.%

৫.১. উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (উদকনিক)।

প্রাক্কলিত বরাদ্দ : ১৩১৪৭৫৮. লক্ষ টাকা

অর্থের উৎস : জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ : এপ্রিল২০২/জুন - ২০১৪/১

প্রকল্প এলাকা : ,গাইবান্ধা ,কুড়িগ্রাম ,রংপুরনীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫ টি উপজেলা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

ক) প্রকল্প এলাকার মৌসুমী অভাবগ্রস্থ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আয়বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনমূখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

খ) দারিদ্র্য পীড়িত দেশের উত্তরাঞ্চলের ৩৫ উপজেলার অতি দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

গ) স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

ঘ) স্থানীয় জনশক্তি ও স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ঙ) উপকারভোগীদের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং Market linkage গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে প্রদর্শণী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

চ) স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক উদকনিক কর্মসূচির প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ।

আর্থিক অগ্রগতি:

প্রকল্প বরাদ্দ	২০২০) সালের অগ্রগতি ২০২১-জুন ২০২১পর্যন্ত(					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তি		
১৩১৪৭.৫৮	২৩৮৪.০০	২৩৮৪.০০	১৬৮৬.২৩	৭১%	৭১%	১৩০৩১.৯০	১১৫৯৪.৫৫

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	৩০	৬০০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০,০০০	১০৪৭	১২৯২১
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	-	১৯.৮৯	১০৪.৩৫
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩,৬০০	৫০৪০	৩৬৯৬০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৯০০.০০	২০০.০০	১১০০.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	১৯৪.৩৬	৯৩৫.০৫

৫.২. অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩)

প্রাক্কলিত বরাদ্দ :) লক্ষ টাকা ৪৭.২৩৬৩৩জিওবিএবং ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ১৫.১৯৯২৭-(০০.৩২৪০

অর্থের উৎস : জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ : /হতে জুন ২০১৫/জুলাই২০২২ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা : টি ইউনি৬৫০টি উপজেলার ২১৫টি জেলার ৬৪য়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

কস্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও জনগণের চাহিদা ,জন অংশগ্রহণ (সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ,ভিত্তিক জাতিগঠন মূলক বিভাগ সমূহের সেবা নিশ্চিত করা Horizontal লিংকেজ এবং গ্রাম ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে ,Vertical লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ ইউনিয়ন পরিষদকে (One Stop Service Delivery Station হিসাবে পরিণত করা।

গসম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। গ্রাম উন্নয়নের (

ঘগ্রামবাসিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বা (স্তবায়ন করা।

ঙ গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ (ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা।



পর্যলোচনা ও 'অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' সম্প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা



'অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩)' এর আওতায় টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর ভৌরবনগর গ্রামে গভীর নলকূপ স্থাপন। (সংযোগ রাস্তাসহ)

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প বরাদ্দ	২০২০২০২-১ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৩৬৩৩.৪৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৩.৮১	৯৯%	৯৯%	১৪৭৮৭.৫২	১৪৪৮৪.০৬

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি -২০২০) (২০২১	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	ভিডিসি	৫,৮৫০	৪৫০	৫,৮৫০
২	ভিডিসিএম	৩,১৫,৮৩৫	৫৯৮১২	২১১৪৯৭
৩	ইউসিসি	৬৫০	৫৫	৬৫০
৪	ইউসিসিএম	৩৮,১৯৬	৬৩২৫	১৮,৮৭১
৫	ভিডিসি স্কীম	১৭,৭১৬	২৫৬৮	১২৪৪২
৬	প্রশিক্ষণ	৬,৪৩,৭১২	৩৯৯০০	৩,৭৫৮০০

৫.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প

প্রাক্কলিত বরাদ্দ : লক্ষ টাকা ৭৩.৪১৭৭
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : ২০১৮/জানুয়ারীহতে ডিসেম্বর২০২/১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : টি উপজেলা। ৭গাইবান্ধা জেলার
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

কগাইবান্ধা জেলার দরিদ্র কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ,মানব সম্পদ উন্নয়ন (জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন।
খযুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দ (ক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান।
গপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। (
ঘ (পল্লী জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।



গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায় সাদুল্যাপুর উপজেলার জামুডাঙ্গা গ্রামে স্থাপিত এমব্রোডারী পল্লী ও সুফলভোগীদের সঙ্গে উঠান বৈঠক ও গাছের চারা বিতরণ



গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শণী স্টল পরিদর্শন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প বরাদ্দ	২০২০২০২-১ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৪১৭৭.৭৩	৬৮০.০০	৬৮০.০০	৬৭৪.৭৩	৯৯%	৯৯%	৩২২০.০৯	২৯৯৩.২২

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২০-২০২১	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৫৫	৬৬	৪৪৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৫,৮০০	২,৮৫৪	১৫,০৯০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	-	৯১.৩১	২০৬.২৯
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৫,৮০০	৪,২০০	১৪,৪৫৫
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	২৫২৮.০০	৩০২.৯০	১৮৮১.৮৮
৬	ঋণ আদায়	-	৪৬২.১৬	৬৯২.৬৬

৫৪. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি

প্রাক্কলিত বরাদ্দ : ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎস : জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী/হতে ডিসেম্বর ২০১৯/২০২৩ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার ২৫৬ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় ডালতেল ও মসলা জাতীয় অপ্রধা ,ন শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানো ও পল্লির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানী নির্ভরতা হ্রাসকরণ।



দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ



দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প বরাদ্দ	২০২০-২০২১ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২০৬৩৫.০৫	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	৩৬৮৭.৪০	৯৮%	৯৮%	৮৫০০.০০	৬৯৩০.২২

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২০-২০২১	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৭৮৬০	৩০০০	৫৯২৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২,৭০,০০০	৮২,১৪৬	১,৪৮,৯৩০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	৩২৪০.০০	৭১১.০০	৯৮৪.৩১
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৬০,৯০০	২,১৮০	২২,৫৪৬
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	১১৪৬১.০০	৪৪৪০.২৫	৪৪৪০.২৫

৫.৫ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

প্রাক্কলিত বরাদ্দ : ৮লক্ষ টাকা ০৯.৫৯৩,
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী/হতে ডিসেম্বর ২০১৮/২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : ২০ জেলার ৪৬ টি উপজেলার ২টি গ্রাম। ৮৫০,

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প বরাদ্দ	**২০২১-২০২০ সালের অগ্রগতি**					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮৫৯৩.০৬	৬৪৬.৪০	৬৪৬.৪০	৫১৮.২৬	৮০%	৮০%	১৮২১.৪৪	১৪৭৮.৬০

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২০-২০২১	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২,৮৫০	১০	২,১৪৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,১২,০০০	১১,৭৭১	২,৪৬,৯০৪
৩	পুঁজি গঠন লক্ষ) (টাকায়	১৩,৮৮৬.৮০	৬৮৪.৭৮	৫৬৭০.১৮
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৪,১৫,০৭৮	১৫,৪৩৫	৮৬,৯১৮
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	৮৭০৬.৫০	৪৪১.২৩	৪২১৮.৯৮

৬. বিআরডিবি'র ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিশেষ কার্যক্রম

৬. বিআরডিবি' র ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিশেষ কার্যক্রম

ক্রাশ প্রোগ্রাম ২০২০এর আওতায় জেলা ও উপজেলার ঋণ কার্যক্র ২০২১-ম নিবিড় মনিটরিংখেলাপী ঋণ হ্রাসের , সকল রেকর্ডস হালনাগাদকরণ এবং নিরীক্ষা ও পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান ,লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিশেষ তদারকি রয়েছে। এ সকল কার্যক্রম অধিকতর জোরদারকরণের লক্ষ্যে ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় ৫ টি টাস্কফোর্স এবং ২৫ টি মনিটরিং ও অডিট টীম গঠন করা হয়েছে। মনিটরিং ও অডিট টীমের কার্যক্রমের অগ্রগতি মহাপরিচালক মহোদয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে শৃঙ্খলা বৃদ্ধি ও রেকর্ডপত্র হালনাগাদকরণসহ বিআরডিবির কার্যক্রমে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।'

৬.২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদযাপন উপলক্ষ্যে বিআরডিবি কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলি

- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পল্লী ভবন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সদর ,দপ্তরকাওরান বাজার ঢাকায় ,৫ , বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
- ১৭ মার্চ ২০২১ হতে ২৩ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সদর দপ্তরজেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরে বিশেষ সেবা সপ্তাহ , পালন।
- ডিসেম্বর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিআরডিবি সদর দপ্তরে সেমিনারওয়ার্কশপ আয়োজন।/
- ৩০ জুন ২০২১ বিআরডিবি সদর দপ্তরে স্মরণিকা প্রকাশ।
- ১৭ মার্চ ২০২১ পল্লী ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন।
- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে সকল উপজেলায় একযোগে ঋণ বিতরণ উৎসব উদযাপন।
- ২৬ মার্চ ২০২১ বিআরডিবি সদর দপ্তর জেলা ও উপজেলায় মহান স্বাধীনতা ও বিজয় ,দিবস উদযাপন।
- ১৫ আগস্ট ২০২১ ধানমন্ডি৩২-, ঢাকা এবং বিআরডিবি সদর কার্যালয় পল্লী ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
- ১৫ আগস্ট ২০২১ বিআরডিবি সদর দপ্তর ও পল্লী কানন আবাসিক এলাকা উত্তরা ঢাকায় কোরআনখানী , মিলাদ ও বিশেষ দোয়া মাহফিল এবং এতিমদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ।
- জুন ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিআরডিবিপল্লী উন্নয়ন দলে /র আওতাধীন বিভিন্ন সমিতি' সুফলভোগীদের উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন।



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।



মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধু কর্ণার উম্মোচন

৬.৩ ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিআরডিবি কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলি

- ২৬ মার্চ ২০২১ সন্ধ্যা হতে বিআরডিবি সদর দপ্তর পল্লী ভবনে আলোকসজ্জাকরণ
- ২৬ মার্চ ২০২১ সকাল ৬টায় বিআরডিবি সদর দপ্তর পল্লী ভবনে জাতীয় পতাকা উ ০০.ত্তোলন
- ২৬ মার্চ ২০২১ সকাল ৮ নম্বর ৩২টায় ধানমন্ডি ০০. এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্ববক অর্পণ
- ২৬ মার্চ ২০২১ সকাল ১০টায় বিআরডিবি সদর কার্যালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্ববক ০০. অর্পণ
- ২৬ মার্চ ২০২১ সকাল ১০ধীনতার সটায় বিআরডিবি সম্মেলন কক্ষে কেক কেটে স্বা ৩০.ুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন
- ২৬ মার্চ ২০২১ সকাল ১১ ,টায় বিআরডিবি সম্মেলন কক্ষে ০০.বিআরডিবির প্রশিক্ষণ কেন’্দ্র এবং পল্লী কাননে আলোচনামোনাজাত এবং প্রার্থনা আয়োজন করা হয়। ,বিশেষ দোয়া ,
- ২৫ মার্চ ২০২১ বিকাল হতে বিআরডিবি সদর দপ্তরজেলা ও উপজেলা ,কেন্দ্র র প্রশিক্ষণ’বিআরডিবি , দর্শ/কার্যালয়সমূহের সুবিধাজনকনীয় স্থানে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যানারফেস্ট ,ুন প্রদর্শন (প্যানা/ড্রপডাউন ব্যানার)
- ২৬ মার্চ ২০২১ বিআরডিবির জেলা ও উপজেলার কা’র্যালয়সমূহ অথবা জেলা প্রশাসনউপজেলা প্রশাসনের / খে মুক্তিযোসাথে সামঞ্জস্য রেদ্ধা সমাবেশ ও ঋণ বিতরণ।



কেক কেটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন।

৬.৪ এসএমই ঋণ চালু-

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-১৯) পরিস্থিতিতে পল্লি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মূলধনের চাহিদা পূরণ এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বিদেশ কিংবা শহর ফেরত কর্মহীন নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য দ্রুত অর্থায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের ঘোষণা করেছেন। পল্লি এলাকার অর্থনীতি গতিশীল করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কুটির ও মাঝারী শিল্প খাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে পল্লি জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পল্লি এলাকায় উদ্যোক্তা উদ্দীপনের মাধ্যমে ঋণ দান কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশেষ অনুদান বাবদ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রথম ধাপে বরাদ্দকৃত ১৫০ কোটি টাকা চলতি অর্থ বছরে বিতরণ করা হয়েছে।



ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহায়ক ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ উদ্বোধনকালে আরডিবি'র মাননীয় মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর সেবামূলক কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় রেখে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে করোনা মহামারির অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি এলাকার ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগসমূহকে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃত মজুরী বজায় রেখে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন এ কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য।

৬.৫ ভাষানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহায়ক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জীবনযাত্রায় সহায়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এবং জীবিকায়নের জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিআরডিবি-র কর্মকর্তা' কর্মচারি ২৭বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ,প্রশিক্ষক .জানুয়ারি ,২০২১ হতে প্রশিক্ষণ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। এখানে হাঁস-সেলাই ও সূচি শিল্পকর্ম ট্রেডে ,বাঁশ বেত ও কুটির শিল্প ,কৃষিকাজ ,মৎস চাষ ,গবাদি পশুপালন ,মুরগি পালন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের দক্ষ করে তোলা হয়। জানুয়ারি ২০২১ হতে মে২০২ ,১ পর্যন্ত ৭৫ ব্যাচে মোট ৩১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যা ভাষানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবিকায়নের সহায়ক হবে ।



ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহায়ক ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ উদ্বোধনকালে আরডিবি'র মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

৬.৬ করোনা সংকট মোকাবেলায় কর্মচারীদের আর্থিক প্রণোদনা

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মহামারী প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে বিআরডিবি র'চলমান কার্যক্রম কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে সুফলভোগী সদস্যগণসহ নিজস্ব আয়ে পরিচালিত ও প্রকল্পে কর্মরত কর্মচারিগণও বেতনভাতার সংকটে পড়েন। সরকার কর্তৃক বিআরডিবির অনুকূলে বৈশ্বিক করোনা মহামারী কার'ণে সৃষ্ট আপদ কালীন আর্থিক অবস্থার উত্তরণের নিমিত্তে ২০১৯ (পনের) ০০.১৫শোধিত বাজেটে এককালীন অর্থবছরের সং ২০-কর্মচা/র প্রকল্প ও কর্মসূচির কর্মকর্তা'কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এর ফলে বিআরডিবিরিগণের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবির কর্মীরা করোনাকালীন সংকট কাটিয়ে কাজে মনোনিবেশ ' করেছেন। এর ফলশ্রুতিতে মাঠ পর্যায়ে কাজে গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.৭ কোভিডমহামারি প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবনযাপন এবং করোনা ভাইরাস পরীক্ষার জন্য জনগণকে ১৯-উদ্বুদ্ধ করে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা

করোনা ভাইরাস 'প্রাদুর্ভাবকালীন বিআরডিবি (১৯-কোভিট)র সদর কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকর্মচা-রিদের সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সুরক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। বিআরডিবির' কর্মকর্তাকর্মচা-রিদের জরুরী ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে টিকাদান নিবন্ধন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মকর্তাকর্মচা-রিদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং নিয়মিত হ্যান্ড স্যানিটাইজারমাস্ক ব্যবহার ও , /স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। সমিতিপল্লি উন্নয়ন দলের সদস্যদেরও নিয়মিত হ্যান্ড স্যানিটাইজার , মাস্ক ব্যবহার ও স◌্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার এবং টিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৭ . অবলুপ্ত কিন্তু বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চলমান কর্মসূচিসমূহ'

ক্রঃ নং	কর্মসূচিপ্রকল্পের / নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
১	দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)	এলাকাঃ ২২ টি জেলার ২৩ উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	আরএলএফসহ ১৩৫.৪৫লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
২	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)	এলাকাঃ ঢাকা ,মুন্সিগঞ্জ ,মানিকগঞ্জ , গাজীপুরনরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ , টি উপজেলা ২০ জেলার মোট মেয়াদঃ জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	৩৪১.৪১ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা।
৩	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	এলাকাঃ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাধীন ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ১৯৮৬ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৯৯,৯৪১.৭৮লক্ষ টাকা (সিডা ও জিওবি)	বাস্তবায়নেঃ নির্বাহী পরিচালক
৪	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	এলাকাঃ ২২ টি জেলার ১২৩ উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ১৯৯৩ হতে জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত	১৭,০৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	বাস্তবায়নকারী প্রকল্প পরিচালক
৫	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	এলাকাঃ ৪৭৬ টি উপজেলার ৪৭৬ টি ইউনিয়ন মেয়াদঃ জুলাই ২০০০ হতে জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত	১৪,৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)	বাসস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক
৬	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	এলাকাঃ ৬৪ টি জেলার ৪৪৪ টি উপজেলা মেয়াদঃ ২০০৩ সাল হতে চলমান	১৮৪.২৫ কোটি টাকা (জিওবি)	রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুন্নয়ন খাতে ছাড়কৃত আবর্তক ঋণ তহবিল বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা
৭	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)	এলাকাঃ ৩ টি জেলার ৩ টি উপজেলা মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০০৭ হতে জুন ২০০৫ পর্যন্ত	২২৩৮.০০লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

ক্রঃ নং	কর্মসূচিপ্রকল্পের / নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
৮	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক)	এলাকাঃ ৩ টি জেলার ৩ টি উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত	২০০০.০০লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৯	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	এলাকাঃ ১৫ টি জেলার ৫৯ টি উপজেলা মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	১৫লক্ষ ০০.৭৩৪, টাকা	বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
১০	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)	এলাকাঃ ৪২ টি জেলার ১৯০ টি উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	৫৬লক্ষ ০০.৯৫১, টাকা	বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
১১	আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচি	এলাকাঃ ৬৪ টি জেলার	১৩০০.১২৫,	বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের ঋণ শাখা
১২	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	এলাকাঃ পার্বত্য অঞ্চলের ৩ টি জেলার ২৫ টি উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত	৪২৬লক্ষ ৩১. (জিওবি) ,টাকা	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৩	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প -ব্যানপিএইচসি) (০০৬	এলাকা ,চট্টগ্রাম-ট হাজারীহা : ,বাকেরগঞ্জ ,বাগেরহাট - ফকিরহাট টি ২প্রতিটি উপজেলায়) বরিশাল। (করে ইউনিয়ন মেয়াদ ২০০০হতে ১৯৯২জুলাই : পর্যন্ত	১৬ ,লক্ষ টাকা ০২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডঐঙ)	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
১৪	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	এলাকাটি উপজেলা১২টি জেলার ১২ : মেয়াদ ২০০৩হতে জুন ২০০০জুলাই : পর্যন্ত	৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা (ইফাদ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৮ . বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পকর্মসূচিসমূহ/

ক্রঃ নং	কর্মসূচিপ্রকল্পের / নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্ত্রণালয়ের নাম	মমন্তব্য
১	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	এলাকাবিআরডিবিভূক্ত দেশের : সকল উপজেলা মেয়াদজুলাই : ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত	৩,৭৭৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নে : সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
২	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	এলাকাটি ১০৫টি জেলার ৩৯ : উপজেলা মেয়াদহতে জুন ২০০৭ এপ্রিল : পর্য ২০১৭ন্ত	৯.২৭ ০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নে : সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৩	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প	এলাকাটি ১৩২টি জেলার ৫৩ : উপজেলা মেয়াদহতে ২০০৯জানুয়ারি : পর্য ২০২৫জুন ন্ত	১৯০৬৪ কোটি টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নে : সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

৯.বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা / দল কর্তৃক বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামগ্রিক কার্মকান্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু ফলাফল/মতামত নিম্নরপ :

ক্রঃ নং	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস সময়: ২০১০	(১)বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি'র কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১% যা কর্ম এলাকা বহির্ভূত তথা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান (১.৯৩%)। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
২	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন; (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৩	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে, নিজস্ব পুঁজি গঠনে (শেয়ার ও সঞ্চয়), সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।
৪	সমীক্ষার নাম: ইরেসপো দ্বিতীয় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (সমাপ্ত-	(১) দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন। প্রশিক্ষণের মান ভাল হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে। ৫৮,৭২৫ সুফলভোগীকে সেলাই এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগিপালন, গবাদি

ক্রঃ নং	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
	জুন,২০১৯) গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১৮	পশুপালন, হস্তশিল্প, মৎস ও কাঁকরা চাষ, শাকসবজিচাষ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নেতৃত্ববিকাশ, নারী উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। (২) স্থানীয় সম্পদ পুঞ্জিকরণের মাধ্যমে আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ব্যবহার এবং সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব ২১০০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত তহবিল যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের জীবনমান উন্নয়ন হয়েছে। (৩) ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে ২৮৮১ টি মহিলা সমিতির ৭৮,৪৪৪ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-৩ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি সময়: ২০১৯	(১) সরকারি সেবাদানে সমন্বয় সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সরকার ও এনজিও সেবা প্রদানে সমন্বয় সৃষ্টি, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, গ্রামের সাধারণ মানুষের সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সরকারি কর্মীদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও গ্রামের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অংশ, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামের মানুষের অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও মতামতের সমন্বয় এবং অংশগ্রহণ থাকায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে অনুসরণীয় হচ্ছে। (৩) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণ ও সুবিধা বঞ্চিত লোকজন তাদের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান জানতে পেরেছে। একে অপরের সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। (৪) বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বর ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন ইউসিসিএম এ উপস্থিত থাকায় সবার সাথে সমন্বয় হচ্ছে। কাজের পরিবেশ উন্নতি হচ্ছে। (৫) উন্মুক্ত বাজেট সভা, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে জনগণের অংশীদারিত্ব, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোত ধারায় আনা, স্থানীয় সরকারের তৃণমূল ধাপ ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালিকরণে জোরালো ভূমিকা রাখছে।

১০সফলতার গল্প .

১০.১.ফাতেমা জিন্নাত একজন দারিদ্র্য জয়ী নারী

স্বপ্নকে কর্ম দিয়ে জয় করা আত্মপ্রত্যয়ী এক নারীর নাম ফাতেমা জিন্নাত। স্বামী-শেখ হাফিজুর রহমান, গ্রাম: খানজাহানপুর, উপজেলা: ফুলতলা, জেলা: খুলনা। ২০০৭ সালে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪ জন। তার স্বামী পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। স্বামী পেশায় সার মিলের শ্রমিক। সে সময় পরিবারের ভরণপোষণসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য তার মাসে ৪৫০০/- টাকার প্রয়োজন হতো । কিন্তু ফাতেমার স্বামীর মাসিক আয়ের পরিমান ছিল ১৫০০/-। তাই অভাব অনটনের মাঝে কোন রকমে চলছিল তার সংসার। তিনি পথ খুঁজতে ছিলেন কিভাবে সৎ পথে উপার্জন করে নিজের ছোট ছোট চাওয়া পাওয়া কে পূরণ করা যায়। ঠিক এমন সময়ে পরিচয় হয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, ফুলতলা, খুলনা-এর গ্রাম সংগঠক জনাব খন্দকার নুরুল ইসলাম এর সাথে। তিনি ফাতেমা কে কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা দেন এবং দলের সদস্য হয়ে স্বাবলম্বী হওয়া যাবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁর পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি খানজাহানপুর মধ্যপাড়া মহিলা দলের সদস্য হন। তাঁকে এ প্রকল্প থেকে হাঁস মুরগী পালন খাতে ঋণ দেয়া হয়। এভাবে শুরু হয় তাঁর পথচলা। তিনি নিজস্ব ৩০০০/- টাকা ও ২০০৭ সালে ৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে কোয়েল কিনে তাদের প্রতিপালন করতে থাকেন। বছর শেষে কোয়েল ও কোয়েলের ডিম বিক্রি করে তাঁর পুঁজি হয় ৫,০০০/- টাকা। তিনি নিজের চেষ্টায় ও স্বামীর

সহযোগিতায় ঋণের সমস্ত টাকাই পরিশোধ করে দেন। এভাবে শুরু থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে তিনি ১২ দফায় মোট ২,৩২,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং কিস্তিতে তা পরিশোধ করেন। বর্তমানে তিনি ২৫০০টি কোয়েল, ১০৫০ টি মুরগী ও ৩ টি গরু লালন পালন করছেন যার সম্ভাব্য বাৎসরিক আয় ১০,৫,০০০/। পূর্বে তার ৯.৫ শতক কৃষি জমি ছিল। তিনি আয় থেকে পর্যায়ক্রমে আরো ১৯.৫ শতক কৃষি জমি ক্রয় করেছেন। বর্তমানে তার ২৯ শতক কৃষি জমি রয়েছে। কৃষি থেকে আয় ৭০,০০০/- টাকা। পরিবারের মোট আয় বছরে কমপক্ষে ১,০০,০০০/- টাকা।

বর্তমানে তার বসত বাড়ির জায়গার পরিমান ৬ শতক থেকে বেড়ে ১০ শতক হয়েছে। তার কাঁচা ঘরটি তিনি আধা পাকা করেছেন। ৩ জন সন্তানের মধ্যে ২ জন সন্তান বর্তমানে স্কুলে যাচ্ছে। আর ১ টি সন্তান মানসিকভাবে অসুস্থ। বাড়িতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা আছে ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন। তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পরিবারের যে কোন কাজে তার মতামত কে গুরুত্ব দেয়া হয়।



বর্তমানে ফাতেমা জিন্নাত একজন স্বাবলম্বী নারী। পূর্বে ফাতেমা প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণী থাকলেও এখন তিনি দায়মুক্ত। তিনি নিজেকে দূর্বল ও অসহায় মনে করেননা। নিজের চেষ্টা ও কর্ম দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন। বিআরডিবি র আওতাধীন'পল্লী প্রগতি কর্মসূচির নিকট তিনি কৃতজ্ঞ।

১০.২. কৃষক আতিয়ার রহমান এর সাফল্যের গল্প

মেহেরপুর জেলাধীন সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামের মো: আনারুল ইসলাম এর বড় ছেলে আতিয়ার রহমান। পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র কৃষক। ২ ভাই বোনের মধ্যে আতিয়ার রহমান বড় সন্তান। সংসারে অভাব থাকায় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি এস.এস.সি পাশ করে আর লেখাপড়া করতে পারেননি। বড় সন্তান হওয়ায় সংসারের দায়িত্ব তাকে বুঝে নিতে হয় । তার বাবার সম্পদ তেমন কিছুই ছিলনা। অভাবের সংসারে দুই বেলা ভাতের আশায় আতিয়ার রহমাকে দিন রাত পরিশ্রম করতে হত। জমির পরিমান কম থাকায় অল্প জমি থেকে বেশি উপার্জনের পথ খুঁজতে থাকেন কিন্তু পুঁজি না থাকায় তা সম্ভব হয়নি। দরিদ্র আতিয়ার রহমান মহাজনের নিকট হতে চড়া সুদে ঋণ নিতে তাঁর বিবেক সাড়া দেয়নি। পরিবারে সচ্ছলতা আনার পাশাপাশি কিভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা যায় তা নিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তার এলাকায় কলা চাষ বেশ লাভজনক। কিন্তু কলা চাষে অর্থের প্রয়োজন। প্রথমে তিনি কৃষি বিভাগের লোকজনের সাথে আলাপ করে তার

জমি কলা চাষের উপযোগী কিনা জানতে পারেন। ইতোমধ্যে তিনি বিআরডিবি'র কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন এবং ক্ষুদ্র ঋণে উৎসাহী হন।





২০১২ সালে তিনি বিআরডিবিভুক্ত আশরাফপুর সদাবিক দলের সদস্য হয়ে ১ম পর্যায়ে ১০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে কলা চাষ শুরু করেন। প্রথমবারের কলা চাষ থেকে তিনি ২৫,০০০/- টাকা লাভ করেন। এভাবে অল্প পুঁজিতে বেশি লাভ পাওয়ায় তিনি অন্য জমি লিজ নিয়ে নিয়মিত কলা চাষে উৎসাহী হয়ে উঠেন। এ পর্যন্ত তিনি বিআরডিবি থেকে পর্যায়ক্রমে ৮ বারে ৩,০০,০০০/-ঋণ নিয়ে কলা চাষ করে প্রায় ১৫,০০,০০০/- টাকা লাভ করেছেন। সময়ের সাথে সাথে এলাকায় আদর্শ কলা চাষী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। উপার্জিত অর্থের সাহায্যে বর্তমানে তিনি ৩.৫ বিঘা জমির মালিক। তিনি একটি আধা পাকা বাড়ি করেছেন। বাড়িতে টিউবওয়েল এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করেছেন। তিনি তার দুটি ছেলেমেয়ের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তার পরিবারের ৪ জন সদস্যদের নিয়ে সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করছেন। নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে ভাল সদস্য হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। বিআরডিবি প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ এবং তার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে তিনি এই সফলতা অর্জন করেছেন। বিআরডিবি' র সার্বিক সহায়তায় তার আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে তিনি কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে অদ্যাবধি পল্লিউন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খান বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনের জন্য বার্ড নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে থাকে। তাছাড়া, বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বার্ড ইতোমধ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কুমিল্লা মডেলসহ অনেকগুলো কার্যকর মডেল উদ্ভাবন করেছে যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

পল্লিউন্নয়নের শ্রেয় ভাবনা ও অনুশীলন (Better Ideas and Practices)-এর অগ্রণী প্রতিষ্ঠানরূপে ভূমিকা গ্রহণ ও পরিপালন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লিউন্নয়নের সুস্থায়ী (Sustainable Rural Development) গতিধারা সৃজন ও লালন এবং পল্লিউন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সরকারকে নতুন প্রস্তাবনা ও পরামর্শ প্রদান।

একাডেমির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনুষদ সদস্য এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত ব্যুৎপত্তি ও একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২। পল্লি এলাকার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়নের নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং সমস্যা উত্তরণের পন্থা নিরুপণের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা।

৩। গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে পল্লিউন্নয়নের নতুন ধারণা উদ্ভাবন।

৪। নতুনভাবে উদ্ভাবিত পল্লিউন্নয়নের নীতি, কৌশল এবং ধারণা প্রসারণের লক্ষ্যে সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা করা।

৫। পল্লিউন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা নিরসন এবং উন্নয়ন বিধানকল্পে সরকারের বিবেচনার জন্য প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও উপস্থাপন।

আবশ্যক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
৪. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
৫. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

একাডেমির কার্যাবলী

(ক) পল্লিউন্নয়ন ও তদসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে গবেষণা পরিচালনা;

(খ) পল্লিউন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও ব্যক্তিগণকে বুনিয়াদি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) উন্নয়নের ধারণা ও তত্ত্বসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং, ক্ষেত্রমত, বাস্তবায়ন;

(ঘ) পল্লিউন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন;

(ঙ) সরকারি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান;

(চ) দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে সহায়তা প্রদান এবং তত্ত্বাবধান;

(ছ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং পরিচালনা; এবং

(জ) পল্লিউন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

বার্ডের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন (২০২০-২০২১)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনালগ্ন থেকেই পল্লি দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে যার ফলে পল্লিউন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লিউন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবহিকতায় সাম্প্রতিক জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)- এর আলোকে পল্লিউন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা,অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং পল্লী উন্নয়ন নীতি -এর বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

বার্ডে চলমান গবেষণা কার্যক্রমের শিরোনাম

Sl. No.	Research Titles
1.	Potentialities and Strategies of Public Private Parfrrership in Rural Development of Bangladesh.
2.	Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh Transforming Villages
3.	Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh
4.	Interrelation between Socio- Economic Condition and Dietary Diversity in Rural Areas of Bangladesh: Analyzing the Determinants of Food Security.
5.	Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government
6.	Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages
7.	Climate Change Effects on the Livelihoods of Coastal Vulnerable People: A Case of South-Western Bangladesh
8.	State of Primary Education in Rural Areas of Bangladesh
9.	Role of Agricultural Cooperatives in Ensuring Farmer's Wellbeing: Cases of Some Selected Areas of Bangladesh
10.	Role of Agro-forestry in Achieving Food Security of Upland Smallholders: A Study on Lalmai Hill Areas of Cumilla District
11.	Factors affecting Rural Urban Migration and Rural Change: Cases of Two Villages in Bangladesh.

12.	Farmer's Knowledge, attitude and practice of mastitis in Cow
13.	Adoption and Integration of ICT by Secondary School Teachers in Rural Schools of Bangladesh: An Analysis Using the Technology Acceptance Model (TAM)
14.	Contemporary Knowledge of Clay Artisans in Bijoypur
15.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপর কমিউনিটি রেডিওর প্রভাব
16.	Impact of COVID-19 Pandemic on Rural Livelihood
17.	জীবন ও জীবিকা: একটি ইউনিয়ন সমীক্ষা
18.	PTU Studies on Selected Training Course in *Amar Bari Amar Khamar* (Lalmai Moinamoti Project
19.	Development Philosophy of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Reflection in Rural Development Policies, Strategies and Initiatives.

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পন্নকৃত গবেষণার শিরোনাম

Sl. No.	Research Titles
1.	River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh
2.	Present Conditions of Homestead Plantation: A Case Study on Cumilla
3.	Livelihood and Social Inclusion Pattern of the Migratory Labourers: Cases of Five Districts of Bangladesh
4.	Sustainability of Digital Service Centers: A Case of Union Digital Centers (UDCs) in Bangladesh
5.	Governance through Gram Committee in Participatory Rural Development Project in Bangladesh
6.	কুড়িগ্রাম ও গোপালগঞ্জ জেলার দারিদ্র্যের স্বরূপ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়
7.	Impact of COVID-19 Pandemic on Rural Livelihood
8.	Rural Transforming and Social Wellbeing of Selected Villages in Bangladesh

বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন (২০২০-২০২১)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বার্ড পল্লির দরিদ্র জনগণের উন্নয়নে এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বার্ডের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পল্লিউন্নয়নের ধারণা; নারী উন্নয়ন; সুশাসন; দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল; প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ; প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন; ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা; উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা; জলবায়ু পরিবর্তন; গাভী পালন; হাঁস-মুরগি পালন; মৎস্য চাষ ইত্যাদি। বার্ড দীর্ঘদিন থেকে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য ০২ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স; বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য ০৬ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর উদ্যোগে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ০৪ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও বার্ড ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৫০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠনপূর্বক মোট ৫৫৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

বর্ণিত সময়ে বার্ড কর্তৃক সংগঠিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কোর্স/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ক. বুনিয়াদি ও বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স: প্রতিবেদনকালীন বার্ড-এ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য ৬ মাস মেয়াদি ৭১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ৪ মাস মেয়াদি বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ১৬০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স গত ০৬ জুন ২০২১ তারিখে শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান রয়েছে।



৭১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয়

খ) সংযুক্তি কর্মসূচি: প্রতিবেদনকালীন বার্ড বিপিএটিসি, সাভার; বিয়াম, বগুড়া; আরডিএ, বগুড়া; বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, ঢাকা; এবং টেলিযোগাযোগ স্টাফ কলেজ, গাজীপুর থেকে আগত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ০৪ টি "দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লিউন্নয়ন" বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচির আয়োজন করে যাতে ২১৪ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন।



বার্ডে আয়োজিত সংযুক্তি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

গ) স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স: বার্ডে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মধ্যে বেশির ভাগই স্বল্পমেয়াদি কোর্স। প্রতিবেদনকালীন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃবৃন্দের জন্য উক্ত কোর্সসমূহ আয়োজন করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এবং জেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এছাড়া বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের গ্রাম পর্যায়ের কর্মীদের জন্য সর্বমোট ৮২টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়। এ সকল কোর্সের মধ্যে রয়েছে ই-পরিষদ প্রকল্পের ০১টি, ইনকিউবেটর প্রকল্পের-০১টি, লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের ১০টি; মশিআপুউ প্রকল্পের নারী উন্নয়নমূলক ০৫টি; কওমি মাদ্রাসা প্রকল্পের-০১টি প্রশিক্ষণ এবং লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে (কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার; আধুনিক পদ্ধতিতে ফল চাষ; হাঁস-মুরগি পালন; আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ; ধান বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা; ফসল উৎপাদনে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা; আধুনিক পদ্ধতিতে গাভি পালন; সবজি বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; মাশরুম চাষ) ৬৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স। এতে মোট ২৫৯৮ জন সুফলভোগী অংশগ্রহণ করেন।





লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কোর্সে সনদপত্র বিতরণ করছেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

ঘ) স্ব-উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স: বার্ড গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে স্ব-উদ্যোগের প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজেন করে আসছে। প্রতিবেদনকালীন বার্ড Project Management শীর্ষক ১টি স্ব-উদ্যোগের প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে এবং এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।



Project Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

ঙ) অন্যান্য সংস্থার অর্থায়নে সংগঠিত প্রশিক্ষণ কোর্স: প্রতিবেদনকালীন বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (বিজিডিসিএল)-এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠানিক সুশাসন বিষয়ের উপর ০১টি প্রশিক্ষণ কোর্স বার্ডে সম্পন্ন হয়েছে। কোর্সটিতে বিজিডিসিএল-এর ১৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)- এর অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত ১৯টি কোর্সের মাধ্যমে ৫৫২ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)-এর অর্থায়নে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য ১২টি মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৪৮০ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের জন্য জেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট শীর্ষক ০২টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয় যাতে ৩৭ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন।





প্রতিষ্ঠানিক সুশাসন ও উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

চ) **আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালা:** বার্ড ও AARDO-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় প্রতিবছর বার্ড একটি করে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে আসছে। এ কর্মসূচিতে প্রতিবছর AARDO-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে Online International Training Programme on "Poverty Alleviation through Micro Finance: State of Art in COVID-19", শিরোনামে প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ০২-১১ নভেম্বর ২০২০ সময়ে BARD ও AARDO এর যৌথ উদ্যোগে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে AARDO-এর সদস্য রাষ্ট্র হতে ৬৫ জন অংশগ্রহণকারী অনলাইনে যুক্ত হয়ে কর্মশালাটি সফলভাবে সম্পন্ন করেন।





BARD ও AARDO এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

১. **দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ: ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ১৫০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৫৫৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।**

২. **সেমিনার/কর্মশালা/সম্মেলন সংক্রান্ত তথ্য:** ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ড জাতীয় পর্যায়ের ০২টি সম্মেলন, ০৮টি কর্মশালা ও ০৬টি সেমিনারসহ মোট ১৬টি সেমিনার/কর্মশালা/সম্মেলন আয়োজন করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে "বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবন"; "রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপনে জাতির পিতার ভূমিকা"; "দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা: বর্তমান চিত্র ও সাফল্য গাঁথা" শীর্ষক সেমিনার; ৫৩তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন; Referencing, Footnotes & Academic Writting in Social Research, Research Highlights, Action Research Highlights; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা; শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মশালা; গ্রামীন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় করোনার প্রভাব এবং করণীয়; পল্লি এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বার্ডের করণীয় শীর্ষক সেমিনার।





Research Highlights of BARD: ২০২১ শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান



মুজিব শতবর্ষে আয়োজিত “রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপনে জাতির পিতার ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনারে আলোচনা করছেন প্রধান অতিথি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, কিউরেটর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর।

৩. [redacted] **২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ডে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অসম্পাদিত সম্মেলন পরবর্তীতে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।**

৪. **২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ডে অনুষ্ঠিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স: বার্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Development Digital Skill & Office Mangement; চাকুরীর বিধিমালা ও অফিস ব্যবস্থাপনা; আর্থিক ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা; সুশাসন ইত্যাদি বিষয়ক ০৯টি প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে বার্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী পর্যায়ের ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেছেন।**



চাকুরী বিধিমালা ও অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

বার্ডের প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন কার্যক্রম (২০২০-২০২১)

প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একাডেমির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন-২০১৭ অনুযায়ী একাডেমি পল্লিউন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের যে কোনো এলাকা ব্যবহার করতে পারবে বলে উল্লেখ রয়েছে। মূলত, পল্লিউন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত নবতর ও উদ্ভাবনী ধারণা সমূহের পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বার্ড এ পর্যন্ত ৭৩টি পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

বর্তমানে বার্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অর্থায়নে (১) "আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (বার্ড অংশ): "সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন" (জুন ২০২১ এ প্রকল্পটির মেয়াদ শেষে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারকের অধীনে বার্ডের কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে); (২) "বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন"; (৩) "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়)" এবং (৪) "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন" বিষয়ক ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

এ ছাড়াও বার্ড রাজস্ব বাজেটের আওতায় (১) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা; (২) কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন; (৩) গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লির জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন; (৪) মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ); (৫) পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ; (৬) কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃজন (৭) অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন; (৮) বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো-কম্পোস্ট উৎপাদন ও গবেষণা প্রদর্শনী; (৯) ইনকিউবেটরের মাধ্যমে গ্রামীণ পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ; (১০) বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ, ছাগল ও পোল্ট্রি খামার (১১) মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ; (১২) বার্ড প্লান্ট মিউজিয়াম; (১৩) বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার; এবং (১৪) বছর ব্যাপী নিরাপদ সবজি উৎপাদন শীর্ষক ১৪টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন করছে।

বার্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত ০৫ টেকসই (১) টি প্রকল্প প্রস্তাবনা যথা(পাঁচ) কৃষির জন্য প্রতিবেশ উপযোগী খামারকরণ; (২) গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন; (৩) কুমিল্লা জেলার প্রান্তিক পেশাজীবি ও সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন; (৪) ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে করোনা পরবর্তী গ্রামীণ জনগণের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প; এবং (৫) গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্প ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১. আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (বার্ড অংশ): "সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিগত ছয় দশক ধরে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নের টেকসই মডেল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের আর্থিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক 'সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন' বা সংক্ষেপে 'লালমাই-ময়নামতি প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৫,০৫৫ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ, আদর্শ সদর ও বুড়িচং উপজেলার ৬৮টি গ্রাম

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য : সমন্বিত কৃষি খামারকরণের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- ✓ প্রকল্পের আওতায় খানা জরিপের মাধ্যমে ৬৮টি গ্রামের ১৯,৩০০ পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করে ৬৮টি গ্রাম তথ্য বই প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ✓ প্রকল্প এলাকায় ২৯৮টি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃজন করা হয়েছে এবং ১৩,৫৯৭ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের নিকট হতে ৪,৯৩,৪২,৩০৮/- টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহ সঞ্চয় হিসেবে সমপরিমাণ টাকা সমিতির একাউন্টে প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ ৩,৭৪৬ জনের মাঝে ১৫,০০০-৪০,০০০ টাকা করে সর্বমোট ৬,৪৪,৭৯,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৪,৩১,৬০,৩৫৪/- টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।
- ✓ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে এককালীন আর্থিক অনুদান হিসেবে ৬,২১,২৫,০০০/- টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ ৩,০০০ জন সুফলভোগীকে ২৫,০০০/- টাকা করে মোট ৭,৫০,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৪,৩৩,৫৮,২৮৫/- টাকা আদায় করা হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারি চলাকালীন ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৬০% ছিল, যা অত্যন্ত সম্ভাবনাময়।



- ✓ সর্বমোট ৯,৪২৪ জন সুফলভোগীকে ৪৭,১২০ কেজি উচ্চ ফলনশীল (ব্রি-ধান ৫৫, ব্রি-ধান ৫৮, ব্রি-ধান ৬৩, ব্রি-৬৮, ব্রি-৭৪, ব্রি-৮১, আউশ, আমন) ধান বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ ৭,৮৪৫ জন সুফলভোগীকে উন্নত জাতের সবজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ ৪০০ জন সুফলভোগীর মাঝে ১০,০০০ প্যাকেট মাশরুম (স্পন) বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ ৬,৮০৬ জন সুফলভোগীর মাঝে ১,৫৫,৮৫০টি মুরগীর বাচ্চা এবং ৩,৮৩৭ জন সুফলভোগীর মাঝে ৭৮,৬৫০টি হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ ৫,৭৮০টি কেঁচো সার উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। সুফলভোগীগণ এ পর্যন্ত ১৯,১২০ কেজি কেঁচো এবং ১,৯৪,৯৮৭ কেজি কেঁচো সার বিক্রি করেছেন।
- ✓ ৩,৫৬৬ জনকে ১০,৬৯৮ কেজি উন্নত জাতের কার্প জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল অন্যান্য কার্প জাতীয়) মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ সুফলভোগীদের ৯৫,১১০টি ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে এবং ৮১৪টি ফলবাগান স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১০ টি নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে এবং ৪,৩৪০টি ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ ১,৮৪৪ জন সুফলভোগীর মাঝে ২,২০০ কেজি সরিষা বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ খরচ ভাগাভাগি পদ্ধতিতে গ্রাম সংগঠন সমূহে ৩০ টি ধান কাটার যন্ত্র ও ১৫টি ধান রোপণ যন্ত্র ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ পিপিপি পদ্ধতিতে ৯টি সৌরপ্যানেল চালিত অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।
- ✓ ১২টি আয়বর্ধনমূলক ট্রেডে ৩২৯টি ব্যাচে মোট ৯,৬৪৮ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের প্রভাব মূল্যায়নে ৬টি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত (তে-ডিপিপি)Exit Plan অনুযায়ী লালমাই ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বার্ড লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের ন্যায় ৩০ জুন ২০২১ পরবর্তী সময়ে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এ প্রেক্ষিতে গত ৩০ জুন ২০২১ তারিখে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কৃষি উপকরণ ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা সমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বার্ড ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

২. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়)

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কুমিল্লা দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির নবতর প্রয়াস হিসেবে টোটাল ভিলেজ ডেভেলপম্যান্ট প্রোগ্রাম (টিভিডিপি) নামে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প ১৯৭৫ সালে বার্ডে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৩ সাল থেকে টিভিডিপি'র নাম পরিবর্তন করে প্রকল্পের নামকরণ করা হয় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি বা সিভিডিপি। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সিভিডিপি - ৩য় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। বার্ড অন্যতম বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের ৩৫টি উপজেলায় সিভিডিপি -৩য় পর্যায় কার্যক্রম শুরু করেছে।

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	:	৩০,১০৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	বার্ড অংশ ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পরিধি

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। সিভিডিপি'র মূলমন্ত্র হলো সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, কাঙ্ক্ষিত শেয়ার সঞ্চয় গঠন, সদস্যদের প্রশিক্ষিতকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিনিয়োগ পরিকল্পনা, ও সংযোগ প্রদান।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- ✓ ১৯৭৫টি সমিতি গঠন করা হয়েছে যাতে মোট ১,২৫,৫৬০টি পরিবার অন্তর্ভূক্তি করা হয়েছে এবং সদস্য অন্তর্ভূক্তির সংখ্যা ১৮৮১৯৮ জন।
- ✓ মোট মূলধন/পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়):
  ক) সমাবয়ীদের সঞ্চয় জমা ২৭৩২.৩৭ লক্ষ টাকা।
  খ) সমবায়ীদের শেয়ার জমা ১০৮৬.৬৭ লক্ষ টাকা।
- ✓ সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ ৫০৫৫.৪৩ লক্ষ টাকা।
- ✓ প্রশিক্ষণ ও ঋণের মাধ্যমে ৫৩১৮৯ জনের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে।
- ✓ ১৮৬০ জন উন্নয়নকর্মি/গ্রামকর্মি/সমিতির সদস্যগণের অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ✓ ৩৭৮০ জনকে ৩ দিন ব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং করোনাকালীন ৬১,৮৮৫ জনকে ই-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত নতুন ১৯টি উপজেলায় গ্রাম জরিপের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ১১৪০টি গ্রামের গ্রাম তথ্য বই প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৩. বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৪,২৬৪.২০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

বার্ডের ভৌত সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- ✓ **হোস্টেল নির্মাণ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা**, ক্রমপুঞ্জিত **ব্যয় ১০১৫.৩৩ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৬২%, বাস্তব অগ্রগতি ৮৯%।**
- ✓ **কনফারেন্স হল কাম ক্লাশরুম ভবন নির্মাণ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭১০.০০ লক্ষ টাকা**, ক্রমপুঞ্জিত **ব্যয় ৫৯৪.৮৬ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৮৩.৭৮%, বর্তমান চুক্তির আওতায় বাস্তব অগ্রগতি ৯৬%।**
- ✓ **স্কুল ভবন নির্মাণ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৩৪২.০০ লক্ষ টাকা**, ক্রমপুঞ্জিত **ব্যয় ৩০০.১৯ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৭৭% বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। স্কুল ভবনটি ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে।**

- ✓ **অটোমেশন (সফটওয়্যার উন্নয়ন): ডিপিপিতে বরাদ্দ ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা,** ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় **৪৩২.১৫ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৩০%, বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। নেটওয়ার্ক ও হার্ডওয়ার সামগ্রী ক্রয়ের প্রস্তুতি চলছে।**
- ✓ **এক্সটার্নাল কাজ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ২৯৪.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫৪.৯২ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৫২.৬৯%, বাস্তব অগ্রগতি ৬৫%। বৈদ্যুতিক ক্যাবল এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।**
- ✓ **সুইমিং পুল: ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৭০.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৬৯.৯৯ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ১০০%, বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। সুইমিং পুলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি হস্তান্তর করা হয়েছে।**

৪. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯-জুন ২০২২

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৪,৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর ভৌত সুবিধাদি শক্তিশালী করার মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে করে এটি আরও দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- ✓ বার্ডের ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোচ রোড সংস্কার কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৬৪ শতাংশ।
- ✓ ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের ২৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।
- ✓ হোস্টেলসমূহ আধুনিকায়ন কাজের ১০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।
- ✓ বাউন্ডারী ও ওয়ালের অংশ বিশেষ পুনঃনির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৪১.৭৫ শতাংশ।
- ✓ কন্সালটেন্সি ফার্ম নিয়োগের কাজ চলমান রয়েছে।

খ) রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পসমূহ

১. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা

সম্প্রতি বার্ড কমিউনিটি ভিত্তিক এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে বৃহাদাকার জমিতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজের মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে "কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি সফল প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে যন্ত্রনির্ভর যৌথ কৃষি ব্যবস্থাপনায় কৃষি শ্রমিকের উপর নির্ভরতা কমেছে এবং একর প্রতি ধানের উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। কৃষকদের নেতৃত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯-জুন ২০২১

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৩৮.৩৫ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলা

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি যান্ত্রিকীকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমবায় ভিত্তিক আধুনিক চাষাবাদের মডেল উদ্ভাবন।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- ✓ **কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠন**

  প্রকল্প এলাকার ৫০ একর ফসলী জমির মালিক এবং বর্গাচাষীদের সমন্বয়ে একটি কমিউনিটি **এন্টারপ্রাইজ গঠন করা হয়েছে। যেখানে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যকরী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।**

- ✓ **চুক্তি সম্পাদন**

  প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বার্ড এর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

- ✓ **ডিজিটাল ভূমি জরিপ ও আইল তুলে চাষাবাদ**

  যন্ত্রনির্ভর আধুনিক চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ পদ্ধতিতে খন্ড খন্ড জমিকে একত্র করে বৃহৎ আকারের জমিতে একই জাতের শস্য **উৎপাদনের ল**ক্ষ্যে ভূমি অফিস থেকে প্রদত্ত জমির নকশা অনুযায়ী ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে (জিপিএস ব্যবহার করে) **ডিজিটাল ভূমি জরিপ করে জমির সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। জমিগুলোকে চাষাবাদের সুবিধার্থে বর্তমানে** ৬৮ জন জমির মালিকের মোট ১৪১টি খন্ড খন্ড প্লট ডিজিটাল ভূমি জরিপের মাধ্যমে আইল উঠিয়ে দিয়ে বৃহদাকার ০৮টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে।

- ✓ **আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত জাতের ধান বীজ বিতরণ**

  প্রকল্প বাস্তবায়নে চুক্তিনামার প্রেক্ষিতে উপকরণ প্রদানের অংশ হিসেবে ০২টি ইয়ানমার রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এবং ০১ টি ইয়ানমার কম্বাইন্ড হারভেস্টার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও উন্নত জাতের ধান বীজ (ব্রি ধান-৪৮, বিআর-২২ ও ব্রি ধান-৪৬ এবং ব্রি ধান-৭৪) প্রদান করা হয়েছে।



কম্বাইন হারভেস্টারের সাহায্যে বৃহদাকার জমির ফসল কর্তন করা হচ্ছে

প্রকল্প কার্যক্রমের ফলাফল বিশ্লেষণ

ধান ফসল আবাদে প্রকল্পভূক্ত এলাকার গত বোরো মৌসুমের উৎপাদিত এক একর জমিতে ধান উৎপাদনে প্রচলিত পদ্ধতি ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আয় ও ব্যয়ের তুলনামুলক বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল:
কমিউনিটি ভিত্তিক যন্ত্রনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে এক একর জমিতে প্রতি মণ ধান উৎপাদনে খরচ ৫৪২ টাকা যা প্রচলিত শ্রমিক নির্ভর চাষাবাদের ৮৭৪ টাকা তুলনায় মণ প্রতি ৩৩২ টাকা কম। কমিউনিটি ভিত্তিক যন্ত্রনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদন হয়েছে ৫.৫৩ টন, যা প্রচলিত শ্রমিক নির্ভর পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ধান উপাদনের ৪.৯৮ টনের চেয়ে ১১ শতাংশ বেশি। যন্ত্রনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে একর প্রতি নীট লাভ হয়েছে ৩০,৪৯৫ টাকা, যা প্রচলিত শ্রমিক নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির নীট লাভের ১০,৪৮৫ টাকা চেয়ে ২০,০১০ টাকা বেশি। যন্ত্রনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে BCR ১.৯১ এবং প্রচলিত শ্রমিক নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে BCR ১.২২।

২. কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

স্থানীয় কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করে বর্ষাকালে পতিত জলাশয়ে মৎস্যচাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ উপজেলার প্লাবনভূমি অঞ্চলে ২০১৯ সাল থেকে 'কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২১
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	:	৩৮.৩৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ জেলার প্লাবনভূমি

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্লাবনভূমিতে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা;
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং
- এন্টারপ্রাইজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের মাধ্যমে এলাকার তরুণ ও দরিদ্র জেলেদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- গত মৌসুমে (২০২০-২০২১) লাকসাম উপজেলার আতাকড়া মিজিয়াপাড়া একতা মৎস্য কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের ১১০ একর প্লাবনভূমি থেকে ৩৫ টন মাছ আহরণ করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য ৪০,৯৮,০০০/- টাকা। ইছাপুরা মৎস্য কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের **১৭০ একর** প্লাবনভূমি থেকে ৩৯ টন মাছ আহরণ করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য ৫৬,২৪,০০০/- টাকা।
- ২টি এন্টারপ্রাইজের বোর্ড অব ডিরেক্টরস সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভায় পরবর্তী মৌসুমে মাছ চাষ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। জমির মালিকদের পত্তনির টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে।

- মৎস্য চাষের ফলে জমিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব সার থাকায় ধানের উৎপাদন খরচ কমে গিয়েছে এবং ফসল উৎপাদন ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার পর জমি পরিষ্কারের জন্য কৃষকদের কোনো খরচ করতে হচ্ছে না। এর ফলে পরিত্যক্ত জলাভূমি সম্পদে পরিণত হচ্ছে, সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পুষ্টির অভাব পূরণ হচ্ছে।
- ২টি এন্টারপ্রাইজে আহরণ পরবর্তী ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষের ফলে ফসলের জমিতে কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ায় জলজ পরিবেশের উন্নয়ন ঘটছে এবং নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	:	২৫.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার দক্ষিণ খোশবাস ইউনিয়ন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি করে পল্লির জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

(ক) সংগঠন সৃজন ও মূলধন সৃষ্টি

বরুড়া উপজেলার ৪নং দক্ষিণ খোশবাস ইউনিয়নে মোট ১৪টি সংগঠন গঠন করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৪টি সংগঠনে মোট সদস্য সংখ্যা ৯১০ জন যার মধ্যে ৫৪০ জন নারী ও ৩১১ জন পুরুষ। আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য সংগঠনের সদস্যগণ নিজস্ব পুঁজি থেকে প্রায় ৬৯ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করছে। প্রতি বছর লাভের অংশ বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ার ও সঞ্চয়ের ভিত্তিতে সংগঠনের সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

(খ) প্রকল্পেরভিত্তি জরিপ পরিচালনা ও তথ্যবই প্রণয়ন

ভিত্তি জরিপের মাধ্যমে একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রতিটি গ্রামের জন্য গ্রাম তথ্য বই প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রকল্পের সুফলভোগীদের বিভিন্ন ধরণের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের উদ্যোগে এ পর্যন্ত গাভি পালন, হাঁস-মুরগী পালন, সেলাই ও দর্জি বিদ্যা, প্লাম্বিং, স্যানিটারী ও ইলেকট্রিক্যাল কাজের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বেসিক কম্পিউটার এপ্লিকেশন ও আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণ আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাদের সেলাই মেশিন, প্লাম্বিং, স্যানিটারী ও ইলেকট্রিক্যাল কাজের টুলবক্স প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সামাজিক উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ হিসেবে প্রকল্প এলাকার এস.এস.সি. পাশ তরুণীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) "আমার গ্রাম আমার শহর" কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

গ্রামের সাধারণ জনগণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে "আমার গ্রাম আমার শহর" কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক এবং সামগ্রিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প থেকে কারিগরি সহায়তা এবং উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৪. মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ)

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ১৯৯৩-জুন ২০২১
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ১০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার ৫টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

গ্রামীণ নারীদের বিশেষতঃ সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্রপীড়িত পরিবারের নারীর অন্তর্ভুক্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল-স্রোতধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নপূর্বক দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে আয়, উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠায় আইনগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক ও মানবিক অধিকারসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনের সার্বিক মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- ✓ ৫টি উপজেলায় ২৪টি গ্রামে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- ✓ মোট সদস্যভুক্তি ১,১১২ জন এবং মোট পরিবারভুক্তি ৯৩২টি।
- ✓ ৮২৫টি পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের মাধ্যমে ২১৪৬৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য ১,২১১ জনকে ৮৩টি বিষয়কভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ✓ এ পর্যন্ত মোট **সঞ্চয় ৭৭,৫৩,৯৭৭/- টাকা এবং শেয়ার ৩৫,৩৭,৮৫০/- টাকাসহ সর্বমোট** ১,১২,৯১,৮২৭/- টাকা **পুঁজি গঠন করা হয়েছে।**
- ✓ **সর্বমোট ২৯১৬ জনকে ২,৩১,৬০,৬০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।**
- ✓ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গঠন , প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত দাই সার্ভিস প্রদান, গর্ভবতী মা ও নবজাতকের যত্ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সহায়ক স্বাস্থ্য সামগ্রী (হ্যান্ড গ্লাভস, হ্যান্ডস্যানিটাইজার, মাস্ক, সাবান, স্বাস্থ্যকীট ইত্যাদি) বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ গ্রামীণ নারীদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় (কারিগরি ও ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসিং সামগ্রী ইত্যাদি), কৃষিজ ও খাদ্য-পুষ্টি উপকরণ, ভেষজ সামগ্রী ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিতরণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ✓ প্রতিবেদনকালীন সময়ে ২৪টি গ্রাম সংগঠন প্রতিনিধি ও অতিথিবৃন্দসহ ২৪০ জন নিয়ে বার্ডে এপিসি সম্মেলন, পণ্য মেলা ও ষ্টল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পভুক্ত মহিলা সংগঠনের সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা, করোনা পরিস্থিতিতে করণীয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিষয়ক ৪৭৫ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে ০৯ টি বিশেষ গ্রাম সভা করা হয়েছে।



মশিআপুউ প্রকল্পভূক্ত গ্রামকর্মীদের জন্য আয়োজিত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে কৃতিত্ব অর্জনকারীদের পুরস্কার বিতরণ করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাজাহান।

- ✓ **এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ২,৩৯,৯৩,৯০৯/- টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৯৯.৯০%**
- ✓ **২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট ১০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয়: ৯,৫২,৬০০/- টাকা (৯৫.৬%)**

৫. পল্লি এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১০-জুন ২০২১
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	:	১০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ বিজয়পুর ইউনিয়ন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সেবা সহজীকরণ।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- ✓ কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুর ইউনিয়নের সকল খানা/বাড়ির সকল সদস্যের জীবন বৃত্তান্ত (প্রোফাইল) লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত তথ্য সংগ্রহ কাজে সহায়তার জন্য কুমিল্লা জেলা প্রশাসক, উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, সদর দক্ষিণ উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজয়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব এবং বিজয়পুর ইউনিয়নের ২৬টি গ্রামের মাতব্বর-সর্দার-গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

- ✓ এছাড়া খানা প্রোফাইল সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইউনিয়নের সকল নাগরিককে ইউনিয়ন আইডি দেয়া সম্ভব।
- ✓ খানা প্রোফাইল সফটওয়্যার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল যেমন উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, সদর দক্ষিন উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজয়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন এবং তাদের সামগ্রিক সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে।
- ✓ তবে এই সফটওয়্যারকে সফল করতে হলে জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্ম নিবন্ধন এর সাথে লিংক তৈরী করতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

৬. কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	:	১০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ বিজয়পুর ইউনিয়ন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কওমি মাদ্রাসা থেকে পাশ করা/ঝড়ে পড়া কিংবা অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

- ✓ প্রকল্প এলাকার কওমী মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং কুমিল্লা জেলাস্থ কওমী মাদ্রাসাসমূহের সাংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘদিন ধরে বার্ডের কর্মকর্তারা এ প্রকল্পটির বিষয়ে আলোচনা করে তাঁদেরকে এ প্রকল্পে অংশগ্রহণের বিষয়ে সম্মত করতে সমর্থ হয়েছেন।
- ✓ জুন ২০২১ সময়ে প্রকল্প এলাকার মোট ৫টি মাদ্রাসা হতে শিক্ষকসহ মোট ৩০ জন নির্বাচিত মাদ্রাসা ছাত্র এবং শিক্ষককে ২ সপ্তাহ মেয়াদি বেসিক কম্পিউটার এপ্লিকেশন্স ও আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।




কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বেসিক কম্পিউটার এপ্লিকেশন্স ও আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সেশনের কিছু মুহূর্ত

- ✓ প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের কম্পিউটার এবং আইসিটি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান এবং কম্পিউটার এর বহুল ব্যবহৃত কিছু এপ্লিকেশন হাতে কলমে শেখানো হয়। এছাড়া, প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্টারনেট, ইমেইল, ইন্টারনেটে তথ্য খোঁজা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহার, নিরাপদ ইন্টারনেট এবং সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়।
- ✓ প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে গণমাধ্যম, সিভিল সোসাইটি এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে এ প্রকল্পটির বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।


The Daily Star

Govt hosts first-ever dedicated IT training course for Qawmi Madrasa students


বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

কুমিল্লায় কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেবে বাসস

জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যমে প্রায়োগিক গবেষণার প্রকাশিত সংবাদের ক্লিপ

- ✓ দেশের খ্যাতনামা অনেক মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে এ প্রকল্পে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
- ✓ এ প্রকল্পের আওতায় ভবিষ্যতে কম্পিউটারের পাশাপাশি কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের কিছু বিষয়ভিত্তিক (Trade-based) প্রশিক্ষণ আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- ✓ পরীক্ষামূলক এ প্রকল্পটি (প্রায়োগিক গবেষণা) সফল হলে সরকারের কাছে এ বিষয়ে একটি মডেল প্রকল্পের আকারে সারা দেশে বাস্তবায়নের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

৭. অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২১

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ১৪.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা : মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলা এবং কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে চরাঞ্চলের মানুষদের জীবিকার মানোন্নয়নে অভিযোজন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ এবং বিভিন্ন অকৃষি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করাই হলো এই প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

- ✓ প্রকল্প এলাকার দু'টি চরে দু'টি গ্রাম সংগঠন সৃজন (মোট ২০০ জন সদস্য) করা হয়েছে।
- ✓ ১০ জন সুফলভোগীর মাঝে ২০ কেজি ভুট্টার বীজ বিতরণ করা হয়েছে এবং তারা ১৭৭.৫ মন ভুট্টা উৎপাদন করেছেন।
- ✓ মোট ৯০০টি বজ্রনিরোধক, বায়ু নিরোধক, কাঠ উৎপাদক, ঔষধী ও ফল গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।
- ✓ বিভিন্ন রকমের মৌসুমী শাক-সবজির হাইব্রীড বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ গোমতী নদীর বিভিন্ন শাখা নদীতে ৪টি মাছের খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ চলমান রয়েছে।



গোমতী নদীতে দলগতভাবে মাছ চাষের জন্য খাঁচা স্থাপন

- ✓ ১৯০জন সুফলভোগীর মাঝে ২০০০টি হাঁসের বাচ্চা এবং ২০ জন তরুণ সুফলভোগীর মাঝে ৮০টি কবুতরে বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ ৩ জন নারী-পুরুষ সুফলভোগীর মাঝে ৫০টি করে মোট ১৫০টি মাশরুমের বাণিজ্যিক স্পন (বীজ) বিতরণ করা হয়েছে।
- ✓ ১০ জন বিপন্ন বিধবা নারীর মাঝে ১০টি সেলাই মেশিন বিতরণ হয়েছে।
- ✓ মহামারী করোনা ভাইরাসে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৬টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে (মোট ২৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী)।

৮. বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো-কম্পোস্ট উৎপাদন ও গবেষণা প্রদর্শনী প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০২০-জুন ২০২১
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৪.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ট্রাইকোডার্মা ভিত্তিক কম্পোস্ট সার উৎপাদন, গবেষণা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

প্রায়োগিক গবেষণাটি গত ২১ জুলাই ২০২০ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গবেষণার মূল কম্পোনেন্ট কম্পোস্ট সার উৎপাদনের জন্য শেডের ড্রইং ও ডিজাইন তৈরী করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদন সাপেক্ষে একটি শেড নির্মাণ করা হয়েছে।

৯. ইনকিউবেটরের মাধ্যমে গ্রামীণ পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০২০-জুন ২০২১
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৩.৭০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

গ্রামীণ পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন এবং গ্রামীণ মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। গ্রামীণ মহিলাদের ইনকিউবেটর পরিচালনা ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ইনকিউবেটর সরবরাহ।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

- ✓ নাঙ্গালকোট উপজেলার বাঙ্গাড্ডা ইউনিয়নের ১৫ জন সুফলভোগীদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স বার্ডে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে ১৫ জন সুফলভোগীর মাঝে ১৫টি কল্যাণ ইনকিউবেটর বিতরণ করা হয়। এছাড়া আদর্শ সদর উপজেলার কালিরবাজার ইউনিয়নের ১৫ জন সুফলভোগী নিয়ে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পন্ন করা হয় এবং একইভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে ১৫ জন সুফলভোগীর মাঝে ১৫টি কল্যাণ ইনকিউবেটর বিতরণ করা হয়।
- ✓

১০. বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ, পোল্ট্রি ও ছাগল খামার প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-জুন ২০২১
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৩৮.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

আধুনিক পদ্ধতিতে দুগ্ধ, পোল্ট্রি ও ছাগল পালনের বিষয়সমূহ প্রদর্শন ও সম্প্রসারণ।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- ✓ খামারে বর্তমানে দুগ্ধজাত গাভি পালন, হাঁস পালন ও ছাগল পালন ইউনিট রয়েছে।
- ✓ উক্ত খামারে ২০টি গাভি, ২৬টি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল এবং ৫০০টি জিন্ডিং জাতের হাঁস রয়েছে।
- ✓ গাভি খামারের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১০টি বাছুর ক্রয় করা হয়েছে।
- ✓ খামারের গরু, বাছুরের বিচরণের জন্য একটি অনুৎপাদনশীল বাগানকে চারণভূমিতে রূপান্তর করা হয়েছে। চারণভূমিতে ঘাস চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- ✓ প্রতিবেদনকালীন ৩০০ জন সুফলভোগীকে খামারে নিয়ে হাতে কলমে গাভি পালন, ছাগল পালন ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ✓ অ্যালে-ক্রপিং পদ্ধতিতে উন্নত জাতের পাকচং ও নেপিয়ার ঘাস উৎপাদন ও প্রদর্শন করা হয়েছে।
- ✓ স্প্রিঙ্কলার সেচের মাধ্যমে স্বল্প খরচে ঘাস উৎপাদন প্রদর্শনী প্লট তৈরি করা হয়েছে।
- ✓ গ্রামের মানুষকে পাহাড়ি অঞ্চলে হাঁস পালন উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে খামারে ছোট আকারের পানির চৌবাচ্চা তৈরি করে হাঁস পালন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।



পাহাড়ি এলাকায় চৌবাচ্চায় উন্নত জাতের হাঁস পালনের সফল অভিযোজিত ট্রায়াল

১১. মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ

প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২১

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৫.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ উৎপাদন এবং মাদার কালচার থেকে বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা। এছাড়া মাশরুম উৎপাদনচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিপণন ও চাষী পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে মাশরুম উৎপাদন ও , প্রদান করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

- ✓ জুলাই ২০২০-জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১০০ কেজি মাশরুম উৎপাদিত হয়েছে।
- ✓ জুলাই ২০২০-জুন ২০২১ পর্যন্ত মাদার স্পন থেকে মোট ১৫,০০০টি বাণিজ্যিক স্পন উৎপাদন করা হয়েছে।
- ✓ লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের ৩০০ জন উপকারভোগীকে মাশরুম চাষ বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও মাশরুম চাষের জন্য মোট ৮,৯০০টি বাণিজ্যিক স্পন প্রদান করা হয়েছে।

১২. বার্ড প্লান্ট মিউজিয়াম

প্রকল্পের মেয়াদ : মে ২০১৯-জুন ২০২১

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৬.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

উন্নত মানের ফলের জাত সংরক্ষণ করা ও মাতৃবাগান সৃজনের মাধ্যমে উন্নত জাতের গুণগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এছাড়া উৎপাদিত চারা সুলভ মূল্যে কৃষকদেরকে সরবরাহ করা এবং ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

- ✓ প্রায়োগিক গবেষণাটি মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে শুরু হয়। গবেষণাটির জন্য বার্ড ক্যাম্পাসে ১৫০ শতক পতিত জমি ব্যবহার হচ্ছে। নির্ধারিত জমিটি ছিল অত্যন্ত অনুর্বর ও বিভিন্ন বনজ এবং বাঁশঝাড়ে পরিপূর্ণ। পরবর্তীতে ১৫০ শতক জমিকে ১২টি প্লটে বিভক্ত করে একটি ডিজাইন তৈরী করা হয় এবং প্লটগুলোর ৪টি-তে শান্তল, এভোকাডো, রাম্বুটান, লটকন, ডালিম (গনেশ), বাউ আম চোষা, বাউ আম-১০, বাউ কুল (কাশ্মিরী), বাউ পেয়ারা-৫,৭, পাথরকুঁচি, তুলসি ইত্যাদি গাছ রোপন করা হয়।
- ✓ অবশিষ্ট প্লটগুলোতে অনুমোদিত বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হবে।
- ✓ সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সাব-মার্সিবল পাম্প ও স্প্রিঙ্কলার স্থাপন করা হয়েছে।

১৩. বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার

প্রকল্পের মেয়াদ : নভেম্বর ২০১৮-জুন ২০২১
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ১৭.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বার্ড ক্যাম্পাসে মৎস্য নার্সারী সম্বলিত একটি আধুনিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার গড়ে তোলা এবং গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন করা। এছাড়া মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করাও এ প্রায়োগিক গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামারে উন্নত জাতের কার্প জাতীয় মাছের প্রায় ৭০০ কেজি পোনা উৎপাদন করা হয়েছে।
- মৎস্য খামারে নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য উন্নত প্রযুক্তির এরেটর সংযোজন করা হয়েছে।
- গত অর্থ বছরে মৎস্য খামারে গৃহাভ্যন্তরে মাছ চাষের জনপ্রিয় প্রযুক্তি বায়োফ্লক (Biofloc) পদ্ধতির প্রদর্শনী ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।
- বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামারে এ পর্যন্ত ৫৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে হাতে কলমে বিজ্ঞানসম্মত মৎস্যচাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রদর্শনী মৎস্য খামারে মাছ ও সবজির সমন্বিত চাষাবাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি একোয়াপনিক্স ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

১৪. বছর ব্যাপী নিরাপদ সবজি উৎপাদন

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯-জুন ২০২১

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ২.৫০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

আধুনিক পদ্ধতিতে বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন করা এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের (কেঁচো সার) মাধ্যমে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করা। এছাড়া সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করাও এই প্রায়োগিক গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

- ✓ গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন ও বিপণন করা হয়েছে।
- ✓ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে আমার বাড়ি আমার খামার ও লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সবজি উৎপাদন বিষয়ক কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ✓ লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের অর্থায়নে কৃষি গবেষণা ও প্রদর্শনী কমপ্লেক্সের একটি হাইড্রোপনিক শেড নির্মিত হয়েছে যেটিতে সবজি উৎপাদনের জন্য উপযোগীকরণের প্রস্তুতি চলমান রয়েছে।

প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফল সম্প্রসারণের জন্য 'Action Research Highlights-2021' আয়োজন

গত ১২ জুন ২০২১ তারিখে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা কর্তৃক পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণাসমূহের ফলাফল সম্প্রসারণ ও উত্তম চর্চাসমূহ অধিকতর বিস্তৃতির লক্ষ্যে **'একশন রিসার্চ হাইলাইটস-২০২১'** সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বার্ড কর্তৃক পরিচালিত ৯টি গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সেমিনারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উক্ত সেমিনারে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, পল্লিউন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, কুমিল্লাস্থ জাতিগঠনমূলক দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বার্ডের প্রাক্তন ও বর্তমান অনুষদবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



বার্ডের 'একশন রিসার্চ হাইলাইটস-২০২১' সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

বার্ড কর্তৃক মুজিববর্ষ উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক উদযাপনের লক্ষ্যে বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক বছরব্যাপী কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতার কর্মময় জীবন ও অবদানকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে যথাযথভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে জাতির পিতার স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দিন ও মাস ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

ক) বাস্তবায়িত কর্মসূচি:

- শত প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু'র জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম' বিষয়ের উপর রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বার্ড গ্রন্থাগারের বঙ্গবন্ধু কর্ণার সুসজ্জিতকরণ: বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক শতাধিক বই ও সুভ্যেনির সংযোজন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্ণারে জাতির পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী টাইম লাইন আকারে বাংলায় লিপিবদ্ধ করে প্রদর্শন করা হয়। বার্ডের বিভিন্ন স্থানে মুজিববর্ষ স্মারক সম্বলিত স্টিকার, ব্যানার, ফেস্টুন, ডিসপ্লে বোর্ড, পপস্ট্যান্ড স্থাপন করা হয় এবং বার্ড ক্যাম্পাসকে জমকালো আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়।






মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বার্ডে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খন্ড চিত্র

- "বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবন", "ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপনে জাতির পিতার ভূমিকা", "দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা: বর্তমান চিত্র ও সাফল্য গাঁথা" এবং "নারী উন্নয়নে জাতির পিতার অবদান" শীর্ষক মোট ৪টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।



বঙ্গবন্ধুর স্মারক সেমিনারের মূল বক্তা হিসেবে আলোচনা করছেন ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বঙ্গবন্ধু চেয়ার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এবং প্রাক্তন অধ্যাপক (ইতিহাস বিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

- "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু : পল্লী ভাবনা" শিরোনামে ০১টি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

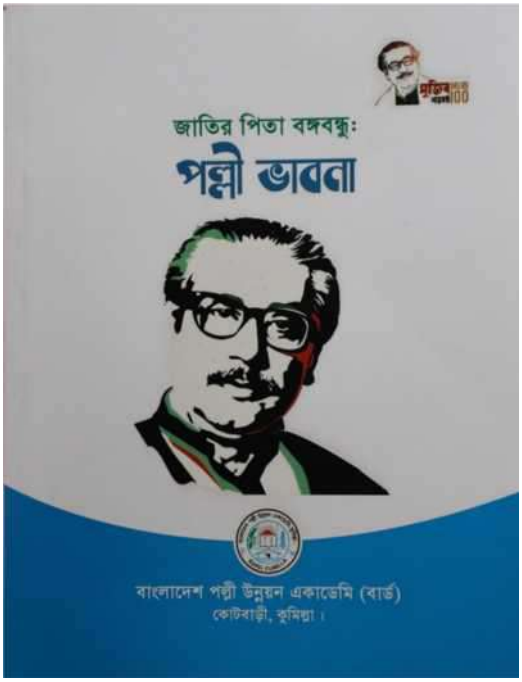

মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বার্ড কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা

মুজিববর্ষকে কেন্দ্র করে বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের (আবাআখা প্রকল্পের বার্ড অংশ) মাধ্যমে সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- ✓ মোট ১৯৭৪ জন সুফলভোগীর মাঝে ৮% সার্ভিস চার্জে ১৫,০০০/- থেকে ৪০,০০০/- টাকা করে মোট ৪,২২,০০,০০০/- (চার কোটি বাইশ লক্ষ) টাকা বিতরণ করা হয়েছে;
- ✓ মোট ১৯৫০ জন সুফলভোগীর মাঝে ২৫,০০০/- টাকা করে সর্বমোট মোট ৪,৮৭,৫০,০০০/- (চার কোটি সাতাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে;
- ✓ মুজিববর্ষ স্মারক সম্বলিত ব্যাগে ৪,৬০০ জন সুফলভোগীর মাঝে ২৩ টন ধানের বীজ বিতরণ করা হয়েছে;
- ✓ ১৯৭৭ জন সুফলভোগীকে ৩৯,৫৪০টি উন্নত হাঁস-মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে;
- ✓ ২৩৬০ জন সুফলভোগিকে কেঁচো সার উৎপাদন ইউনিট প্রদান করা হয়েছে;
- ✓ ২০০০ জন সুফলভোগীর মাঝে সবজির বীজ/চারা বিতরণ করা হয়েছে;
- ✓ ৫৭০ জন সুফলভোগীর মাঝে ২,২৫,৬০০টি উন্নত জাতের কার্পজাতীয় মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে;
- ✓ ১৯২ টি ফলের বাগান সৃজন করা হয়েছে, যেখানে ২০,০০০টি উন্নত জাতের ফলের চারা রোপন করা হয়েছে;
- ✓ পিপিপি মডেলে ২২টি ধান কাটার যন্ত্র ও ৭টি ধান রোপন যন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে; এবং
- ✓ পিপিপি মডেলে প্রকল্প এলাকায় মোট ৯টি সৌর প্যানেল ভিত্তিক অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।



পিপিপি মডেলের মাধ্যমে লালমাই-ময়নামতি প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত সৌর প্যানেল চালিত নলকূপের উদ্বোধন করেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

খ) মুজিববর্ষের বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে গৃহীত কর্মসূচি:

- **বঙ্গবন্ধু স্কুল অব র‍্যুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠা:** বার্ডে বঙ্গবন্ধু স্কুল অব র‍্যুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য ইতোমধ্যে একটি ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর উপর শীঘ্রই একটি সেমিনার আয়োজন করা হবে।
- **"পল্লিউন্নয়নের অভিযাত্রায় বার্ড:** বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা ও বার্ডে মুজিব জন্মশতবর্ষ উদযাপন" শীর্ষক ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করা হবে।
- Development Philosophy of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Reflection in Rural Development Policies, Strategies and Initiatives শীর্ষক গবেষণা ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।
- "পল্লিউন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা" বিষয়ক ১টি গ্রন্থ প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৪ জন অসহায় ও দুঃস্থ নারীকে বার্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারির অর্থায়নে নির্মিত ৪টি গৃহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রদান করা হবে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পণ, বেলুন ও কবুতর উড়ানো, শত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বিশেষ মুনাজাত ও প্রার্থনার ব্যবস্থা, মুজিববর্ষের থিম সং পরিবেশন, আলোচনা সভা এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন” শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহজাহান, মহাপরিচালক, বার্ড এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে “স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও একুশ শতকের বাংলাদেশ” শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে আলোচক ছিলেন ড. মোঃ কামরুল হাসান, পরিচালক, বার্ড।







স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বার্ডে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খন্ড চিত্র

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির জন্য
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র ২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যক্রম

(১.০) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লি উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থ অনুভব করেছিলেন যে, বাংলাদেশের উন্নয়ন করতে হলে পল্লি এলাকার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আরডিএ'র মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করার মাধ্যমে পল্লি এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। প্রতিষ্ঠালাভের পর থেতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার আবশ্যিক দায়িত্ব হিসেবে আধুনিক জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। পল্লি উন্নয়নের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

(১.১)রূপকল্প:

- পল্লি উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

(২.১)অভিলক্ষ্য:

- দারিদ্র্য দূরীকরণে পল্লি উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তারের মাধ্যমে টেকসই পল্লি উন্নয়ন নিশ্চিত করণ।

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (৩.১)

- প্রশিক্ষণ প্রদান ও পরামর্শ সেবার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।
- গবেষণা মাধ্যমে পল্লি উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন
- প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লি উন্নয়ন মডেলগুলোর বিস্তার ঘটানো এবং
- পরামর্শ সেবার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।

(৪.১)কার্যাবলি:

- গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র দূরীকরণে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মডেল উদ্ভাবন ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথ গবেষণা পরিচালনা করা;
- পল্লি উন্নয়নে সময়োপযোগী কৌশল উদ্ভাবন করা;
- কমিউনিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে পল্লি উন্নয়ন মডেল গড়ে তোলা ও ইতিবাচক পরিবর্তনে তা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা; এবং
- একাডেমীর মডেলসমূহ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ সেবা প্রদান।

(২.০) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১৯ জুন, ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাডেমী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আরডিএ'র প্রশিক্ষণসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিভূক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

১.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৫.	'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট' (পিজিডিআরডি)
২.	ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৬.	ইন্টার্নশিপ
৩.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এফটিসি)	৭.	আরডিএ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
৪.	আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ	৮.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ।

যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও আত্মকর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে "সেল্প হেল্প গ্রুপ" মডেলে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। "সেল্প হেল্প গ্রুপ" মডেলের আওতায় ড্রাইভিং, ইলেকট্রিক্যাল, মোবাইল মেকানিক্স, এসি ও ফ্রিজ মেরামত, হ্যান্ডি ক্রাফটস ও সেলাই এবং আউটসোর্সিং এই ছয়টি কোর্সের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১২০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি সেক্টরের বিভিন্ন ট্রেডের ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আরডিএ প্রতি বছর নিজস্ব অর্থায়নে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। ট্রেডগুলি হচ্ছে নার্সারি ব্যবস্থাপনা, গবাদিপ্রাণী ও খামার ব্যবস্থাপনা, বীজ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, জৈবসার উৎপাদন, টেকনিশিয়ান সৃষ্টি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও সেচ ব্যবস্থাপনা, সমবায় ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষিজ কর্মকান্ড। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পল্লি উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত তাদের চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে। অপর দিকে আরডিএ উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইন্টার্নশীপের আয়োজন করে আসছে। আরডিএর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ "পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট (পিজিডিআরডি)" যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের সাথে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে পিজিডিআরডি এর ৫ম ব্যাচের ১৭ জনের গ্রাজুয়েশন সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।



চিত্র: সেল্প হেল্প গ্রুপ মডেলে আওতায় প্রশিক্ষণ



চিত্র: গবাদিপ্রাণী ও খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের ১৬২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া একাডেমী বহির্বিশ্বের সাথে

আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন ও দেশের ভাবমুর্তি বৃদ্ধিতে পল্লি উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণও আয়োজন করে থাকে। এবছর AARDO এর অনুরোধে Online "Covid-19 and its Impact on Small & Medium onfarm and off farm agro based and cottage enterprises" বিষয়ক ১২ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে; যেখানে ১১টি দেশের ৫৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ একাডেমি সর্বমোট ১৯৩ টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে। সেখানে মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ১২৫৪৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৯৩৪০ জন এবং নারী ৩২০৭ জন। পুরুষ ও নারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত ছিল ৭৪: ২৬। আরডিএ ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর সর্বমোট ৬,২২,৩৪৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

(৩.০) গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লিবাসীর জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লি উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ করা গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরিতেও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। জাতীয় পল্লি উন্নয়ন নীতি, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লি উন্নয়নই নয় পল্লি উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গবেষণার বিষয়সমূহঃ

- **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal):** চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

- **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development):** ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জনমিতি (Demography), লোক প্রশাসন, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য।

- **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development):** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, নার্সারি/হোম গার্ডেনিং, প্রাণী স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি অর্থনীতি, ইত্যাদি।

- **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development):** সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানী, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরা ও লবণ সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও অনুষদ সদস্যবৃন্দ গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে পল্লি ও কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতামূলক গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২২টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর একাডেমি জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৫১০টি গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

(৩.১) ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পন্ন গবেষণাসমূহ

ক্রমিক নং	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক/গবেষকবৃন্দের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১.	Understanding the Rise and Reasons for Divorces in Bangladesh: Case Study of Khatiamari Village in Bogura	Sarawat Rashid, Joint Director, RDA, Bogura. Maupiya Abedin, Assistant Director, RDA, Bogura. Andalib Mahejabin Deputy Director, RDA, Bougra.
২.	Effectiveness of Village Development Organizations (VDOs) of Amar Bari Amar Khamar (ABAK) project	Md. Aminul Islam, Ex-Director General, RDA, Bogura. Dr. M A Matin, Ex-Director General, RDA, Bogura. Dr. Md. Abdur Rashid, Ex-Director, RDA, Bogura Engr. SK. Saeem Ferdous, Deputy Director, RDA, Bogura.
৩.	Linking the Youth to their Livelihoods: A Case of Kurigram District	Dr. Md. Shafiqur Rashid, Joint Director, RDA, Bogura.
৪.	Status and Prospect of Ornamental Fishes in Selected Districts of North-Western Region of Bangladesh	Md. Ashraful Alam, Assistant Director, RDA, Bogura. Yeasmin Ara, Assistant Professor, HSTU, Dinajpur Macksood Alam Khan, Joint Director, RDA, Bogura. Jayanto Kumar Roy, Assistant Director, RDA, Bogura.
৫.	Constraints Faced by the CCDB Beneficiaries for Biochar Promotion	Md. Rezaul Karim, Assistant Professor, HSTU, Dinajpur Md. Nahid Ahamed Nayan, Former MS student, HSTU, Dinajpur Noor Muhammad, Assistant Director, RDA, Bogura. Kawsa Ahmed, Agriculture Extension Officer, Biral, Dinajpur, DAE, Khamarkari, Dhaka. Saiful Huda, Professor, Department of Agricultural Extension, HSTU, Dinajpur
৬.	In Vitro Regeneration of Gladiolus sp.var. Neelima from the Cormel-Sprout Explant	Dr. Md. A. Rashid, Ex-Director, RDA, Bogura Md. Asaduss Zaman, Deputy Director, RDA, Bogura. Suvagata Bagchi, Deputy Director, RDA, Bogura. Tareq Md. Nazmus Saquib, MSc Student, Khulna University.

ক্রমিক নং	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক/গবেষকবৃন্দের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান
৭.	Status of Dairy Cattle Rearing in Char Land Areas As Enterprise at Two Upazilas of Bogura	Dr. Samir Kumar Sarkar, Director, RDA, Bogura Dr. Muhammad Rizaul Islam, Protocol Officer, RDA, Bogura. Dr. Sultana Fizun Nahar, Assistant Director, RDA, Bogura. Md. Muraduzzaman, Former PGDRD Student, RDA, Bogura.
৮.	Design and Fabrication of Electronic Yogurt Incubator, and Comparison of Qualities of Yogurt to Traditional Incubation System	Monirul Islam, Assistant Director, RDA, Bogura. Mohammad Abid Hossain Mridha, Deputy Director, RDA, Bogura. Md. Ferdous Hossain Khan, Director, RDA, Bogura.
৯.	Effects of Seasonal Flood on Primary Education in Char Area (River Island) of Bogura District	Md. Tanbirul Islam, Deputy Director, RDA, Bogura. Andalib Mahejabin, Deputy Director, RDA, Bogura. S.M. Kabir Hossain Assistant Professor, M A Wazed Miah Textile Eng. College, Rangpur. Md. Ashraful Alam, Assistant Director, RDA, Bogura.
১০.	Impacts of Groundwater Fluctuation in the Selected Upazialas of Bogura District, Bangladesh	Mohammad Abid Hossain Mridha, Deputy Director, RDA, Bogura. Dr. Syed Hafizur Rahman, Professor, Department of Environmental Sciences, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka. Dr. Md. Abdur Rashid, Director, RDA, Bogura.
১১.	Farmers' Perception Towards Using ICT Tools in Plant Disease Management	Noor Muhmmad, Assistant Director, RDA, Bogura. Rebeka Sultana, Deputy Director, RDA, Bogura.
১২.	Satisfaction of Union Digital Center Clients of Bogura District Towards Public Service Delivery	Md. Aminul Islam, Ex-Director General, RDA, Bogura. Md. Abdul Majid Pramanik, PhD, Joint Director, RDA, Bogura. Noor Muhmmad, Assistant Director, RDA, Bogura.
১৩.	Effect of Good Agricultural Practice (GAP) on Production and Post Harvest Management of Banana	Md. Abdul Alim, Lecturer, Mawlana Bhashani Sciences & Technology University, Tangail. Sharmal Chandra hawlader Deputy Director, RDA, Bogura. Noor Muhmmad, Assistant Director, RDA,

ক্রমিক নং	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক/গবেষকবৃন্দের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান
		Bogura.
১৪.	Feasibility and Profitability of Garlic Production in Char Land Areas of Jumuna River Basin	Noor Muhmmad, Assistant Director, RDA, Bogura. Md. Abdul Majid Pramanik, PhD, Joint Director, RDA, Bogura.
১৫.	করতোয়া নদীর তীরবর্তী জনজীবন: অতীত ও বর্তমান	মাহবুব সিদ্দিকী, প্রেসিডেন্ট, হেরিটেজ, রাজশাহী ড. শেখ মেহ্দী মোহাম্মদ, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, আরডিএ, বগুড়া
১৬.	আলু দিয়ে অভিনব রান্না	মোঃ আব্দুল আলিম, প্রভাষক, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৭.	Impact of M4C Interventions on the Livelihoods of Char Dwellers	Md. Aminul Islam, Ex-Director General, RDA, Bogura. Dr. Md. Nazrul Islam, Director, RDA, Bogura. Dr. M A Matin, Ex-Director General, RDA, Bogura. Dr. Md. Abdur Rashid, Director, RDA, Bogura. Md. Ferdous Hossain Khan, Joint Director, RDA, Bogura. Noor Muhammad, Assistant Director, RDA, Bogura. Maupiya Abedin, Assistant Director, RDA, Bogura.

(৪.০) প্রায়োগিক গবেষণা

আরডিএ, বগুড়া বিগত প্রায় চার দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। একাডেমি কর্তৃক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এ পর্যন্ত মোট ৪৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে প্রায়োগিক গবেষণাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল প্রায়োগিক গবেষণার মধ্যে বর্তমানে জিওবি'র অর্থায়নে এডিপিভূক্ত ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং নন-এডিপিভূক্ত ১টি প্রকল্প, একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রদর্শনী খামারের ৮টি ইউনিট এবং কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত ৭টি সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা কার্যকক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও সরকার চলতি অর্থবছরে আরডিএ'র আওতাধীন ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পসমূহের তালিকা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

এডিপিভুক্ত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

১.	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প এপ্রিল), ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত।(
২.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), রংপুর স্থাপন ১ম সংশোধিত প্রকল্প অক্টোবর ০১), ২০১৪ হতে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত।(

৩.	জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্প) জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত।(
৪.	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়ন (LIP) শীর্ষক প্রকল্প জুলাই-২০১৭ হতে জুন-২০২১ পর্যন্ত।(
৫.	সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প)জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত।(
৬.	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাসকরণ শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্প)জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত(।
৭.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প)জুন ২০১৪ হতে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত(।
৮.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (M4C) দ্বিতীয় পর্যায় (জানুয়ারী ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)।

(৪.১) পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার জন্মলগ্ন থেকেই পানি ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশে আশির দশকের পূর্বে স্থাপিত প্রতি ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলনক্ষম একটি গভীর নলকূপ থেকে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হতো। আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত এ রূপ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন করার ফলে পূর্বে কথিত সক্ষমতা সম্পন্ন একটি গভীর নলকূপ থেকে ১৬৬ একর বোরো ধানের জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। আরডিএ গবেষণার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০২১ মেয়াদি পানি সাশ্রয়ী প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুকি মোকাবেলায় ধান, দানা জাতীয় শষ্য এবং বিভিন্ন সবজি উৎপাদনে সেচের পানি, উৎপাদন উপকরণ ও জ্বালানী সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব রেইজড বেড, এসআরআই, এডব্লিউডি এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট প্রযুক্তির বহুল প্রচলন, জনপ্রিয়করণ ও মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগের ৪০ জেলার মোট ২০০টি এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৩৯৬৩.০০ লক্ষ
২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৭৬.০০ লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৩৫.৭৫ লক্ষ টাকা
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩৪০০.২৩ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.১৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.৭৯%।

পানি সাশ্রয়ী গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাঠ পর্যায়ে সেচকৃত পানি ৩০-৪০% সাশ্রয় হয়েছে পক্ষান্তরে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে ২০-৪০%। বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের আওতায় ৪০ জেলার অন্তর্গত ২০০ টি কৃষক গ্রুপে এই ধরনের আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিকীকরণ প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন এই প্রথম। মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিভাগ, বিএডিসি, বরেন্দ্র বহুমুখী কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণে সংযুক্ত হওয়ার ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ২০০টি উপ-প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১২০০ জন উপকারভোগীর বিপরীতে ৪০০০ জন উপকারভোগী নির্বাচন এবং ৭টি মাদার ট্রায়ালে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০৫ জন উপকারভোগীর বিপরীতে ২৪০ জন উপকারভোগী নির্বাচন যা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি ২২৮%।
- ২০০টি উপ-প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪০০ একর প্রদর্শনী জমির বিপরীতে ১৩০০ একর প্রদর্শনীর জমি নির্বাচন এবং ৭টি মাদার ট্রায়ালে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৫ একর প্রদর্শনী জমির বিপরীতে ৯৩ একর প্রদর্শনীর জমি নির্বাচন যা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি ২২০%।
- প্রযুক্তিসমূহের ফলাফলের ভিত্তিতে উপ-প্রকল্প এলাকায় ফসলভেদে এডব্লিউডি প্রযুক্তি ব্যবহারে পানি সাশ্রয় হয়েছে ১৫% - ২০% এবং ফলন বৃদ্ধি হয়েছে ১০% - ১৫%। রেইজড বেড প্রযুক্তি ব্যবহারে পানি সাশ্রয় হয়েছে ৩০% - ৪০% এবং ফলন বৃদ্ধি হয়েছে ১৫% - ৩০%। এসআরআই (সমন্বিত AWD) প্রযুক্তি ব্যবহারে পানি সাশ্রয় হয়েছে ২০% - ২৫% এবং ফলন বৃদ্ধি হয়েছে ২৫% - ৩০%। এছাড়াও জমিতে ট্রাইকো কম্পোস্ট ব্যবহারে জমির পানি ধারণ ও উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে এবং ২০% - ২৫% রাসায়নিক সার কম লাগছে। পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তিসমূহ বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে টেকসইকরণ।





চিত্র: পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের বিভন্ন কার্যক্রম।

(৪.২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), রংপুর স্থাপন ১ম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদি একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন করার নিমিত্ত রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় আরডিএ'র আদলে একটি স্বতন্ত্র একাডেমি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

রংপুর বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আরডিএ'র আদলে আরো একটি পুণাঙ্গ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা।

অনুমোদিত মোট প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৩৯১০.৫৭ লক্ষ টাকা।
২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২৭৮০.০০ লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৭৫১.৫৯ লক্ষ টাকা।
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ১১৫৫৪.২৫ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৩.০৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.১৫%।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড :

প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ একর জমি অধিগ্রহণপূর্বক বিভিন্ন অফিস ভবন ও আবার্সিক ভবন নির্মাণ করা। এছাড়া প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে রংপুর একাডেমি ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়া' র আদলে (ক) কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট; (খ) ফসল ইউনিট; (গ) ডেইরি ইউনিট; (ঘ) পোল্ট্রি ইউনিট; (ঙ) মৎস্য ইউনিট (চ) উদ্যান ও নার্সারি ইউনিট; (ছ) টিস্যুকালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট গড়ে তোলা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালীকাচনা ও জগ ,দীশপুর মৌজা ৫০ একর জমি অধিগ্রহণপূর্বক বিভিন্ন অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে।
- কৃষি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার 'বগুড়া ,প্রায়োগিক গবেষণা প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্র হিসেবে আরডিএ/ আদলে৭টি ইউনিটের অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয়ের নিমিত্ত ই-জিপি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সরবরাহ কাজ চলমান।
- বাউন্ডারি ওয়াল, ক্যাম্পাসের সংযোগ রাস্তা নির্মাণসহ কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং ওয়ার্কসপ স্থাপনের কাজ চলমান।
- প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী খামার বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন ইউনিট (ফসল, পোল্ট্রি, মৎস্য ও কৃষি পণ্য প্রসেসিং ইউনিট) প্রদর্শনী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪.৩) জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ ১ম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্প ময়মনসিংহ বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫/১০/২০১৬খ্রি তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন দেন। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে মোট ১২৪৫০.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৭/১২/২০১৬খ্রি তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলাধীন শিহাটা, হরিরামকুল মৌজা
অনুমোদিত মোট প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা
২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৬০০.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	:	৮৬৯৯.১২ লক্ষ টাকা
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৮৭৩.৫০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬৩.৪৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭২.৪৫%।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড :

প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ একর জমি অধিগ্রহণপূর্বক বিভিন্ন অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা। এছাড়া প্রশিক্ষণগবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে , জামালপুর একাডেমি ক্যাম্পাসে আরডিএবগুড়া ,'র আদলে বিভিন্ন ইউনিট গড়ে তোলা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

- জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলাধীন শিহাটা হরিরামকুল মৌজায় ,৫০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- কৃষি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার 'বগুড়া ,প্রায়োগিক গবেষণা প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্র হিসেবে আরডিএ/ আদলে৭টি ইউনিটের অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয়ের নিমিত্ত ই-জিপি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সরবরাহ কাজ চলমান।
- বাউন্ডারি ওয়াল, ক্যাম্পাসের সংযোগ রাস্তা নির্মাণসহ কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং ওয়ার্কসপ ও স্কুল ভবন র্নিাণের কাজ চলমান।



চিত্র: নির্মাণাধীন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুরের ভবন



চিত্র: শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুরের মেইন গেট

পর্যবেক্ষণ (আরডিএ, রংপুর ও জামালপুর):

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত দু'টি অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প 'রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' ও 'জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' মোট ২৯৪.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। যা বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর ফলে দারিদ্র্যপীড়িত এসকল এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনসহ 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' এসডিজি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।
- দু'টি একাডেমি কার্যক্রম চালুর স্বার্থে একাডেমির দু'টির সংগঠনিক কাঠামো, প্রবিধি, আইন প্রণয়ন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান।

(৪.৪) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫ ভাগ চরাঞ্চলে বসবাস করে। প্রতি বছর বন্যা ও নদী ভাঙ্গনসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে বহু লোকের ঘরবাড়ি, গবাদিপশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। নদীবেষ্টিত এই সকল চরাঞ্চল মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জীবন জীবিকার অত্যন্ত ঝুঁকি প্রবণ। পাশাপাশি নদী বিধৌত উর্বর জমি থাকলেও উন্নত প্রযুক্তি, কলাকৌশল, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন উপকরণ সহজলভ্য না হওয়ায় কাংখিত উৎপাদন ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিটি পরিবারেরই গবাদিপশু পালনের মানসিকতা থাকলেও অর্থাভাব,

উন্নতজাত, চিকিৎসা সুবিধা না থাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন গোখাদ্যের অভাব সম্ভাবনাময় এ খাতটির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ইতোপূর্বে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ডিএফআইডি'র অর্থায়নে সিএলপি'র মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন চর এলাকায় নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলায় সিএলপির কার্যক্রম ছিল সীমিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকারের অর্থায়নে মোট টাকা ৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

প্রকল্প এলাকা	:	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার ৮টি (চর) ইউনিয়নে (সারিয়াকান্দির ৬টি ও সোনাতলার ২টি ইউনিয়ন)।
অনুমোদিত মোট প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা
২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/২১পর্যন্ত ব্যয়		৩৩৭.৫৪ লক্ষ টাকা
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩,০৪৫.৫৫ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬৭% ।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ প্রদান:

প্রকল্পের আওতায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ফসল উৎপাদন, বাগান তৈরি, হস্তশিল্প ও সেলাই, আইসিটি বেজড গবাদিপশু ব্যবস্থাপনা ও কৃত্রিম প্রজনন, গবাদি পশুপালন ও প্রাথমিক পরিচর্যা, গরু মোটা-তাজাকরণ, ফডার তৈরি ও ভূট্টার সাইলেস তৈরি, বনায়ন ও কৃষি, বীজ ব্যবসার মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১২,২১৬ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



- দারিদ্র্য বিমোচনে সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে সর্বমোট ৬০০০টি গবাদিপ্রাণি (৩০০০টি গরু ও ৩০০০টি ছাগল) সম্পদ বিতরণ করা হয়েছে এবং বিতরণকৃত গবাদিপ্রাণির চিকিৎসা ও খাদ্য সহায়তা বাবদ সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে ষ্টাইপেন্ড সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় গবাদিপ্রাণির সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- প্রকল্প এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ দ্বারা পাইপ পানির লাইনের মাধ্যমে ৯টি এলাকায় আর্সেনিক মুক্ত সুপেয় পানির সরবরাহসহ ব্যবস্থা চালু করা হযেছে যার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৩৬০৪টি পরিবার বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছে এবং উক্ত পানি খাবারসহ গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার করছে।





চিত্র: প্রকল্পের আওতায় চর এলাকায় স্থাপিত সৌরশক্তি নির্ভর নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ সিস্টেম



- **প্রকল্পের আওতায় ৮টি ইউনিয়নে ১৫০০ জন সুবিধাভোগীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত** স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন **করা হয়েছে।**
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ১৬০০ জন সুফলভোগী সদস্যের মাঝে ১৬৬৫৬টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রকল্প এলাকার **আটটি ইউনিয়নে যথাক্রমে ০৮টি চরের গাড়ি; গবাদি পশুর খাদ্য তৈরির জন্য ৩০টি চপিং মেশিন এবং ৮টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।**
- প্রকল্প এলাকার **আটটি ইউনিয়নে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সমাজিক উন্নয়নে ৩২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।**

(৪.৫) সৌরশক্তি ভিত্তিক সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

সেচ যন্ত্র পরিচালনায় দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা নির**সনে** প্রত্যন্ত অঞ্চলে **সৌরশক্তি** নির্ভর সেচ সুবিধা ও **খাদ্য নিরাপত্তায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে** দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি দেশের **আট** বিভাগের ৩৫টি এলাকায় সম্প্রসারণে সৌরশক্তি ভিত্তিক সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প**টি ০৯/৯**/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুমোদন **প্রদান করেন**। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে মোট ৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবা**য়নাধীন রয়েছে**।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ স্থাপন ও দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার/সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোসহ একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি রোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের আট বিভাগের ৩২টি জেলায় মোট ৩৫টি এলাকায় ।

অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা
২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৮২০.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	:	৭৯৯.৫৪ লক্ষ টাকা
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৯৫৬.৯১ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৪৬.৪৮ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.০৬ %।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

- সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ (০.৫-১ কিউসেক) স্থাপন;
- আরডিএ উদ্ভাবিত মডেলে সোলার প্ল্যান্ট এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের বিভিন্ন অবকাঠামো স্থাপন;
- দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী
- সেচের পানি অপচয় রোধে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (বারিড পাইপ স্থাপন) ট্রাকচার তৈরি;
- প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাংক ও পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- বাস্তবায়নাধীন ২০টি উপ-প্রকল্প এলাকার ১৯৫০ সুফলভোগী সদস্যকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও সেচ কাজে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সহায়ক হিসেবে "আরডিএ উদ্ভাবিত সৌরশক্তি নির্ভর সেচ ও দ্বি-স্তরবিশিষ্ট কৃষি প্রযুক্তি" দেশের ৩৩টি জেলার ৩৫টি এলাকায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ২০টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ফলে প্রতিটি এলাকায় ১৫-২০ একর জমি সেচ প্রদানের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।



চিত্র: সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করছেন মধ্যবর্তী মূল্যায়ন টিম

(৪.৬) কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলা দু'টিতে দরিদ্র বিশেষতঃ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি অনেক বেশি যা সর্বশেষ আদমশুমারীতে প্রতিয়মান হয়েছে। এ বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আসলে তিনি অতিদ্রুত উল্লেখিত জেলা দু'টির দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ) , বগুড়া ২০১৬ সালে জেলা দু'টির দারিদ্র্য হ্রাসকরণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করেন এবং সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় তিন বছর (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত) মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১ম সংশোধন করে জুন ২০২২ পর্যন্ত একবছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও চর জীবিকায়ন কর্মসূচি এর আলোকে সমাজের - (সিএলপি) করার মাধ্যমে (Graduation from Poverty) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য থেকে উন্নীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের টেকসই

প্রকল্প এলাকা	:	কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী, রাজারহাট, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলা এবং জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলা
অনুমোদিত (১ম সংশোধিত) প্রকল্প বরাদ্দ	:	২০৩২৪.৩১ লক্ষ টাকা
২০২১-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৩২৯.৭৬ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	:	৩৩০২.১২ লক্ষ টাকা
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৫০৪৩.৭৭ লক্ষ টাকা (বাস্তব অগ্রগতি ২৫.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৮১%)

প্রকল্পের কার্যাবলিউপাদানসমূহ /

- সম্পদ হস্তান্তর)Asset Transfer২৫টি উপজেলার ৮কার্যক্রমের আওতায় (,০০০ হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে গবাদিপ্রাণী বিতরণ (গরু)
- কৃত্রিম প্রজননের জন্য ১০টি উন্নত জাতের বুলগাভি সংগ্রহ/;
- কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের জন্য ৪একর ভূমি অধিগ্রহণ করা ০.;
- আটটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ কেন্দ্র চাল ও আটা মিল), স্পোয়লার, মধু প্রক্রিয়া, চিলিং প্ল্যান্ট, ফ্রিজিং এ্যান্ড রেফ্রিজারেটর ইউনিটস্থাপন (;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ৮টি কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন;
- ১৬টি মৎস্য খামার স্থাপন এবং ৮টি উপজেলার ৬৪০ জন সুফলভোগীকে মৎস্য চাষ উন্নয়নে সহযোগিতা;
- স্থানীয় পর্যায়ে ১৬৮ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার এবং ১৬ জন ফিসারিজ সার্ভিস প্রোভাইডার সৃষ্টি;
- প্রকল্প এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪,৫৪০ সুফলভোগীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;

- ৫০টি সৌরশক্তি নির্ভর স্বয়ংক্রিয় রোড লাইট স্থাপন;
- প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৩০ জন সুফলভোগী নিয়ে একটি করে গ্রুপ ৫০-গঠন করা।

প্রকল্প কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ছবি
১.	৮টি উপজেলার ৬৪টি ইউনিয়নের উপকারভোগীর তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।	
২.	৮টি উপজেলার মধ্যে ৬টি উপজেলার ভূমি অধিগ্রহনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়ন কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	
৩.	এ পর্যন্ত ২৬টি ইউনিয়নে ৯,২২৩ টি গরু প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।	
৪.	এ পর্যন্ত ৫,৩৯৭ জন হত দরিদ্র্যকে গরু বিতরণ পরবর্তী টিকা, ঔষধ, চিকিৎসা ও গো-খাদ্য বাবদ প্রতি মাসে ৫০০/- টাকা হারে ৬মাস সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।	

(৪.৭) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

কৃষি জমি অপচয় রোধ ও পল্লিবাসীর জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া "গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ" সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটি মূল অনুমোদিত মোট টাকা ৩৬২,৯৮.০০ লক্ষ ব্যয়ে দেশের সাত বিভাগে ০৭টি এলাকায় বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক শুধুমাত্র ৩টি বিভাগে (রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা বিভাগ) দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক প্রকল্পটি সংশোধনপূর্বক জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে সংশোধিত মোট ২১৪,১৯.৭২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি জমি অপচয়রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগে একটি করে মোট ০৩টি এলাকায় পাইলট আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	:	০.০ লক্ষ টাকা (সংশোধিত অনুমোদন পেতে বিলম্ব হওয়ায় অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়নি)।
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৪৩৮৬.১৮ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি- ৩৯.৬৩%; বাস্তব অগ্রগতি- ৪৩.২৪%

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

- বহুতল বিশিষ্ট (৪ তলা) ৩টি আবাসনের জন্য ভবন নির্মাণ;
- সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; এবং
- উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- পল্লী জনপদ প্রকল্পের আওতায় প্রার্থমিক পর্যায়ে দেশের তিন বিভাগের (রংপুর, রাজশাহী এবং ঢাকা বিভাগ) ৩টি এলাকায় বহুতল বিশিষ্ট পল্লী জনপদ ভবন নির্মিত হচ্ছে। যেখানে প্রতিটি ভবনে চার ক্যাটাগরির ফ্ল্যাটে ২৭২টি পরিবার নিরাপদে বসবাসের সুযোগ পাবে। ফলে কৃষি জমির অপচয় রোধ ও সমবায় ভিত্তিক কমিউনিটির মাধ্যমে পল্লি এলাকায় শহরের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হবে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার মূলক এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮: আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগরিক সুবিধা সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।








চিত্র: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয় পল্লী জনপদ প্রকল্পের বিভিন্ন সাইট পরিদর্শন করেন

(৪.৮) মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (M4C-২য় পর্যায়) প্রকল্প

প্রকল্পটি সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি) এবং বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং সুইস কন্ট্রাক্ট ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক মে ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। SDC ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এমফোরসি প্রকল্পের আওতায় উত্তরাঞ্চলের ১০টি জেলার চরাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উন্নত বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১২৫০০০ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

M4C প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা লাঘবে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে SDC ও বাংলাদেশ সরকার পুনরায় ৭.৮ মিলিয়ন ডলার (৫৯.৮৬ কোটি টাকা) মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (M4C-২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে। চার বছর মেয়াদে (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুমোদন প্রদান করে এবং ০২ জুন ২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ) কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

(৫.০) স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন

৫.১) দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র নিজস্ব অর্থায়নে "দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা" পরিচালনা করা হচ্ছে।এ গবেষণার আওতায় দেশের ৩টি গ্রামে (জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার চর পলিশা গ্রাম, বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা কালশীমাটি গ্রাম ও রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার রতিয়া গ্রাম) পাইলট আকারে দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম নির্বাচন করে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উল্লিখিত ৩টি গ্রামের ৪০২৩টি পরিবারে মাঝে বেজলাইন সার্ভে পূর্বক Multidimensional Poverty Index (MPI) এর আলোকে মোট ৫৩৪টি হতদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে চিহ্নিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী কর্তৃক আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ড নির্বাচন ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের নিমিত্ত কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন টেকসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে মুরগীর বাচ্চা ফুটানোর জন্য ৫টি

ইনকিউবেটর, ২৫০০টি মাছের পোনা ও ২৪১৬৮টি গাছের চারা প্রদানসহ বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার শূন্যের কোটায় আনায়নে মডেল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।





চিত্র: দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় হতদরিদ্র পরিবারসমূহের মাঝে মাছের পোনা, গাছের চারা ও মুরগীর বাচ্চা বিতরণ কর্মসূচি

৫.২) মাছের পোনা ও গাছের চারা বিতরন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচন ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র নিজস্ব অর্থায়নে ১ লক্ষ মাছের পোনা এবং ৬৬ হাজার গাছের চারা বিতরন করা হয়।





জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী "মুজিববর্ষ" উদযাপন

(৬.০) এডিপি বর্হিভুত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষিপণ্য ব্যবসা ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।

বাংলাদেশে অনেক ফলমূল শাকসবজি উৎপাদন হলেও সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের অভাবে তা পুরোপুরি অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে না। তাছাড়াও প্রায় অধিকাংশ কৃষিজাত উৎপাদিত পণ্য সময়ভিত্তিক না হওয়ায় সারাবছর এসব পণ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এ ধরণের পণ্য সংরক্ষণ জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কাঁঠাল, কলা ও টমেটো উৎপাদন যেভাবে বেড়েছে সেভাবে দেশে এসব ফসলের ভ্যালু অ্যাডেড করা সম্ভব হয় নাই বরং হলেও তা সীমিত আকারে চলমান রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে বগুড়া এবং ঢাকার কাছাকাছি গাজীপুর জেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ভূটান সার্কভূক্ত আটটি দেশের এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের পক্ষে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তা বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর, ২০১৮ হতে অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রকল্পটির মোট অর্থায়ন ইউএস ডলার ২১২,০৫৪.০০ যার মধ্যে এসডিএফ গ্রান্ট ইউএস ডলার ১৮৪,৩১৪.০০ এবং ইন-কাইন্ড ফান্ড হিসেবে ইউএস ডলার ২৭,৭৪০.০০ এর সমূদয় সহায়তা দিচ্ছে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

প্রকল্প এলাকা: (১) বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার কালশিমাটি, রামনগর ও কানুপুর এবং বগুড়া জেলার শাহাজাহানপুর উপজেলা আমরুল গ্রাম। (২) গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার পাবুর, ধরপাড়া, ধলিসূতা চাঁনদুন ও বেপারি বাড়ি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় ছোট ছোট প্রসেসিং প্লান্টের ও মেশিনাবিজের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের দ্রুত প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উন্নত বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রকল্পের মূল র্কমকান্ড:

- প্রকল্পের আওতায় ২টি প্রকল্প এলাকায় মাঝারি আকারের কৃষিপণ্য প্রসেসিং, প্রিজারভেশন ও বাজারজাতকরণ ইউনিট গড়ে তোলা।
- নির্বাচিত ১০০ জন সুফলভোগী সদস্যদের ০৪টি গ্রুপে বিভক্ত করে ২৫ জনের একটি কৃষক উৎপাদনকারী দল প্রতিষ্ঠা করা।
- প্রতিটি গ্রুপ প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে ০২ বছর যুক্ত থাকবে এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিঃ

১. প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর উপ-প্রকল্প এলাকায় একটি এবং বগুড়ার আরডিএর এপিএম সেন্টারের পার্শ্বে একটি কৃষিপণ্য প্রসেসিং ও প্রিজারভেশন ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে।
২. প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে গাজীপুর উপপ্রকল্প এলাকায় ৫০ জন ও বগুড়া উপপ্রকল্প এলাকায় ৫০ জনকে বিভিন্ন ইনপুট সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে।





চিত্র: ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষিপণ্য ব্যবসা ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইনপুট সাপোর্ট কর্মসূচি













চিত্র: ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষিপণ্য ব্যবসা ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

৩. Training on farm business management এর উপর গাজীপুর উপপ্রকল্প এলাকায় ৫০ জন ও বগুড়া উপপ্রকল্প এলাকায় ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৪. Training on Product handling, marketing and food safety standards এর উপর গাজীপুর উপপ্রকল্প এলাকায় ৫০ জন ও বগুড়া উপপ্রকল্প এলাকায় ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৫. Training on value chain and agro-processing এর উপর গাজীপুর ও বগুড়া উপপ্রকল্প এলাকার প্রশিক্ষণ।

(৭.০) স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আরডিএ প্রদর্শনী খামারের প্রায়োগিক গবেষণা

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমি ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে আটটি ইউনিটের (ফসল, নার্সারী; পোলট্রি; ডেইরী; মৎস্য; টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি; বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট) সমন্বয়ে সরকারি পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Farm গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত আটটি ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে প্রদর্শনী খামারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছেঃ

(১) ফসল ইউনিট (২) নার্সারি ইউনিট (৩) পোল্ট্রি ইউনিট (৪) ডেইরি ইউনিট (৫) মৎস্য ইউনিট (৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট (৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট (৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট।



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ফসল ইউনিট



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের নার্সারি ইউনিট



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের পোল্ট্রি ইউনিট



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ডেইরি ইউনিট



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের মৎস্য ইউনিট



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের টিস্যু ক্যালচার ইউনিট

(৭.১) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনে আরডিএ, বগুড়া

সরকারের রাজস্ব ব্যয় ছাড়াই নিজস্ব আয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ (এপিএম) ইউনিট বর্তমানে ৩১টি পণ্য পল্লী ব্র্যান্ডে (কাঠালের চিপস, আমের আচার, রসুনের আচার, বরই আচার, তেতুল চাটনি, জিনজার চাটনি, ঘি, মধু, সরিষার তেল, কেক, ব্রেড, প্যাটিশ, ড্যানিশ, বিস্কুট, কলার চিপস ও টমেটো সস, ডিজিটাল দই) তৈরি ও সুলভ মূল্যে বাজারজাত করে যাচ্ছে। ফলে কৃষকের পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের এ ইউনিটটি সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং কিছু মানুষের কর্মের সংস্থান নিশ্চিত হয়েছে।







চিত্র: আরডিএ, বগুড়ার কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিটের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন একাডেমীর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব খলিল আহমদ

(৮.০) আরডিএ, বগুড়া'র পরামর্শ সেবা বা এ্যাডভাইজারি সার্ভিসেস

আরডিএ, বগুড়া মূল কার্যক্রমের মধ্যে পরামর্শ সেবা/এ্যাডভাইজারি সার্ভিসেস অন্যতম। এ পরামর্শ সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক উপদেশ বা পরামর্শ প্রদান করে থাকে। পরামর্শ সেবা কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপ নিরাপদ খাবার পানিসহ শিল্প কারখানা উপযোগ্য পানি সরবরাহ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ইত্যাদি। এ সকল প্রযুক্তি/মডেল বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- বঙ্গবন্ধু সেতু, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ), বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিসিক চামড়া শিল্প নগরী সাভার, কর্ণফুলী ইপিজেড চট্রগ্রাম, রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা) ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ডিপোজিট ওয়ার্কের ২৮২টি এলাকায় সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সকলের জন্য নিরাপদ পানি সংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

চলমান উল্লেখযোগ্য পরামর্শ সেবা

ভূপৃ) উপরিস্থ পানি পরিশোধনপূর্বক বাংলাদেশে প্রথম ওভারহেড ট্যাংক ছাড়াই/গর্ভস্থ-রেসারইজড পদ্ধতিতে সাভার ট্যানারি শিল্প এলাকায় নিরাপদ খাবার ও ট্যানারি ম্যানের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসডি গোল-অর্জন তথা বাস্তব প্রয়োগের অংশ হিসেবে ভূ ৬-গর্ভস্থ পানির দক্ষ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে Reduce, Reuse and Recycle ধারনায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মিরপুর স্বপ্ননগর হাউজিং প্রকল্পের ১০৪০টি ফ্ল্যাটে খাবার পানি ও গৃহস্থালী কাজে পানি সরবরাহের প্ল্যান্ট স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- **রাজউক উত্তরা এ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট এলাকায় এলাকায় ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাটে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও পরিশোধন**পূর্বক ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর **পুনর্ভরণ**, এসটিপি-এর মাধ্যমে সকল ধরণের বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা এবং পচনশীল সকল ধরণের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শক্তি ও জৈবসার উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান।





- **বৃষ্টির পানি পরিশোধন ও ভূগর্ভে পুনর্ভরণের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ভূ-গর্ভস্থ পানির নির্গামিতা রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখা।**
- **আধুনিক পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈবসার উৎপাদন করে প্রকল্প এলাকা জিরো ওয়েস্ট জোনে রুপান্তরিত করা।**

(৯.০) স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ৭টি বিশেষায়িত সেন্টারসমূহের কার্যক্রম

সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্রমান্বয়ে সরে এসে নিজস্ব অর্থ, প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন সহায়ক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলিকে প্রোগামেটিক এ্যাপোচে পরিচালনা ও আরডিএ, বগুড়ার কৃষি, সেচ, পানিসম্পদ উন্নয়ন ও পল্লি উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব মডেলসমূহের সাফল্য মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ২০০৩ সালে বিওজি'র অনুমোদনক্রমে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে সিআইডব্লিউএম-এর কার্যকারিতা ও অর্জিত সাফল্য বিবেচনায় পরিচালনা পর্ষদ সিআইডব্লিউএম এর আদলে আরো ৬টি নতুন সেন্টার যেমন- (১) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার; (২) ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; (৩) রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার; (৪) চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার; (৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; এবং (৬) পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি, সেচ, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লি উন্নয়নভিত্তিক কার্যক্রম অব্যহত রাখা সম্ভব হয়েছে।

(৯.১) আরডিএ ঋণ কার্যক্রম

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক সমাপ্তকৃত সকল প্রকল্পের সমন্বিত ঋণ কার্যক্রম ধারণার উপর ভিত্তি করে "আরডিএ ক্রেডিট" নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আয়বর্ধনমূলক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরের ১০৮৫ জন সুফলভোগীর মাঝে ৯.১৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয় যা জুন ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২৮০৩৫ জন সুফলভোগীর মাঝে মোট ১৫০.১০ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কাজ করে যাচ্ছে।

- আরডিএ, বগুড়া এ সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ব্যয় ছাড়াই নিজস্ব আয়ে প্রায় ৩০০ জন মানুষের কর্মসংস্থান করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এডিজি) লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাপার্ড-এর কার্যাবলী সম্পর্কিত প্রতিবেদন (অর্থবছর ২০২০-২১)

ভূমিকা: 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' সংক্ষেপে 'বাপার্ড' নামে পরিচিত। ইংরেজিতে- Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development যার সংক্ষিপ্ত রূপ BAPARD. দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন।



বাপার্ড ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু'র মূর্যাল



বাপার্ড প্যানোরমিক ভিউ

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স উদ্বোধন (১৩ জুলাই ২০০১)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাপার্ডের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন (১৬/১১/২০১১)

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লিউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার স্বার্থে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'-টিকে 'একাডেমি'-তে উন্নীত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি [Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD)]।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ নভেম্বর, ২০১১খ্রি: তারিখে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১২ সালের ১৪ নং আইনবলে বাপার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

রূপকল্প (Vision): গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, পল্লিউন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা ।

অভিলক্ষ্য (Mission): প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো।

বাপার্ড) এর প্রধান কার্যাবলি-Main Functions of BAPARD :(

(১)পল্লিউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা ;

বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের ,মহিলা বিত্তহীন পুরুষ ও ,ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি (২) দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা ;করা

পল্ল (৩)িউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাকর্মচারীদের / প্রশিক্ষণপ্রদান;কর্মশালা সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা ,

(৪) কৃষি, শিক্ষা, উপকুলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;

বাপার্ডের বর্তমান জনবল: বাপার্ডের জন্য ০১ জন মহাপরিচালক ও ০৩ জন পরিচালকসহ রাজস্ব বাজেটে মোট ১০০ পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ৮২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত। এছাড়া বাপার্ডের জন্য রাজস্ব বাজেটে আরো ১১৩টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি পাওয়া গেছে। যা অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তের পুরুষ ও মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিতে ১০টি আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, হস্তশিল্প ও পোশাক তৈরি, কম্পিউটার ইত্যাদি কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। আয়োজক সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী পল্লিউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এছাড়া বিসিএস ফাউন্ডেশন কোর্সের মাঠ সংযুক্তি কোর্স চালু আছে।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ অগ্রগতি: বাপার্ডে ২০০১-২০০২ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ১১১৪টি ব্যাচে ৪৩৬২২ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । যার মধ্যে পুরুষ ২১,০৩৭ জন এবং মহিলা ২২,৫৮৫ জন। তন্মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৭টি ব্যাচে ৩৪৫৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । এছাড়া বিভিন্ন সরকারি/বেসকারি সংস্থার সুফলভোগী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে ৬টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।



বাপার্ড-এ ৭১ তম বিসিএস ফাউন্ডেশন কোর্সের মাঠ সংযুক্তি প্রশিক্ষণ



"সম্ভাবনা ও করণীয় ;দারিদ্র্য বিমোচনে বাপার্ড" শীর্ষক সেমিনার



মুজিববর্ষ উপলক্ষ সুফলভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ



মুজিববর্ষ উপলক্ষ সুফলভোগীদের মাঝে মাছের পোনা বিতরণ



কৃষি প্রদর্শণী খামারে গ্রীষ্মকালীন গোল্ডেন ক্রাউন জাতের তরমুজ চাষ



বাপার্ড কাউশেডে হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভীপালন

গবেষণা কার্যক্রম: একাডেমির প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম অন্যতম। কৃষি , এছাড়া কৃষি সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা।-উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ ,শিক্ষা কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা হয়। টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে।১৭ইতোমধ্যে বাপার্ড

বাপার্ড এ-২০২০-২১ অর্থবছরে গবেষণা ও প্রায়গিক গবেষণার বর্ণনা:

ক্রঃ নং	গবেষণা টাইটেল	গবেষকের নাম
০১।	**Study the production performance of carp poly-culture in earthen ponds at BAPARD by using natural feeds in winter season**	মোঃ মাহমুদুন্নবী পরিচালক (কৃষি)
০২।	**1. Effect of fertilizers on growth and yield performance of sweet corn at BAPARD agricultural farm** **2. Effect of Sowing date on growth and yield performance of pea (Pisum sativum L.) at BAPARD agricultural farm**	মোহাম্মদ তোজাম্মেল হক উপ পরিচালক (কৃষি)
০৩।	**The scope of creating women Enterpreneurs rural Employments**	মোঃ আব্দুল গণি মিনা উপ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
০৪।	**1. Effect of feed on the performance of upgraded Holstein Friesian bulls during fattening at BAPARD cattle farm in Bangladesh** **2. Effect ration on growth and cost of production during fattening of upgraded Shahiwal bulls**	মোঃ মোর্শেদ হাসান মোস্তফা উপ পরিচালক (প্রাণিসম্পদ)

প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

বাপার্ডের প্রশিক্ষণ-২০০৯গবেষণা ও অবকাঠামো সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ,২০১০ হতে ২০২০মেয়াদে ২০২১-লক্ষ টাকা ৫৫.৩৪৪৭৩প্রাক্কলিত ব্যয়ে "সংস্কার ও আধুনিকায়ন ,বাপার্ডের সম্প্রসারণ"শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি হচ্ছে-

(১) পল্লিউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের মানব সম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

(২) দারিদ্র বিমোচনের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন এবং

(৩) গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের আঞ্চলিক ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য নিরসন।

এ প্রকল্পের আওতায় ৩০.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ, ১০তলা একাডেমিক ভবন, ১০তলা হোস্টেল ভবন, ৬তলা অফিসার্স কোয়াটার্স ও ৬তলা স্টাফ কোয়াটার্স, ৩তলা কৃষি ভবন, ২তলা মৎস্য ভবন ও হ্যাচারী, পোল্ট্রি শেড নির্মিত হয়েছে।এ ছাড়াও " বাপার্ডের কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি" নামে ৩৪৯২৭.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাপার্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- বাপার্ড নার্সারী হতে ১০ (দশ) হাজার গাছের চারা (ফলদ, বনজ ও ঔষধি) সুফলভোগী/ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ;
- বিভিন্ন প্রজাতির ১ (এক) লক্ষ মাছের পোনা সুফলভোগী/ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিতরণ;
- বিশুদ্ধ সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য কোটালীপাড়ায় ২টি প্রতিবন্ধী স্কুল ও টুঙ্গিপাড়ায় ১টি এতিমখানায় হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন;
- বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলে শেখ রাসেল আইটি ল্যাব ও বাপার্ড লাইব্রেরিতে মুজিব কর্ণার স্থাপন;
- বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বঙ্গবন্ধু'র "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" ৩৫০টি বই বিতরণ;
- বাপার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণে সকল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে শিক্ষাসফর হিসাবে টুংগীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু'র সমাধি সৌধ পরিদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যবস্থা;
- বাপার্ড কর্তৃক আয়োজিত সকল প্রশিক্ষণের শুরুতে বঙ্গবন্ধু'র ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন;
- বাপার্ড হতে দরিদ্র ও দুস্থ মহিলাদের এক মাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ৪টি ব্যাচে ১২০টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।
- বাপার্ড-এর প্রশিক্ষণার্থী ও বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্রছাত্রি এবং বাপার্ড-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ৫,০০০ মাস্ক বিতরণ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পরামর্শ ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান;
- বাপার্ড-এর আওতায় গোপালগঞ্জ জেলায় কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়ায় প্রতিটি ইউনিয়নে দিনব্যাপী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প পরিচালনা ও
- "সম্ভাবনা ও করণীয় ;দারিদ্র্য বিমোচনে বাপার্ড"শীর্ষক সেমিনার আয়োজন।



বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বই বিতরণ।



প্রতিবন্ধি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রিদের মাঝে বিনামূল্যে ডিপটিউবওয়েল প্রদান করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে বছর ব্যাপী কর্মপরিকল্পনাঃ

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরাল আলোক সজ্জাসহ সজ্জিতকরণ ও পুস্পস্তবক অর্পণ।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সূচনা উদযাপন উপলক্ষ ৫০টি রঙ্গিন বেলুন ও পায়রা উড়ানো ও কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশিক্ষণার্থী এবং বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত অংশগ্রহণে র‍্যালি প্রদর্শন।
- বঙ্গবন্ধু কর্ণার হতে বাপার্ডএর- কর্মকর্তাকর্মচারীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু-'র "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" বই বিতরণ।
- মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ বিষয়ক চলচিত্র প্রদর্শন।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারী ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দিনব্যাপী প্রচার।

- ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু'র জন্ম দিবস উপলক্ষ বঙ্গবন্ধু র'ম্যুরালে আলোক সজ্জাআতশবাজি ও , পুস্পস্তবক অর্পণ। বাপার্ডকর্মচারী এবং-এর কর্মকর্তা- বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার আয়োজন।

- ২৫ মার্চ কালরাতে এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে বাদ জোহর বাপার্ড জামে মসজিদে দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত।

২৬ মার্চ, বাপার্ড-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশিক্ষণার্থী এবং বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, আমার দেখা নয়াচীন ইত্যাদি গ্রন্থের উপর বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতা।

বাপার্ড-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দেশ বরেণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে "মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ : দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়নের ভূমিকা ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র থেকে উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত হবার অভিযাত্রায় বাপার্ড-এর করণীয়" শীর্ষক সেমিনার।

২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ অনুযায়ী ছবি ও বিভিন্ন প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের গঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রামান্য চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা।

- জাতীর পিতার ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পণ ও বিজয় র‍্যালী।
- কর্মকর্তাকর্মচারী-, প্রশিক্ষণার্থী ও বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়- ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণ।
- বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে বিশেষ কুচকাওয়াজের আয়োজন।
- বাপার্ড ক্যাম্পাসে আলেকসজ্জা, সন্ধায় দেশাত্ববোধক সংগীত, নৃত্য ইত্যাদির সমন্বয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বছরব্যপী অনুষ্ঠানমালা চলমান ।
- বাপার্ড-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফায়ার ফাইটিং প্রশিক্ষণ সম্পর্কে অবহিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ

==========

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

পটভূমিঃ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি ,**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নকৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণীর মধ্যে , নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতের পদ্ধতি অনুসরণ ''আমূল'' পূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপনের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা এর 'নমার্কও ডে (ইউএনডিপি) এর সহায়তায় দুই পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাসট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এ 'আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ড্যানিডা টির'দেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দুসুপারিশ বিবেচনা করে সমবায় দুগ্ধ '' সালে একটি দুগ্ধ ১৯৭৩নামে ''প্রকল্প শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩'কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় নিম্নোক্ত দু ১২.টি মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয়।

উদ্দেশ্যঃ

ক) শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণী কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়ের মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি; এবং

খ) শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ।

ভিশনঃ

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ।

১. <u>প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমঃ</u>

জনবল কাঠামো-২০২০ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর জনবল কাঠামো-২০২০ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত শেখ নাদির হোসেন লিপু সভাপতি এবং ১১ (এগার) জন সদস্য সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠিত। অনুমোদিত জনবল কাঠামো-২০২০ মোতাবেক নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ০১ (এক) জন (প্রেষণে যুগ্ম সচিব), মহাব্যবস্থাপক ০৪ (চার) জন (প্রেষণে ০১ জন উপ-সচিব পর্যায়), অতি: মহাব্যবস্থাপক ০৬ (ছয়) জন (প্রেষণে ০১ জন সমবায় অধিদপ্তর হতে) এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১০৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং চিঠিপ্রাপ্ত ৪০৪ জন ও চিঠিবিহীন ৩৬২ শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন।

জনবল নিয়োগ: ২০২০-২১ অর্থ বছরে মিল্ক ইউনিয়নের শূন্য পদে কোন নিয়োগ হয়নি।

পদোন্নতি প্রদান: ২০২০-২১ অর্থ বছরে জনবল কাঠামো-২০২০ অনুমোদনেরর ফলে পদোন্নতির পথ সুগম হয়েছে। ফলে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে সাথে বিভিন্ন পদে শূন্য পদের সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ে সহজতর হয়েছে। দীর্ঘদিনের পদোন্নতি বঞ্চিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২. <u>২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সমিতি গঠন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহঃ</u>

(ক) প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যাঃ

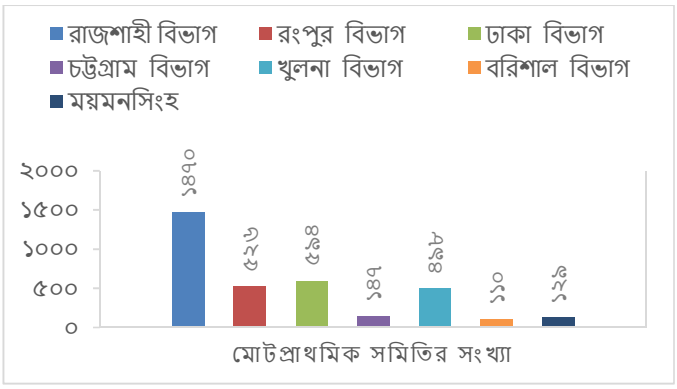

সর্বমোট প্রাথমিক সমিতির সংখ্যাঃ ৩৪৭৪ টি

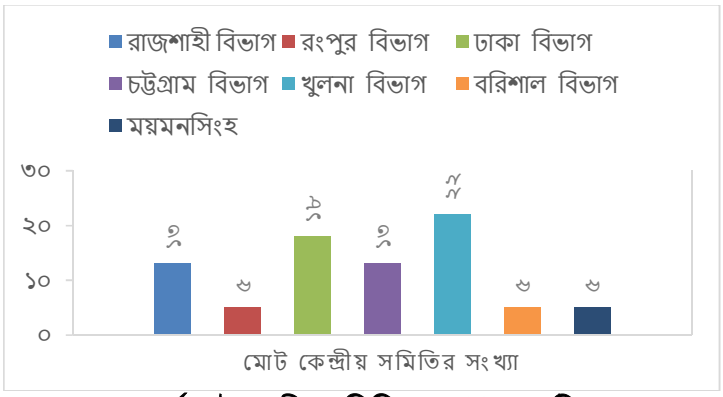

সর্বমোট কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যাঃ ৮১ টি

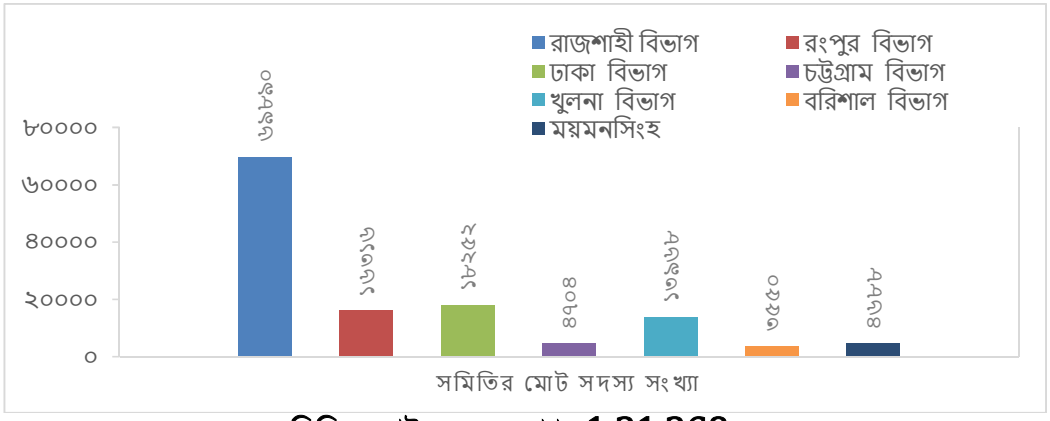

সমিতির মোট সদস্য সংখ্যাঃ 1,31,368 জন

(খ) কার্যকরী এলাকাঃদেশের মোট ৭টি বিভাগের ৪১টি জেলার ১৫১টি উপজেলার ৬৫৯টি ইউনিয়নে মোট ৩২০৫টি গ্রামে মিল্ক ইউনিয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(গ) দুগ্ধ সংগ্রহঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মিল্কভিটা'র মোট দুগ্ধ ও সংগৃহীত দুধের পরিশোধিত মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সমূহঃ

অর্থবছর	মোট তরল দুগ্ধ ক্রয় (লিটার)	প্রাথমিক সমিতির দুধের গড় মূল্য (লিটার প্রতি)	সদস্যদের নিকট হতে ক্রয়কৃত মোট দুগ্ধ মূল্য পরিশোধ (টাকায়)
জুলাই, ২০২০ হতে জুন ২০২১	৪,১০,৯১,৮১০	৪১.২১	১৬৯,৩৩,৮৬,২৬০.১৫

৩. বিপণন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিঃ

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড মিল্কভিটা ব্রান্ডে প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন পণ্য তৈরি/নামে চলমান পণ্যের মান উন্নয়নে বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বর্তমানে মিল্কভিটা ব্রান্ডে ২২ ধরণের পণ্য বিপণন করা হচ্ছে। যা নিচের চার্টে বিশদ উপস্থাপন করা হ'লঃ

পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ(লক্ষ টাকায়)

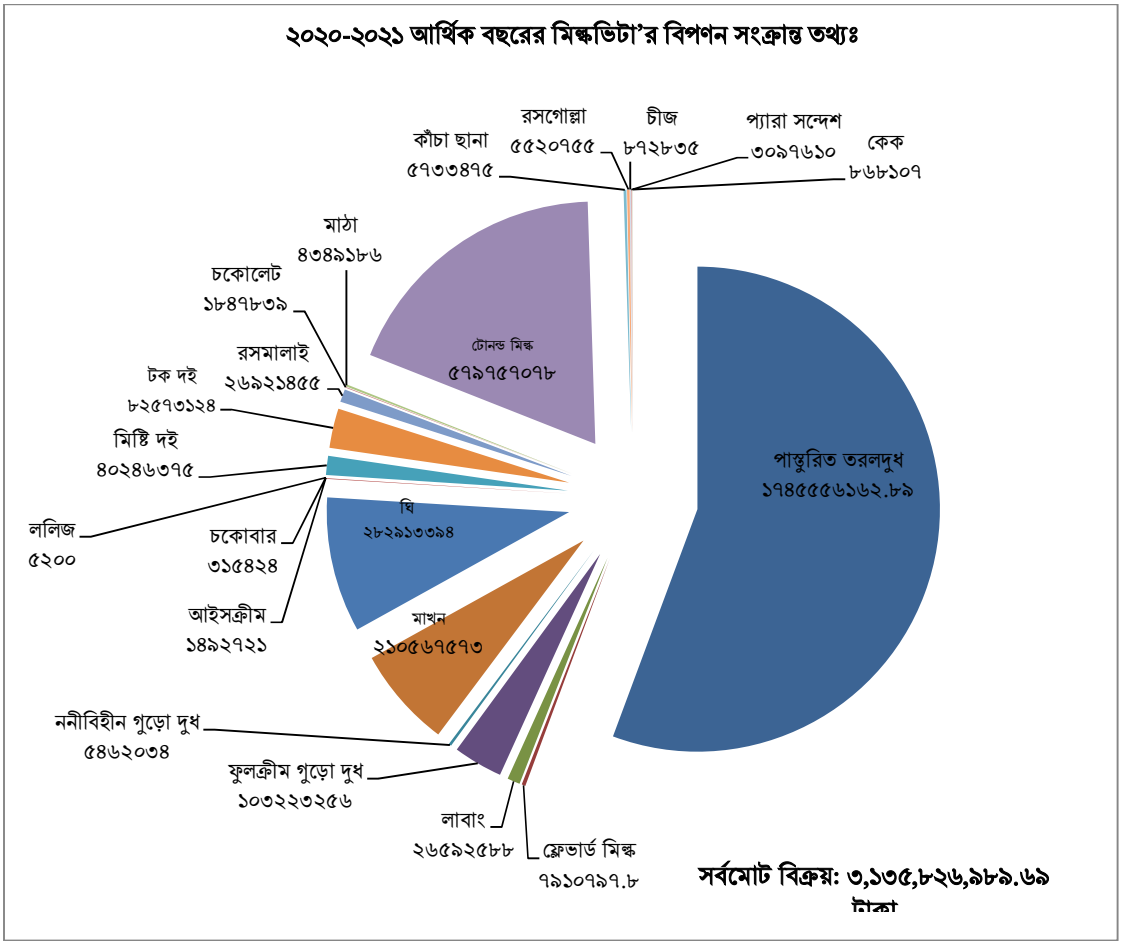

৪. আর্থিক বিবরণীঃ

নং	বিবরণ (৩০শে জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত)	কোটি টাকায়

১	সরকারী ইক্যুইটি	৪১.৫০
২	সমবায়ীদের শেয়ার মূলধন	৪৭.৫১
৩	সরকারী ঋণ	২৬.২০
৪	আবর্তক তহবিল	৫.০০
৫	স্থাবর সম্পত্তি মূল্য (অবচয় বাদে)	১০২.৮৯
৬	অস্থাবর সম্পত্তি মূল্য (প্রকল্প সহ)	৪৫৪.১৫
৭	নীট লাভ (২০২০-২০২১) (অনিরীক্ষীত)	০.১৩
৮	বাৎসরিক টার্ণওভার	৩১৪.২৮
৯	সামাজিক কল্যাণ খাতে(CSR) বাৎসরিক অনুদান	০.১১
৯	স্থায়ী আমানত	৬৪.৩৬
১০	চলতি তহবিল	৩৫.০০
	(অনিরীক্ষিত)	

৫. সমবায়ী খামারীদের জন্য বিনামূল্যে প্রদত্ত সেবাসমূহঃ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নিম্নবর্ণিত সেবাসমূহ সমিতির সদস্যদের জন্য সারা বছরব্যাপী প্রদান করা হয়ে থাকে; যা নিম্নরূপঃ

- **কৃত্রিম প্রজননঃ** উন্নত মানের ফ্রিজিয়ান ও জার্সী বুলের সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃত্রিম প্রজনন ২,০০,০০০ টি বাঘাবাড়ীঘাট গবাদি পশু উন্নয়ন (সিডি) শাখায় সম্পন্ন হয়েছে।
- **সিমেন সংগ্রহ ও বিনামূল্যে বিতরণঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরে ১.২৫ লক্ষ ডোজ সিমেন সংগ্রহ করা হয়।
- **ঔষধক্রয় ও ভ্যাকসিন প্রদান বিনামূল্যেঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরে ঔষধ ক্রয়ের পরিমাণ ২৩.২৭ লক্ষ টাকা এবং ভ্যাকসিন প্রদান করা হয় ২.৫০ লক্ষ ডোজ।
- **প্রাণি চিকিৎসাঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরে ১.১০ লক্ষ প্রাণিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।
- **গো খাদ্যঃ** উন্নত মানের দানাদার গোখাদ্য প্রকৃত মূল্যে সমবায়ীদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১০০৫.৭৫ মেট্রিক টন গো-খাদ্য উৎপাদিত হয় এবং ন্যায্যমূল্যে তা সরবরাহ করা হয়।
- **ঘাস চাষঃ** উচ্চ ফলনশীল সবুজ ঘাসের কাটিং ও বীজ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে উন্নত জাতের জাম্বুঘাসের বীজ ক্রয় ও বিনামূল্যে মোট ১০.৭৫ মেট্রিক টন প্রদান করা হয়।
- **গাভী ঋণঃ** সমবায়ীদের মধ্যে মাত্র ৫% সার্ভিস চার্জে গাভী ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে; ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষকের মাঝে বিতরণকৃত মোট গাভী ঋণের পরিমাণ ছিল ৬.৫১৫ (নিজস্ব) ও ১.৮ (প্রকল্প) কোটি টাকা।
- গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।
- গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য খামারীদের কারিগরি জ্ঞান প্রদান করা হয়ে থাকে।

৬ . উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহঃ

ক) ৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)'এর **৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা** গত ২৯ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: তাজুল ইসলাম,এমপি, মাননীয় মন্ত্রী ,স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; এবং জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শেখ নাদির হোসেন লিপু,চেয়ারম্যান,মিল্ক ভিটা।



চিত্র-৩: মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ



চিত্র-৪: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ

খ) জাতীয় শোকদিবস পালনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ ই আগষ্টের শহিদের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ আগষ্ট' ২০২০ জাতীয় শোক দিবসে পালন করা হয়। বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের জন্য সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে মিল্কভিটার প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।



চিত্র-৭: জাতীয় শোক দিবসপালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান ২০২০ '

গ) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনঃ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে **"বঙ্গবন্ধুঃ স্বাধীনতার রূপকার"** শীর্ষক আলোচনা সভা বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি:(মিল্কভিটা) সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মহোদয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু'র অবদানসহ, তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।



চিত্র-৮: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা করেন চেয়ারম্যান , মিল্ক ইউনিয়ন।

ঘ) প্রধান কার্যালয়স্থ বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধনঃ

তেজগাঁওসহ প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত তেজগাঁস্থ বিক্রয় কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে সম্মানিত গ্রাহকের বহুবিধ সুবিধাদি নিয়ে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে চালু করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে মিল্কভিটা'র দুধ ও অন্যান্য দুগ্ধ পণ্য বিক্রয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।



চিত্র-: বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়



চিত্র-১০:উদ্বোধনের পর মনোজাত

ঙ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি: (মিল্কভিটা) তার চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিগত বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চ্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ, নতুন নতুন দুগ্ধ উৎপাদন মুখী সমবায় সমিতি গঠন, দুগ্ধ সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২০০টি নতুন দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। প্রায় ৪০০০ জন নতুন জনগোষ্ঠীকে দুগ্ধ সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে সদস্যদের জন্য নতুন আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

৮. <u>বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ</u>

দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের উন্নয়ন এবং দেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলো চলমান রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

(ক) "সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুড়ৌ দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যুইটি : ৭৯৪৪.৭৭, মিল্কভিটা নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি : ৭৯৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ২৬৪৮.৪৬ লক্ষ টাকা), ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৩৯০.৪৫ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৭৯৪৪.৩২ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ৪৪৬.১৩ লক্ষ টাকা), যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৯.২০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০%। প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় আমদানীকৃত মেশিনারীজ প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে এবং Installation & Commissioning কার্যক্রম চলমান রয়েছে।প্রকল্পের ষ্টীল স্ট্রাকচার বিল্ডিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৈদ্যুতিক ক্যাবল লাইন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো'র প্রায় ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং রাস্তা নির্মানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; প্রকল্পের আওতায় সেমিনার ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে; এছাড়াও প্রকল্পের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়কৃত মেশিনারীজের ইন্সটলেশন, কমিশনিং এবং পরীক্ষামূলক উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্ত হবার কথা ছিল; কিন্তু মার্চ, ২০২০ এর দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা হবার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং ভারতীয় প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানবৃন্দ তাদের দেশে ফিরে যায়। ফলে মার্চ, ২০২০ হতে অদ্যবধি প্রকল্পের ইন্সটলেশন এবং কমিশনিং এর কাজ বন্ধ রয়েছে। তবে সিভিল কাজ চলমান রয়েছে। বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে জার্মানী, ইতালী, লিথুনিয়া ও ভারত হতে কোন প্রকৌশলী/টেকনিশিয়ান আসতে পারছে না। তদুপরি নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে বাংলাদেশের ট্রাভেল পারমিশন না থাকায় SSP PVT LIMITED এর প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক ইরেকশন টীম বাংলাদেশে এসে আমদানীকৃত মেশিনারীজের ইন্সটলেশন, কমিশনিং এবং পরীক্ষামূলক উৎপাদনের কার্য সম্পন্ন করতে পারছেন না। ফলে SSP PVT LIMITED কর্তৃক (এক) বছর সময় বৃদ্ধি এবং স্পেশাল ভিসা প্রদানের ব্যবস্থাকরণের জন্য আবেদন করেছেন। সে আলোকে মেশিনারীজ ইরেকশন টীমের প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানবৃন্দদের Multiple Visa এক বছরের জন্য প্রদানের নিমিত্ত ইতোমধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে। করোনা পরস্থিতির অবনতি হওয়ায় অদ্যবধি সরকারের লকডাউন অব্যহত থাকায় এবং ভারতের সাথে বাংলাদেশের সিমান্ত বন্ধ এবং ট্রাভেল পারমিশন না থাকায় জার্মানী, ইতালী, লিথুনিয়া ও ভারত হতে কোন প্রকৌশলী/টেকনিশিয়ান আসতে পারছে না। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বলে প্রতিয়মান হচ্ছে।



চিত্র-১৭:জনাব রেজাউল করিম, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গুড়ৌ দুধ উৎপাদন কারখানা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



চিত্র-১৮: গুড়ৌ দুধ উৎপাদন কারখানা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

(খ)"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যুইটি : ৩৩০৬.৫৫, মিল্কভিটা নিজস্ব : ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২১ মেয়াদে

বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন'২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৪৯৩৮.৬৭ লক্ষ টাকা (জিওবি : ৩৪৫১.০০ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা : ১৪৮৭.৬৭ লক্ষ টাকা), ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৪৩৬.৪৪ (জিওবি ২৩১৭.৪৪ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ১১১৯.০০ লক্ষ টাকা), যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬৯.৫৮% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.৯৪%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের থোক হতে এডিপিতে মোট ১,৩৪৭.৬৭ লক্ষ টাকা (জিওবি : ৯৭৯.০০ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা : ৩৬৮.৬৭ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯৭৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৪৮৯.৫০ লক্ষ টাকা এবং এ যাবৎ ব্যয় হয়েছে মোট ৩১০.২০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৩১.৬৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০% (অর্থ বছর)।



চিত্র-১৯: পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা প্রকল্পের খামার সেড।



চিত্র-২০: চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা প্রকল্পের এলাকা।

(গ) বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৩৪৪১৯.২৯ (জিওবি অনুদান :৩২৯১৯.২৯, মিল্কভিটা নিজস্ব : ১৫০০.০০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২৩৩০১.০০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭১৬৬.৬৩ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২০.৮২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ২৫%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরের সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয় ৭৫ জন এবং ঋণ বিতরণের সংখ্যা ৭৫ জন ,লক্ষ টাকা ০০.১৮০)২৪. লক্ষ টাকা প্রতি সুফলভোগী(।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে,

১ (সরবরাহ ও সেবা (রাজস্ব) :

ক(২) লক্ষ টাকার সার ০০.কোড.৬এবং (৩২৫১১০৫ -০০ লক্ষ টাকার উচ্চ ফলনশীল জাতের অস্ট্রেলিয়ান জাম্বু ঘাসের বীজক্রয় ও সংশ্লিষ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে সমবায়ীদের (৩২৫১১০৯-কোড) ;ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এলাকায় ঘাস চাষের জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে

খ) লক্ষ টাকার প্রাণি টিকা ও ঔষধ ০০.২০ (কোড.৪এবং (৩২৫১১০২-০০ লক্ষ টাকার বীজ ,হিমায়িত সিমেন) ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরন সম্পন্ন করা হয়েছে। বিনামূল্যে প্রাণিটিকা ও হিমায়িত (৩২৫১১০৯-কোড বীজ প্রদানের ফলে গর্ভ ধারণের জন্য ৪৮১টি গাভীকে সময়মতো কৃত্রিম প্রজনন করানো সম্পন্ন হয়েছে।

১ (মূলধন :

ক (৭৫০ লক্ষ টাকার ০০.বিশেষায়িত গাড়ী মিল্ক ক ,আইসক্রিম ফ্রিজিং ভ্যান ,মিল্ক ট্যাংকার)াভার্ড ভ্যান-রেফ্রিজারেটেড ও নন রেফ্রিজারেটেড ,রেফ্রিজারেটেড কাভার্ড ভ্যান ,কোড(৪১১২১০১- ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক পুনদরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছ:ে এবং ১৬ :খ্রি ২০২১/০৭/ তারিখ দরপত্র উন্মুক্তকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৩ (**ঋণ আদায় :** ৭৫২৮৬. লক্ষ টাকা :খ্রি ২০২১/০৬/৩০থেকে ২০১৯/০৭/০১) পর্যন্ত(।

৯. প্রস্তাবিত প্রকল্প সমূহঃ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকায় **উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্প** হিসেবে **"গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় মিল্কভিটার গবাদিপশুর ঔষধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন"** শীর্ষক প্রকল্পটি ৩২০২৩.৮০ (লক্ষ টাকায়) জানুয়ারি' ২০১৯ হতে ডিসেম্বর' ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ মেয়াদে আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলেভেটেরিনারী মেডিসিন প্রকল্পে গবাদিপশুর চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন রোগের ট্যোবলেট, ক্যাপসুল, পাউডার, সিরাপ এবং ইনজেকশন ইত্যাদি উৎপাদন করা হবে; পশুসম্পদ উন্নয়নে ভেটেরিনারী মেডিসিন উৎপাদনে মাধ্যমে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হবে; আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে উন্নতমানের ভেটেরিনারী মেডিসিন উৎপাদন করা; ভেটেরিনারী মেডিসিন উৎপাদন করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী খামারীসহ স্থানীয় বাজারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা ; ব্যবহারকারীদের কাছে ভেটেরিনারী ঔষধ সামগ্রী সুলভমূল্যে এবং দ্রুততার সাথে পৌঁছানো সহজলভ্য করা; সর্বোপরি উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকায় **মধ্যম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহঃ**

"৫ টি বিভাগে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ৩২ টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, ১১৪ টি বিক্রয়কেন্দ্র এবং ১ টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন"শীর্ষক প্রকল্পটি ১৪৩৫২৯.৭৫ (লক্ষ) টাকা ব্যয়ে জুন' ২০১৯ হতে জুন' ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ মেয়াদে আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গবাদিপশু লালনপালন এবং দুগ্ধ খামার স্থাপনের মাধ্যমে বেকার যুবক-যুবতীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রম গতিশীল করা; দুগ্ধ উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির করা এবং দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম গতিশীল করা; দেশকে পর্যায়ক্রমে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার মাধ্যমে মানুষের পুষ্টির সমস্যা সমাধান করা; দুধের আমদানী কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা; প্রতিদিন ১ লক্ষ ৬০ হাজার লিটার দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নিয়ে কাজ করা; সরাসরি সুবিধাভোগী পরিবার ১৬ হাজার এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুবিধাভোগী সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার জন; বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা;

"গুণগত মানসম্পন্ন দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মডেল ফার্ম স্থাপন শীর্ষক পাইলট প্রকল্প" ৪৯৯৪.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০২০ হতে ডিসেম্বর' ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মেয়াদে আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সীসামুক্ত ও অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত গুণগত মানসম্পন্ন দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মডেল দুগ্ধ খামার স্থাপন করা; এ দেশের প্রায় দুই লক্ষ দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীকে উন্নত দেশের আদলে স্বয়ংক্রিয় আধুনিক মেশিনারীজের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ডকে গতিশীল ও কার্যকরী করা;প্রতিটি খামার থেকে বছরে কমপক্ষে ১.৮ লক্ষ লিটার দুধ স্বাস্থ্যসম্মত পাস্তুরিত তরল দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য এবং গো-মাংসের সরবরাহ সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পুষ্টির সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া;বিদেশ হতে গুড়োঁ দুধের আমদানী কমিযে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা; উক্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প সংশিষ্ট এলাকায় কমপক্ষে ২০০ জন উদ্যোগীকে পাইলট প্রকল্পের ন্যায় আধুনিক দুগ্ধ খামার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মডেল ফার্ম স্থাপনের পাইলট" প্রকল্পটি ৪৯৯০.৯৬ লক্ষ টাকাব্যয়ে জানুয়ারী, ২০২০ হতে জানুয়ারী, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে মেয়াদে আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গবাদি পশু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন কার্যক্রম বিস্তৃতিকরণের লক্ষ্যে দেশের বৃহৎ সংখ্যক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মডেল খামার স্থাপন করা; উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ডকে গতিশীল ও কার্যকরী করা; সাশ্রয়ী মূল্যে ভোক্তার নিকট স্বাস্থ্যসম্মত পাস্তুরিত তরল দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য এবং গো-মাংসের সরবরাহ সুনিশ্চিতকরণ করা;বিদেশী গুড়ো দুধের আগ্রাসন প্রতিহত করণের ভিত্তিতে দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যাবে।

"বৃহত্তর দিনাজপুর-রংপুর জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুধালো গাভীর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কারখানা স্থাপন প্রকল্প"৪৮০৫১.২২ জানুয়ারী'২০১৯ হতে জুন,২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মেয়াদে আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উন্নতজাতের ষাড়েঁর সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধালো গাভীর জাত উন্নয়ন এবং আধুনিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ; চাহিদা মোতাবেক বহুমুখী দুগ্ধ পণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ; দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির

মাধ্যমে পুষ্টির সমস্যার সমাধাসে সহায়তা করা; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকার সমস্যার সমাধান করা, এতে প্রায় ৫০ হাজার সুবিধাভোগী সরাসরি সুযোগ পাবেন; দুগ্ধ উৎপাদনের পাশাপাশি প্রাণিজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করা; গুড়ো দুধের আমদানী কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যাবে।

"মিল্কভিটা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প" ৬৪৭৪৬.১৭ (লক্ষ টাকায়)জুলাই, ২০২০- ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মেয়াদে হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মিল্ক ইউনিয়নের তেজগাঁও-এর নিজস্ব জমিতে স্থায়ীভাবে গ্রীণ বিল্ডিং কনস্পেটে প্রধান কার্যালয় ("দুগ্ধ ভবন") নির্মাণ এবং উক্ত ভবন নিজেদের ব্যবহারের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে স্থায়ী আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা;মিল্ক ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত সমবায়ীদের দুগ্ধ উৎপাদনের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভবন থেকে অর্জিত আয়, প্রান্তিক সমবায়ীদের মধ্যে বিতরনের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;মিল্ক ইউনিয়নের মূল্যবান জমির উপযুক্ত এবং বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব ভবন নির্মাণ করা;সমবায়ীদের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কনফারেন্স রুম তৈরী;সর্বোপরি ১০০ বছরের স্থায়ী একটি নয়নাভিরাম স্থাপত্যশৈলী সম্পন্ন গ্রীণ বিল্ডিং নির্মাণের মাধ্যমে মিল্কভিটাকে আগামী প্রজন্মের নিকট-আস্থার প্রতীকে পরিণত করে এ থেকে অর্জিত আয়ের একটি অংশ প্রান্তিক এবং অতিদরিদ্র সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা হিসাবে প্রদান করার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭৫টি স্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে মিল্কভিটার পণ্য সামগ্রী জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপসংহারঃ

সফল সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত মিল্ক ইউনিয়ন সরকারের আর্থিক সহযোগিতা কর্মকান্ড সুদৃঢ় করবে। দেশের সম্ভাব্য দুগ্ধ এলাকায় দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক ও স্বল্পবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে এ প্রতিষ্ঠানতাদের জন্য একটি ন্যায্যমূল্য ভিত্তিক নিশ্চিত বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরো প্রসারিত করবে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সার্বিকভাবে দেশের দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অবদান রেখে গ্রামীণ কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দেশের ৪১টি জেলায় কর্মযোগ পরিচালনা করলেও ভবিষ্যতে সারাদেশ ব্যাপী মিল্ক ইউনিয়নের কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা রয়েছে। মিল্ক ইউনিয়নের একর্ম বিস্তৃতির ফলে একদিকে যেমন অতি স্বল্পসময়ে দেশআমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে, তেমনি দেশের দুগ্ধ উৎপাদকারী কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে তা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখবে। মিল্কভিটার মাধ্যমে গ্রামের পণ্য আসছে শহরে, শহরের অর্থ যাচ্ছে গ্রামে ফলে গড়ে উঠেছে দারিদ্র্য বিমোচণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক অসামান্য সেতুবন্ধন।

২০২০-২১ অর্থ বছরের পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্তঃ

বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে গড়া পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)। পিডিবিএফ এর মূল কার্যক্রম হলো- পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে সদস্যদের পুঁজি গঠন; ঋণ বিতরণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি; প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণ; বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি; সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি; কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান সর্বোপরি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। পিডিবিএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উল্লেখিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে।

পিডিবিএফ দেশের প্রত্যন্ত এলাকা সহ ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় ৪০৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করলেও অ-কৃষিপণ্য উৎপাদনসহ দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে পিডিবিএফ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ৩০ হাজার ৭৮৭টি সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ১১ লক্ষ ৬২হাজার ২৮৭ জন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ খাতে ৪৪ হাজার ৬০২ জন এবং নারী উদ্যোক্তা ঋণ খাতে ২৭ হাজার ৯৪৭ জন উপকারভোগীর মাঝে চলতি অর্থ বছরের জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৮৬৯কোটি ৫১ লক্ষ (ক্ষুদ্র ঋণ:১০৬০.৬৩ কোটি; ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ: ৫৪৬.৪১ কোটি; নারী উদ্যোক্তা ঋণ: ২৬২.৪৭ কোটি) টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। সুফলভোগী সদস্যগণ গৃহীত ঋণের দ্বারা আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সদস্যদের পুজিঁ গঠনের পরিমাণ ৯৪৭.৩২ কোটি টাকা। স্বাভাবিক অবস্থায় এ সকল ঋণ তহবিল সমিতির সদস্যদের জীবনমান উন্নয়ন এবং ঋণের সেবা মূল্য হতে পিডিবিএফ এর ৪ হাজার ৩৯৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদিসহ সকল পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এসকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য প্রতি মাসের বেতন-ভাতাদিসহ মোট পরিচালন ব্যয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় দ্বারা নির্বাহ করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সুফলভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দরিদ্র ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্যারাটেক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া নেতৃত্ব বিকাশ, সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এই প্রশিক্ষণের ফলে সুফলভোগীগণ দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তরিত হয়েছে এবং ঋণের টাকা সঠিক খাতে ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে উন্নয়নের স্রোতধারায় সামিল হতে হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত) পিডিবিএফ মোট ৩,৪০,৮৩০ জনকে নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্যারাটেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে ।

প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরিত হয়েছে যার মধ্যে ৯৬% মহিলা, যাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন সম্ভব হয়েছে।

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ফলে পিডিবিএফ সুফলভোগী সদস্যদের ঋণের অর্থ সঠিক খাতে ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন, দ্রারিদ্র্যতা হ্রাস ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

পিডিবিএফ সুফলভোগী সদস্যদের মধ্য থেকে মোট ৮৪৫ জন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন। এসকল নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজস স্থাপনে সহায়তা করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাচ্ছে পিডিবিএফ

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ এর প্রতিটি সহকর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সমগ্র বাংলাদেশের ২৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের ৩৫৭টি উপজেলার শতভাগ সহকর্মীদের নিয়ে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিডিবিএফ এর সেবা বাংলাদেশের প্রতিটি দরিদ্র্য মানুষের ঘরে পৌছে দেয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম:

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো- পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০৪১ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ

গড়ার জন্য পিডিবিএফ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন এবং অকৃষিপণ্য উৎপাদনসহ দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পিডিবিএফ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ৩০ হাজার ৭৮৭টি সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ১১ লক্ষ ৬২ হাজার ২৮৭ জন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ খাতে ৪৪ হাজার ৬০২ জন এবং নারী উদ্যোক্তা ঋণ খাতে ২৭ হাজার ৯৪৭ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ১ হাজার ৮৬৯ কোটি ৫১ লক্ষ (ক্ষুদ্র ঋণ: ১০৬০.৬৩ কোটি; ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ: ৫৪৬.৪১ কোটি; নারী উদ্যোক্তা ঋণ: ২৬২.৪৭ কোটি) টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। সদস্যদের পুজিঁ গঠনের পরিমাণ ৯৪৭.৩২ কোটি টাকা (সাধারণ সঞ্চয় ৩৯৯.৫২ কোটি, সোনালী সঞ্চয় ২৭৪.৮৬ কোটি মেয়াদী সঞ্চয় ১৭০.০৫কোটি অন্যান্য সঞ্চয় ২৬৩.০০ কোটি। সুফলভোগী সদস্যগণ গৃহীত ঋণের দ্বারা আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ক্রমপুঞ্জিত (শুরু থেকে) ১৩০৮৭.৮১ কোটি টাকা; ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিত শুরু থেকে) ৪৬৪৮.৫৭ কোটি টাকা; নারী উদ্যোক্তা বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিত শুরু থেকে) ৪৬৯.২৯ কোটি টাকা; মোট সঞ্চয় স্থিতি (সকল সঞ্চয়) ১১০৭.৪৩ কোটি টাকা; প্রশিক্ষণ প্রদানঃ (ক্রমপুঞ্জিত শুরু থেকে) ৫২১৯২৬ জন

এছড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীন অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ও পল্লীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার সুরক্ষার জন্য প্রদত্ত অনুদানের অর্থে পিডিবিএফ-এর কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী গত ১৭ জুন, ২০২১ তারিখে এ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রম:

দেশের দারিদ্র্যতা হ্রাসকরণ করাই হলো পিডিবিএফ এর অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো গ্রামে পিছিয়ে পড়া পল্লী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করা, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, টেকসই পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি), সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার,দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল, আর্থ-সামাজিক ও কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে, গ্রামে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে। স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত পিডিবিএফ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে এবং ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন প্রকল্প: মার্চ, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ মেয়াদে ৩৩.০৮ কোটি টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২টি জেলার ৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অসুবিধাগ্রস্থ ও বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট সৌরশক্তি চালিত সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১০১৮৫টি পরিবারের নিকট বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছে দয়া সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সহায়তা করবে। একই সাথে প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

হাজামজা/পতিত পুকুর পুন:খননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প



জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে ৩৯.৬৭ কোটি টাকা (জিওবি ৩৪.০৭ কোটি; পিডিবিএফ এর নিজস্ব ৫.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬টি জেলার ২৮টি উপজেলায় ৮১৯৭ জন উপকারভোগী সদস্যদেরকে হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখনন করে একই পুকুরে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

“প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১ মেয়াদে ৭০.০৬ কোটি টাকা (জিওবি ৫৯.৮০ কোটি; পিডিবিএফ ১০.২৬ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৯টি জেলার ৫০টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১২২৩৫ জন প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে শস্য সংগ্রহের সময় মূল্য অস্থিতিশীলতা জনিত ক্ষতি হ্রাস, কৃষকদের জীবিকায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য দূরীকরণ করা হয়েছে। শস্য সংগ্রহ উত্তর প্রযুক্তিগত ও প্রক্রিয়াকরণ সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামের প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে তাদের নিজ বাড়িতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিসরে শস্য সংরক্ষণ করে সুবিধামত সময়ে উক্ত গুদামজাতকৃত শস্য বিক্রয় করে অধিক আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।



পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) মাগুরা অঞ্চলাধীন মাগুরা সদর উপজেলার ড্রাগন ফল চাষী মোঃ ফারুক হোসেন।



পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) বগুড়া অঞ্চলাধীন জয়পুরহাট সদর উপজেলারকুটির শিল্প।

‘আলোকিত পল্লী সড়কবাতি’ প্রকল্প

জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২মেয়াদে মোট ৪৮.৪৬৯১ কোটি টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে দেশের ১৩টি জেলার ১৬টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ **প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সমূহে রাত্রিকালীন যাতায়াতে দুর্ঘটনা হ্রাস, নিরাপত্তার জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ-বান্ধব সৌরবাতি স্থাপনের মাধ্যমে নাগরিক জীবনের সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; সৌর বাতি ব্যবহারের মাধ্যমে** গ্রামীণ মার্কেট সমূহে রাত্রিকালীন বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন; **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকরণসহ সরকার ঘোষিত- ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী (মুজিব বর্ষ ২০২০-২০২১) উদযাপন উপলক্ষে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কর্মসূচির মধ্যে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহঃ

১. বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ এবং তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন নিয়ে বিভিন্নমুখী আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল, গরীব ও দুস্থদের জন্য খাবার বিতরণ করা ;

২. মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা সভা,স্বাধীনতার সুবর্ণ তিথি, মুজিব

শতবর্ষ ও পিডিবিএফ এর অগ্রযাত্রা(ক্রমবিবর্তনের লিপিচিত্র) এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মেলার আয়োজন;

৩. পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জা

৪. বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ, দোয়া মাহফিল গরীব ও দুস্থদের জন্য খাবার বিতরণ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে আলোচনা;

৫. মুজিব বর্ষ (২০২০-২০২১) উপলক্ষে এ বছরটিকে প্রচার বর্ষ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর উক্তি সম্বলিত একটি টেলিভিশনে ডজী ও পপআপ এবং বিভিন্ন পত্রিকায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রমের বিজ্ঞাপন প্রচার।

৬. বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ, স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয় আলোক সজ্জা, পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচন; মুজিব শতবর্ষে পিডিবিএফ(স্বল্প দৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চিত্র)



বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ করছেন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার।



'মুজিববর্ষ' এবং স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্ত্রী উপলক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা।

১। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের (এসএফডিএফ) পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কতিপয় দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)'' শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয় ।

- বাংলাদেশসহ আটটি দেশে পর্যবেক্ষণ শেষে ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয় । প্রতিবেদনে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি 'গ্রহণকারী ব্যবস্থা' গড়ে তোলা এবং 'প্রদানকারী ব্যবস্থা'কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয় ।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)''শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ।
- **মূলত এ প্রকল্পটির মাধ্যমে শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বে সর্বপ্রথম দরিদ্র ও দরিদ্রতর মানুষকে সংগঠিত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সূচনা করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ,**

বাংলাদেশে তথা বিশ্বে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পথিকৃৎ হচ্ছেন বাংলাদেশের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

- ১৯৭৫ সাল থেকে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তী সরকারসমূহের উদাসীনতায় সরকারি খাত থেকে বিনিয়োগের জন্য তহবিল না পাওয়ায় এবং ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় প্রকল্পটি কয়েক পর্যায়ে বিভিন্ন নামে ২০০৫ পর্যন্ত ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকে। পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনার প্রথম সরকারের শেষ দিকে প্রকল্পটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ ২৮ বছর প্রকল্প ও কর্মসূচি আকারে চলার পর ২৭ জুলাই ২০০৫-তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' সৃষ্টি হয় ।
- এ ফাউন্ডেশন জামানতবিহীন ঋণ কর্মসূচির সূচনাকারী যুগান্তকারী প্রকল্পেরই গর্বিত উত্তরসূরী।

১.১ ফাউন্ডেশনের রূপকল্প

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

১.২ ফাউন্ডেশনের অভিলক্ষ্য

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে এসব পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ ।

১.৩ ফাউন্ডেশনের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।
২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
৩. সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।
৪. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
৬. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
৭. ই-গভর্ন্যান্স / উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
৮. অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
৯. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
১০. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
১১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

১.৪ কার্যাবলি

১। গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;
২। সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
৪। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন ; এবং

৫। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

৬। করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্থ সুফলভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্প খাতে কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিলের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহযোগিতা প্রদান।

২.০ প্রতিবেদনাধীন ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

২.০১ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয় । পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং সর্বশেষ সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুন্নয়ন খাত হতে আরো ৪.০০ কোটি আবর্তক ঋণ সহায়তা পাওয়া যায় । ২০০৯ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নবান্ধব সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের জন্য Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অপর একটি এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরো একটি প্রকল্পসহ মোট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে দেশের ২৮টি জেলার ১১৯ টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সর্বমোট ১২৮.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল সহযোগিতা পায়। ফলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৫৪ টি উপজেলা থেকে ১৭৩ টি উপজেলা কার্যালয়ে সম্প্রসারণ করা হয়। সর্বমোট ১৪২.১৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ১০০.০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ০৭।০৪।২০২১ তারিখে ৫০.০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যার বিপরীতে জুন,২১ পর্যন্ত ২০.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ বিতরণ চলমান রয়েছে। প্রাপ্য অবশিষ্ট ৫০.০০ কোটি টাকা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অবমুক্ত হবে এবং সে অনুযায়ী বিতরণ করা হবে। কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিল সহ বর্তমানে মোট ১৯২.১৮ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' এবং সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধি ১২.০২ কোটি সহ সর্বমোট ২০৪.২০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২.০২ একনজরে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত)

বিবরণ		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি জুন, ২০২১ পর্যন্ত
১। ঋণ কার্যক্রম শুরু	:	-	২০০৭ সালে
২। কার্যক্রম বিস্তৃত জেলা	:	-	৩৬টি
৩। উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা	:	-	১৭৩টি
৪। ক্রমপুঞ্জিভূত কেন্দ্র গঠন	:	৩১৬ টি	৭১২০ টি
৫। ক্রমপুঞ্জিভূত সদস্যভুক্তি	:	১১৮০০ জন	২,১৮,৪১৭ জন
৬। বিদ্যমান সদস্য	:	৯,৪৪০ জন	১,১৫,৮৯৭ জন

বিবরণ		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি জুন, ২০২১ পর্যন্ত
৭। সুফলভোগীদের ক্রমপুঞ্জিভূত সঞ্চয় জমা	:	১৩.৭৭ কোটি টাকা	১০৩.৯৭ কোটি টাকা
৮। সুফলভোগীদের সঞ্চয় স্থিতি	:	১১.০২ কোটি টাকা	২৮.৫৩ কোটি টাকা
৯। রাজস্ব খাতের আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি (২০০৬ সালে ৫ কোটি, ২০০৯ সালে ৫ কোটি এবং ২০১৭ সালে ৪কোটি)	:	-	১৪ কোটি টাকা
১০। ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১২৮.১৮ কোটি টাকা
১১। রাজস্ব খাত ও ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প হতে মোট তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১৪২.১৮ কোটি টাকা
১২। সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধি	:	-	১২.০২ কোটি টাকা
১৩। কোভিড-১৯ তহবিল প্রাপ্তি (১০০কোটি)		৫০.০০ কোটি টাকা	৫০.০০ কোটি টাকা
১৪। সর্বমোট আবর্তক ঋণ তহবিল	:	-	২০৪.২০ কোটি টাকা
১৫। ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (সার্ভিসচার্জসহ)	:	২০১.৩২ কোটি টাকা	১৩২৬.৬৩ কোটি টাকা
১৬। ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় (সার্ভিস চার্জসহ)	:	১৭৯.৭৯ কোটি টাকা	১১৩৯.৯৫ কোটি টাকা
১৭। ক্রমপুঞ্জিভূত সার্ভিসচার্জ আদায়	:	১৮.৩৩ কোটি টাকা	১০৯.১৭ কোটি টাকা
২০। খেলাপি ঋণের পরিমাণ	:	-	৩৫.৭৬ কোটি টাকা
২২। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার	:	-	৯৭%
২১। অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তন	:	-	প্রধান কার্যালয়সহ ১৭৩ টি উপজেলা কার্যালয়
১৮। মাঠে বিনিয়োগ স্থিতি (সার্ভিস চার্জসহ)	:	-	১৮৬.৬৮ কোটি টাকা



২০২০-২১ অর্থ বছরে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন



মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক ফাউন্ডেশনের অনলাইন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও কোভিড-১৯ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ উদ্বোধন

৩.০০ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ভিত্তিক অগ্রগতির বিবরণঃ

৩.০১ কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০–৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে । ২০২০–২০২১ অর্থ বছরে ৩১৬ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১১,৮০০ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয় । জুন'২১ পর্যন্ত ৭১২০ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,১৮,৪১৭ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

৩.০২ ঋণ বিতরণ ও আদায়

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে এক বছর/দেড় বছর/ দুই বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় । ২০২০–২০২১ অর্থ বছরে ২০১.৩২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১৭৯.৭৯ কোটি টাকা আদায় করা হয়। জুন'২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ১৩২৬.৬৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ১১৩৯.৯৫ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে । আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭ ভাগ ।

৩.০৩ সুফলভোগীদের সঞ্চয়

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে । ২০২০–২০21 অর্থ বছরে ১৩.৭৭ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয় । এ প্রক্রিয়ায় জুন'২১ পর্যন্ত ১০৩.৯৭ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা হয়েছে । জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত সঞ্চয় স্থিতি দাড়িয়েছে ২৮.৫৩ কোটি টাকা।



উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম।

৩.০৪ প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে । ২০২০–২০21 অর্থ বছরে ৬০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ও ১০,৬৫০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।



সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ

৩.০৫ নারীর ক্ষমতায়ন

নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে হলে নারীর ক্ষমতায়ন যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা নারীর অধিক ক্ষমতায়ন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী । ফাউন্ডেশনের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ২,১৮,৪১৭ জন সদস্যদের মধ্যে ২,০৫,৩১১ জন নারী সদস্য রয়েছে । নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৪%। সদস্যভুক্ত এ সকল

নারীকে ২০২০ -২০২১ অর্থ বছরে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ১৮৯.২৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে । এ সকল নারী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ২০২০ -২০২১ অর্থ বছরে **১২.৯৪** কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ৯৭.৭৩ কোটি টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছেন। প্রতিটি সমিতি/ কেন্দ্রের নারী সভাপতি, ম্যানেজার এবং সদস্যদের মধ্যে যারা সৃজনশীল ও নারী নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম এবং সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে এ পর্যন্ত ৩৫,৫৮৫ জন নারী সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে অবদান রাখতে পেরেছেন। ফলে নারীদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। এ ধারা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এখনও অব্যাহত রয়েছে।

৩.০৬ ২০২০ -২০২১ অর্থ বছরে বায়োমেট্রিক মেশিন ব্যবস্থা চালুঃ

একই ব্যক্তির একাধিক ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত অনিয়ম রোধকল্পে সদস্যদের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে অটোমেশন সফটওয়্যারের সাথে সংযোগ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে। ঋণ বিতরণের সময় বায়োমেট্রিক মেশিনের মাধ্যমে সদস্যদের আঙ্গুলের ছাপ অটোমেশন সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হয়। ফলে একজন সদস্য অন্য নামে বা নিজ নামে নিজ উপজেলা বা ফাউন্ডেশনের আওতাধীন অন্য কোন উপজেলায় ঋণ গ্রহণ করতে গেলে অটোমেশন সফটওয়্যার নোটিফিকেশন দিবে। ফলে একসাথে বা ভিন্ননামে একাধিক ঋণ গ্রহণ সম্ভব হবে না। পাশাপাশি এনআইডিতে প্রদত্ত আঙ্গুলের ছাপ ও স্বাক্ষরের সাথে তা চেক করার ব্যবস্থাও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।



চিত্রে বায়োমেট্রিক মেশিনের মাধ্যমে সদস্যদের
আঙ্গুলের ছাপ অটোমেশন সফটওয়্যারে সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

৩.০৭ ২০২০ -২০২১ অর্থ বছরে SMS সার্ভিস চালুঃ

ফাউন্ডেশনের অটোমেশনে সুফলভোগীদের সঞ্চয় ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ অন্যান্য যাবতীয় ডাটাবেজের সাথে সদস্যদের মোবাইল নম্বর সংযোজিত হয়। সদস্যদের দৈনিক সঞ্চয় ও ঋণের সকল ধরনের লেনদেনের এসএমএস সদস্যদের মোবাইল নম্বরে অটো প্রেরণ করা হয়। ফলে সদস্যগণ দিনের মধ্যেই তাদের সঞ্চয় ও ঋণের সকল তথ্যাদি এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত হতে পারছেন।

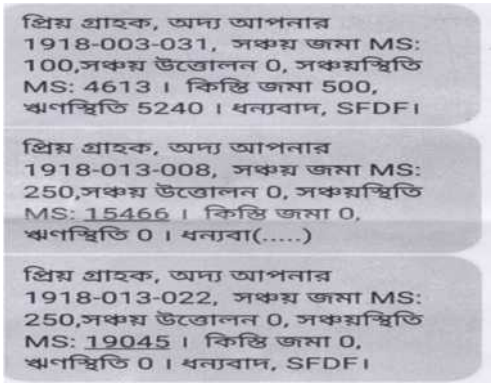

চিত্রে সদস্যদের দৈনিক সঞ্চয় ও ঋণের সকল ধরনের লেনদেনের
এসএমএস সদস্যদের মোবাইল নম্বরে অটো প্রেরণ ব্যবস্থা।

৩.০৮ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে গ্রামীন অর্থনীতি সুসংহত রাখার জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপঃ

সরকারের কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পখাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য এসএফডিএফ-এর অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে স্বল্প হারে ৪% সার্ভিস চার্জে ঋণ সহায়তা প্রদান করার সংস্কার রাখা হয়েছে। এ ঋণ প্রদানের ফলে আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনের মাধ্যমে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে উত্তরণে "করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সদস্য পরিবারের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা" শীর্ষক ১টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে যা বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে।

৪.০০ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষিকী তথা মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক) কমিটি গঠনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে একটি এবং ফাউন্ডেশনের আওতাভূক্ত ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

খ) সদস্য সমাবেশ/ র‍্যালি ও সেরা সদস্যদের পুরস্কার প্রদানঃ

ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলা কার্যালয়ের বিভিন্ন কেন্দ্রের সুফলভোগী সদস্যদের নিয়ে সদস্য সমাবেশ করা হয় এবং উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির সেরা সুফলভোগী সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে সেরা ৩ জন সদস্য নির্বাচন করে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

নিম্নবর্ণিত মাপকাঠির মাধ্যমে সেরা সুফলভোগী সদস্য নির্বাচন করা হয়-

- ফাউন্ডেশনের সুফলভোগী সদস্য হিসাবে কমপক্ষে ৩ বছরে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।
- কেন্দ্র সভায় ৮০% উপস্থিতি
- কেন্দ্র সভায় নিয়মিত সঞ্চয় জমাসহ সর্বোচ্চ সঞ্চয় জমাকারী সদস্য
- ঋণের সকল কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ ও সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়া
- গৃহিত ঋণ যথাযথ খাতে ব্যবহার করে সফল হওয়া সদস্য

গ) বঙ্গবন্ধুর উপর প্রবন্ধ রচনাঃ

ফাউন্ডেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাঠ পর্যায় থেকে দারিদ্র বিমোচন/পল্লী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদানের উপর প্রবন্ধ রচনা আহবান করা হয়। সংগৃহিত প্রবন্ধ থেকে সেরা প্রবন্ধ বাছাই করে অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

ঘ) জাতীয় শোক দিবস পালন ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালনঃ

১৫ আগষ্ট'২০২০ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক/উপজেলা কার্যালয়সমূহের সকল কর্মচারী কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়েছে।মাঠ পর্যায়ে কেন্দ্রভিত্তিক বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর নিমিত্তে সকল উপজেলা কার্যালয় হতে কেন্দ্রওয়ারী ৮-১০টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

ঙ) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশন কর্তৃক এ প্রতিষ্ঠানের সকল অংশীজনের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও তাদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে ফোল্ডিং, প্রচারপত্র ও পোষ্টার প্রকাশ করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সকল উপজেলা কার্যালয়ে সুফলভোগীদের মাঝে বিরতণ করা হয়েছে।

চ) সুফলভোগী নিয়ে বঙ্গবন্ধুর "জীবন ও কর্ম" সম্পর্কে আলোচনা সভাঃ

১৬ই ডিসেম্বর ২০২০খ্রি. তারিখে ফাউন্ডেশনের সকল উপজেলা কার্যালয়ে সেরা সুফলভোগী নিয়ে বঙ্গবন্ধুর "জীবন ও কর্ম" সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ছ) দারিদ্র্য বিমোচন/পল্লী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ে কেন্দ্র পর্যায়ে সুফলভোগীদের নিয়ে আলোচনাঃ

জানুয়ারি ২০২১ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত কেন্দ্রভিত্তিক উঠান বৈঠকে দারিদ্র বিমোচন/পল্লী উন্নয়নে জাতির পিতার অবদান, ক্ষুদ্র ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান, প্রাথমিক শিক্ষা, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রথা রোধ উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ, পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর উপর আলোচনা করা হয়। উপজেলা ব্যবস্থাপক তাঁর মাঠ কর্মসূচি অনুযায়ী কেন্দ্রে অবস্থানপূর্বক কার্য সম্পাদন করেছেন। সুফলভোগী সদস্যদের মধ্য হতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

জ) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনঃ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৭ই মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।



স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ঝ) আলোচনা সভাঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৭ই মার্চ ২০২১ থেকে ২৬শে মার্চ ২০২১খ্রি. পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের সকল উপজেলা কার্যালয়ে কেন্দ্রভিত্তিক উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে জাতির পিতার অবদান সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায় সেক্টরে শীর্ষ অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এবং ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক পর্যায়ে সমবায়ী কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রদান করে আসছে। এছাড়া অন্যান্য অসদস্য সমবায় সমিতি ও মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, দারিদ্র হ্রাস ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য চাষ, কবুতর পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ক্রয়, কুটির শিল্প, হাঁস মুরগী পালন, সেলাই মেশিন ক্রয় ইত্যাদি খাতে মহিলা সমবায়ীদের বিনা জামানতে প্রকল্প ঋণ প্রদান করে আসছে। এমনকি এই ব্যাংক সরকারী বেতন ভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তান এবং নিজেদের চিকিৎসা, সন্তানের উচ্চ শিক্ষা, সন্তান ও নিজেদের বিবাহ ইত্যাদি কাজে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এবং ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে ১৮০ জন সমবায়ী কৃষককে ১০০.০০ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ, সরকারী বেতন ভুক্ত ৫৯৩ জন ব্যক্তিকে ১৪৮১.০০ লক্ষ টাকা পার্সোনাল ঋণ, ৯ জন ব্যক্তিকে ৪১.০০ লক্ষ টাকা কনজুমার্স ঋণ এবং ২৩৭০ জন ব্যক্তিকে ১২২৯.৫৫ লক্ষ টাকা স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

০২। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কে সমবায় খাতের শীর্ষ অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিক কার্যকর করার জন্য সরকার এই ব্যাংকের সংস্কার ও পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সুপারিশ ও আইন প্রণয়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন কমিশনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আইন কমিশন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে রূপান্তরের লক্ষ্যে আইন কমিশনের গবেষণা টিম এবং দেশের খ্যাতিমান ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামত গ্রহণ পূর্বক 'বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আইন, ২০২১' শীর্ষক আইনের খসড়া প্রনয়ন করে। আইন কমিশন কর্তৃক প্রণীত খসড়া আইনের বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর, এই ব্যাংকের সদস্যভূক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ পূর্বক মতামত গ্রহণ করা হয়।

০৩। পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আইন, ২০২১' শীর্ষক খসড়া আইনটি পর্যালোচনা পূর্বক মতামত প্রদানের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে বিগত ১৯/০১/২০২১ খ্রিঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কে আহবায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি আইন কমিশন কর্তৃক প্রণীত খসড়া আইনের বেশকিছু ধারা ও উপ-ধারায় সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন/পরিমার্জন এর প্রস্তাব করে প্রতিবেদন দাখিল করেন।



'বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আইন, ২০২১' শীর্ষক খসড়া আইনটি পর্যালোচনা পূর্বক মতামত প্রদানের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গঠিক কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি এর সভাপতিত্বে বিগত ১৬/০৬/২০২১ খ্রিঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় 'বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আইন, ২০২১' অধিকতর পর্যালোচনা পূর্বক খসড়া আইনটি মন্ত্রণালয় পর্যায়ে চূড়ান্ত করা হয়। 'বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আইন, ২০২১' শীর্ষক আইনটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হলে এই ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধিপাবে এবং সমবায় খাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।



'বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আইন, ২০২১' শীর্ষক খসড়া আইন এর উপর অধিকতর পর্যালোচনার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর সভাকক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি এর সভাপতিত্বে আনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত আছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব রেজাউল আহসান এবং অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ।

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

পরিচিতি:

যুদ্ধবিধ্বস্থ স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রাম বাংলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ডঃ আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতির অভূতপূর্ব সফলতাকে পর্যায়ক্রমে সারা দেশে সম্প্রসারণের জন্য সরকার আইআরডিপি (বর্তমানে বিআরডিবি)-কে দায়িত্ব প্রদন করেন। পরবর্তীতে আইআরডিপি কর্তৃক পরিচালিত থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা টিসিসিএগুলোর জাতীয় শীর্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে আইআরডিপি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৩ সালের ২৮শে আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন গঠিত হয়। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা ও কাঠামোকে সমবায়ের মাধ্যমে পুনঃগঠন ও পুনঃবাসন করার লক্ষ্যে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ন-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের যাত্রা শুরু হয়। গ্রাম বাংলার মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, মহিলা ও বিত্তহীন মানুষদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সার্বিক সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে।

প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সমবায় ফেডারেশন ৪৫৬ টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ)এর সমবায়ীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব সৃষ্টি, পুঁজিগঠন, ক্ষুদ্র ঋণ দাদন, আদায়, প্রচার ও প্রকাশনা, জনগনকে সমবায়ে উদ্বৃদ্ব ও সচেতন করে আসছে। এছাড়াও সমবায়ীদের সমস্যা ও সংকট এবং সম্ভাবনা ও সমাধান এর কথা সরকার ও বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার নজরে এনে তা সমাধানের ব্যাপারে বিআরডিবি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং ইউসিসিএগুলোর এপেক্স বডি হিসেবে বলিষ্ঠ ও অর্থবহ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে।

দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

Vision: দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুধা এবং দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

Mission: পল্লীর কৃষক, মহিলা ও বিত্তহীন পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় স্ব-নির্ভর আর্থিক সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউসিসিএ গঠন ও সঠিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায় এবং পেশাভিত্তিক বিশেষ সমবায় গঠনে সহায়তা করিয়া সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলা ।
- জাতীয় অর্থনীতির সর্বস্তরে, বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পে উন্নত পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করত সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আত্মনির্ভরশীল করবার জন্য প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে সদস্যদেরকে নিজস্ব মূলধন এবং গ্রাম ও উপজেলা সমবায় সমিতিগুলির যৌথ মূলধন গড়ে তুলিতে সহায়তা করা।

- ♦ সমবায় আন্দোলনকে সার্থক ও সার্বজনীন রূপদান করিবার জন্য দেশে বিদেশে সমবায়ীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ে আঞ্চলিক সভা আয়োজন করা।
- ♦ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সহিত সমবায়ীদের স্বার্থে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং দেশের উন্নয়ন কার্যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং তাহাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।
- ♦ সমবায়ের মৌলিক সমস্যাগুলির উপর গবেষণা, সেমিনার এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন করিয়া সমবায় আন্দোলনকে সক্রিয় ও গতিশীল করা।
- ♦ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত সমবায়ের স্বার্থে আলোচনা, কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতা করা।
- ♦ দেশে বিদেশে সমবায়ের স্বার্থে প্রচার ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকাশনা করা।

সভ্য সমবায় সমিতিগুলির স্বার্থে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রকার 'সার্ভিস' ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা। সভ্যদের স্বার্থে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে এবং সভ্য সমিতিগুলোকে নানা প্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে এবং সমবায় বাজার গঠনে সহায়তা করা

সাংগঠনিক কাঠামো:

ক) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন, সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক সংগঠিত, নিবন্ধিত ও পরিচালিত।

খ) ফেডারেশনের অংগ সংগঠনগুলো হচ্ছে "জেলা পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন" ও সমগ্র দেশের উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ ।

গ) সভ্য উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ)'র প্রত্যক্ষ ভোটে পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা মোতাবেক একজন সভাপতি, একজন সহ- সভাপতি ও ১০জন পরিচালকসহ মোট ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক ফেডারেশন পরিচালিত।

ঘ) সমবায় ফেডারেশনে দাপ্তরিক কাজে সহায়তার জন্য ১৫জন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিত্র) এর ২২০০ জন কর্মচারী রয়েছে।

ঙ) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিত্র) একটি সংবিধিবদ্ধ স্বয়ংসম্পুর্ণ প্রতিষ্ঠান। যার নিজস্ব অবকাঠামো, দক্ষ জনবল, নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিআরডিবি'র প্রেষনে নিয়োজিত ৩জন কর্মকর্তা কর্মরত এবং প্রতিটি গ্রামে নিবন্ধিত প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ (কেএসএস) এর র্নিবাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে।

চ) উপকার ভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩০লক্ষ।

ছ) ৪৭৯টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিত্র) এর শেয়ার সঞ্চয়সহ মুল ধণের পরিমান ৫৩২ কোটি ৯০লক্ষ্য টাকা।

জ) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন আন্তর্জাতিক কৃষি উৎপাদক সংস্থা (আইএফএপি) ও আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ)'র সদস্য ছিল।

ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভায় গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

কৃষক সমবায়ীদের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে ও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

♦ ইউসিসিএ'র সভাপতিদের মাসিক কার্যভাতা ও পরিচালকদের বৈঠকি ভাতা বৃদ্ধি।

♦ বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের এর মুখপত্র 'আজকের সমবায়' পত্রিকা অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে।

♦বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের এর ওয়েব সাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় তৈরি করা হয়েছে।

♦ইউসিসিএ'র ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

♦ ব্যাক্তি পর্যায়ে ঋণের সিলিং সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

♦ সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরনের লক্ষে সমবায় বাজার স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

♦ যে সব উপজেলায় ইউসিসিএ ভবন নেই সে সব এলাকায় ইউসিসিএ ভবন নির্মান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

♦ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ইউসিসিএ'র নামে বরাদ্দকৃত জায়গায় ভবন নির্মানের বিষয়ে বিআরডিবি'র ৪৭তম বোর্ড সভায় মন্ত্রণালয় হতে স্থায়ীভাবে ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

♦ ইউসিসিএ'র সভাপতিদের নাম ও মোবাইল নম্বর সমবায় ফেডারেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

♦ আন্তর্জাতিক সমবায়ী সংস্থা আইসিএ, আইএফএপি'র সাথে পূণরায় যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে।

♦২২ দিলকুশা সমবায় ফেডারেশন ভবন ফেডারেশনের নামে স্থায়ীভাবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ।

♦ উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নামে বরাদ্দকৃত জায়গা বেদখল এর হাত থেকে রক্ষার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

♦উপজেলা পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সকল কমিটিতে ইউসিসিএ'র সভাপতিদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

♦ সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) সংশোধনের জন্য সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক চাহিত পত্র মোতাবেক -পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ন্যায় ইউসিসিএ'র সভাপতিদের মেয়াদ ৩ বছর থেকে ৫বছরে উন্নীতকরণ এবং অবসর প্রথা বাতিল করণের সুপারিশ প্রস্তাব আকারে প্রেরণ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায় আইন/১৮ খসড়াতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা প্রক্রিয়াধীন।

♦আর্বতক কৃষি ঋণ খাতে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

♦ যে সকল ইউসিসিএ'র এফডিআর এর উপর লিয়েন আরোপিত আছে এ বিষয়ে সোনালী ব্যাংকে পত্র প্রেরণ করা হলে তারা বিআরডিবি, সমবায় ফেডারেশন ও সোনালী ব্যাংক ত্রি-পক্ষিয় বৈঠকের প্রস্তাব করেন যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

♦ ইউসিসিএ কর্মচারীদের চাকুরীবিধি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ৫০কোটি টাকা স্যালারী সাপোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং রাজস্বভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

মুজিব শতবর্ষ পালন

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী পালন করা হয়। সমবায় ফেডারেশন প্রতিটি ইউসিসিএতে গাছের চারা রোপন করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হয় এবং স্থানীয় প্রত্রিকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বানী ও তাঁর বিভিন্ন দিক নির্দেশনা বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

১৫আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় সমবায় ফেডারেশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিষদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে দিনের কর্মসুচী শুরু হয়। পরবর্তীতে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমবায় ফেডারেশন ভবন

২২নং দিলকুশাস্থ সমবায় ফেডারেশন ভবন নিয়ে সৃষ্ট কাগজপত্র মাধ্যমে এর মালিকানা দাবী করে স্পেক্ট্রা হাউজিং কোম্পানীর উচ্ছেদ মামলা করে নং-১১৪/০৯ যার জবাব আদালতে দাখিল করা হয়েছে। বিআরডিবি হতে ০৭/১১/২০১৭খ্রিঃ তারিখে ভবনের বিষয়ে সহকারী কমিশনার, ডেমরা সার্কেল পত্র প্রেরণ করে। যেহেতু ১৯৮৩ সালের আগে বিআরডিবি ভবনটি ব্যবহার করে আসছিল। বিআরডিবি ৫কাওরান বাজার নিজস্ব ভবন হওয়ায় বিআরডিবি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৩ সালে সমবায় ফেডারেশনকে ব্যবহারের জন্য দিয়ে যায়। তখন থেকে সমবায় ফেডারেশন ভবনটি ব্যবহার করে আসছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ভবনটি সমবায় ফেডারেশনের নামে স্থায়ী বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বিআরডিবি'র বোর্ড সদস্য

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র নতুন আইনের ফলে পরিচালনা পর্ষদে জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের ৫জন প্রতিনিধির স্থলে পদাধিকার বলে সভাপতি সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন।

উপ-কমিটির সভা

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত দরপত্র, ক্রয় ও মুদ্রন উপ-কমিটি, নিয়োগ, পদোন্নতি ও অপসারণ উপ-কমিটি, আইন বিষয়ক উপ-কমিটি, অভ্যন্তরীন হিসাব নিরীক্ষা উপ-কমিটি আইন ও ভবন বিষয়ক সংক্রান্ত উপ কমিটি সভায় মিলিত হয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- প্রতিটি ইউসিসিএকে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি/নিজস্ব তহবিল হিসাবে কমপক্ষে ২কোটি টাকা অনুদান প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হবে।
- প্রতিটি প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতির (কেএসএস) স্থায়ী অফিস নির্মানের ব্যবস্থা করা হবে।
- ইউসিসিএ'র নামে বরাদ্দকৃত জায়গা বেদখল এর হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে।
- ইউসিসিএ'র নামে বরাদ্দকৃত খালি জায়গায় স্থায়ীভাবে মার্কেটসহ ভবন নির্মানের সহযোগিতা করা হবে।
- ইউসিসিএতে শুন্যপদে জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।
- সমবায়ীদের নিয়মিত উঠোন বৈঠক, মাসিক সভাসহ প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতিতে (কেএসএস) শিক্ষিত যুবকদের ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ইউসিসিএগুলোকে সক্রিয় ও গতিশীল করা হবে।
- ঋণ দাদনের পূর্বে সুবিধাভোগী সমবায়ীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
- উপজেলা পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সকল কমিটিতে ইউসিসিএ'র সভাপতিদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা করা হবে।

♦ যে সব উপজেলায় ইউসিসিএ'র নিজস্ব ভবন নেই সেই সব এলাকায় ভবনের ব্যবস্থা করা হবে।

♦ ফেডারেশন, বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তরের সমন্বয়ে প্রতিটি জেলায় সমবায়ীদের নিয়ে আঞ্চলিক মত বিনিময় সভা করা হবে।

♦ সমবায় ফেডারেশনের নিজস্ব তত্বাবধানে মন্ত্রণালয়, সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবির সমন্বয়ে ইউসিসিএ'র সভাপতি, ম্যানেজার ও কৃষক সমবায়ীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

♦ সমবায় ফেডারেশনের নিয়মিত মাসিক 'আজকের সমবায়' পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

♦ ইউসিসিএ সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য ও কর্মচারীদের ''সমবায় ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লাতে পর্যায়ক্রমে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

♦ সরকার কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল(এনআইএস), বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা (ইনোভেশন) বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়েজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

♦ নতুন প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ (কেএসএস) কে গঠন এবং অকার্যকর সমিতিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

♦ সমবায়ীদের উৎপাদিত পন্যের নায্যমূল্য পায় সেই লক্ষ্যে সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

♦ আশাতীত উৎপাদনের জন্য পূর্বের ন্যায় উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বীজে, আধুনিক কৃষি সরঞ্জামের ডিলারশীপ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

♦ জাতীয় সমবায় দিবসে উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপক সমবায় র‍্যালী, মেলা, সমবায় নিবন্ধন, সমবায়ীদের পুরস্কৃত করা, সভা, সেমিনার, লিফলেট বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা করতে হবে।

♦ সমবায়ী কৃষক ও সাধারণ কৃষকদের মধ্যে ঋণের সুদের হারের পার্থক্যের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

♦ হাওর অঞ্চলে আকস্মিক বন্যাকবলিত কৃষক সমবায়ীদের সুদ মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

♦ অকার্যকর প্রাথমিক সমবায় সমিতি (কেএসএস)গুলোকে কিভাবে কার্যকর ও নিয়মিত করা যায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

♦ নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য আরো ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হবে।

♦ ইউসিসিএগুলোর বিদ্যমান সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

♦ সমবায়ীরা যাতে ৫% সুদে ঋণ নিতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

♦ ইউসিসিএতে জনবল নিয়োগ জটিলতা নিরসনে ব্যবস্থা করা হবে।

♦ ইউসিসিএ লিঃ'র এফডিআর এর উপর সোনালী ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত লিয়েন প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

♦ প্রতিটি ইউসিসিএতে পূর্বের ন্যায় ম্যানেজার কমিশন পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হবে।

♦ কৃষক সমবায়ীদের ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ ব্যবস্থা করা হবে।

♦ ইউসিসিএর'র মাধ্যমে গভীর/অগভীর নলকুপ বৃদ্ধি করা হবে।

♦ প্রতিটি জেলায় "জেলা ফেডারেশন" কে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করা হবে।

♦ প্রতিটি ইউসিসিএকে ডিজিটাল করতে ডাটাবেজের আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

♦ সমবায় ফেডারেশন প্রতিটি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ)কে স্ব-নির্ভর আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সার্বিক সহায়তা করা হবে।

সমবায় ফেডারেশন ইউসিসিএগুলোর জাতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। সমবায় ফেডারেশন সমবায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আরো গতিশীলভাবে কাজ করবে। সমবায় ফেডারেশন আধুনিক কম্পিউটারাইজ করা হলে সমবায়ীদের বিভিন্ন দাবী আদায়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আরো সহজ হবে।